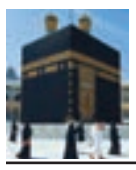
আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ওমরা ভিসার আবেদন শুরু করেছে সৌদি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পবিত্র হজের পর এবার ওমরা পালনে ইচ্ছুক মুসল্লিদের কাছ থেকে ভিসার আবেদন নেওয়া **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৪২ || সোমবার || শ্রাবন ৫ || ১৪২৯ || জিল হজ্ব ২২ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 42 || 18 July || 2022 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

অস্থির বাজারে ভোগান্তি চরমে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রথমে করোনাভাইরাসের আক্রমণ। তারপর ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন। এই দুইয়ের ফলে বিশ্ব এখন হাঁসফাঁস করছে। দেশে দেশে দেখা দিয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। বৈদেশিক রিজার্ভে হাত পড়েছে। জনগণের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। জীবনের পরোয়া করছেন না তারা। এ পরিস্থিতির প্রমাণ হয়ে গেছে পাশের দেশ শ্রীলঙ্কায়। সেখানে মানুষ বন্দুকের ভয় করছে না। গুলির ভয় করছে না। বিক্ষোভ হয়েছে আরও অনেক দেশে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে তারা অসহায়। বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর দাম। কিন্তু বাড়ছে না আয়। এমনকি সারাবিশ্বে করোনা মহামারির সময় থেকেই বিপুল পরিমাণ মানুষ কর্মহীন। সারাজীবন তারা যা জমিয়েছিলেন ভবিষ্যতের জন্য, তা ভেঙে খেয়েছেন অথবা তা শেষ হয়ে গেছে, বা শেষ হওয়ার পথে। তাদের হাতে আর কোনো বিকল্প নেই। এমন অবস্থা ঠাহর করতে পেরে দু'দিন আগেই সুদের হার বাড়িয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

জেরুজালেম সবার শহর হওয়া উচিত : বাইডেন



অনলাইন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, জেরুজালেম একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। যারাই এখানে বসবাস করে শহরটি তাদের সবার উচিত। শুক্রবার দখলকৃত জেরুজালেম শহরে সফর করে বাইডেন এই মন্তব্য করেন। বাইডেন ইসরায়েল থেকে সেখানে গিয়ে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-ইসরায়েল-আরব আমিরাতকে নিয়ে নতুন জোট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনা মহামারি ও প্রতিবেশী ইউক্রেনে পরাশক্তি রাশিয়ার আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী চলমান খাদ্য ও জ্বালানি সংকট থেকে নিজেদের রক্ষায়ও আইটুইউটু নামে খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা জোট গড়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্র প্রধানরা খাদ্য ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি নিরাপত্তা খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, পানি, জ্বালানি, পরিবহন, মহাকাশ, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

করোনা বেশ চতুর হয়ে উঠছে : ডব্লিউএইচও

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বে করোনার সংক্রমণ আবার বাড়ছে। কারণ, ভাইরাসটি ক্রমাগত তার রূপ পরিবর্তন করে চলছে। করোনার সংক্রমণ রোধে নেওয়া পদক্ষেপের চেয়ে ভাইরাসটি এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। ভাইরাসটি বেশ চতুর হয়ে উঠছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) করোনা-বিষয়ক এক বিশেষ দূত এসব মন্তব্য করেছেন। ডব্লিউএইচওর কোভিড-১৯ বিষয়ক বিশেষ দূত ডেভিড নাবারো এক সাক্ষাৎকার বলেন, করোনার সংক্রমণ আবার বাড়ার কারণ হলো ভাইরাসটির ক্রমাগত রূপ বদল। আর ভাইরাসটি বেশ চতুর হয়ে উঠছে। নাবারো বলেন, 'এটা আমাদের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বাড়ছে মাংকি পক্স

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে মাংকি পক্স শনাক্ত বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে টিকার চাহিদাও। গত বুধবার নিউইয়র্কের মেয়র এরিক এডামস যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ চাহিদার কথা জানান। গত বুধবার নিউইয়র্কে ৩৩৬ জনের দেহে মাংকি পক্স শনাক্ত হয়েছে। গত মঙ্গলবার এ শনাক্তের সংখ্যা ছিল ২৬৭ এবং **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বাংলাদেশের পরিণতি শ্রীলঙ্কার মতো হতে পারে: জি এম কাদের

ঢাকা ডেস্ক: জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ধনী থাকতে চান না বিল গেটস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকায় থাকতে চান না প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ইসরায়েলকে সুবিধা দিতে সৌদির আকাশসীমা উন্মুক্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'সব ধরনের উড়োজাহাজের জন্য' নিজেদের আকাশসীমা থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। দৃশ্যত ইসরায়েলের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

Bangladeshi American
National Democratic Society USA Inc (BANDS)

TITLE SPONSOR

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



Ahad Ali, CPA
2153 Westchester Ave
Suite 200 Bronx, NY 10462
Email: info@ahadandco.com
Tel: 929-371-9915



Special Guest & Inaugurator
আবু জাফর মাহমুদ
লিটন ও রোনিয়েল
৮২৬-৭৬৯-০৯৬৬
netlake111@gmail.com
ceo@alegracare.com
COPAP ALEGRA HOME CARE INC
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য
CARE WITH LOVE IS HUMANITY...

Grand Sponsor
Anwar Hossain
রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টর

H. Bruce Fisher Esq., P.C.
212-957-3634
917-597-6349
Text 212-212



ঈদ পূনর্মিলনী
পথমেলা
STREET FAIR



Homebridge
Jahangir Kazi
Mortgage Loan Originator
NMLS # 1999624
Cell: 646-265-8606



Immigrant Elder Home Care LLC.
Authorized Homecare Provider
Department of Health State of New York
Giash Ahmed
Chairman / CEO
Tel: 917-744-7308



The Best Hope Realty Inc
Ma Travel Agency
Md. Solaiman Ali
347-236-2737



BARI HOME CARE
Asef Bari (Tutul)
CEO
Cell: 631-428-1901



রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টমেন্ট
Nurul Azim
+1 516 451 3748

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.
1445 UNIONPORT RD., BRONX, NY 10462
Tel: 347-851-2688 • Fax: 347-851-2694
"We Care For Your Family"
PHARMACIST - GAURAV KOTHARI (MR. G)

24
JULY 2022
SUNDAY
10 AM-8 PM

Venue:
Purdy Steet
Between St. Raymond Ave & Parker Street
Starling, Bronx, NY 10462

Starling Diagnostics
1450 East Ave, The Bronx, NY 10462
(718) 319-1610



GOLDEN PALACE

Bangla Town Supermarket
Bangla Garden Restaurant
1860 Westchester Ave,
The Bronx, NY 10472



NYCDOCS
ATAUL CHOWDHURY, MD
1888 Westchester Ave, Suite B, Bronx, NY
Cell: 917-634-9600

Mamun's Tutorial
T:347- 657-0530

Khalil Biryani
1445 Olmstead Ave,
Bronx, NY 10462
718-483-8904



MONI HOME CARE
MONI / DIRECTOR
Tel: 347-465-0817, 646-851-3270

রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টর
জে খান ডিউক
917-783-5499



সঙ্গীত পরিবেশনে
রিজিয়া পারভীন, মারিয়াম মারিয়া,
কামরুজ্জামান বকুল, নেপী খান,
শাহ গাজী জুয়েল, রন্টি

ষ্টলের জন্য যোগাযোগ:
শামীম আহমেদ
347-636-5153
মোশাহিদ চৌধুরী
347-748-5716
শ্যামল কান্তি চন্দ
929-280-9265



Beat Medical Care
Shamsul A Bhuiyan, MD
Primary Care Physian
Tel: 347-281-8100

Bela Development Corp
Md. N Islam
CEO
347-377-1571



Pushpodhara Properties Ltd.
পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ লিঃ
Md. Moklasur Rahman
917-651-6432

dada
HOME CARE

র‍্যাফেল ড্র
১ম পুরস্কার: 65" Smart TV সৌজন্যে: Pushpodhara Properties
২য় পুরস্কার: Gold Neckles সৌজন্যে: Moni Home Care
৩য় পুরস্কার: Laptop সৌজন্যে: আব্দুর রশিদ বাবু, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
৪র্থ পুরস্কার: iPad সৌজন্যে: Bangla Travel

মিডিয়া পার্টনার
mytv TIME

মো: সোলায়মান আলী
সভাপতি, 347-236-2737

সকলে সাদরে আমন্ত্রিত
আমন্ত্রনে

মো: শামীম মিয়া
সাধারণ সম্পাদক, 347-320-8972



মোঃ আব্দুর রব দলা মিয়া
বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
ও সমাজসেবক।

সার্বিক সহযোগিতায়: মো: রফিকুল ইসলাম, জকি উদ্দিন চৌধুরী, শরীফ কামরুল আলম ইমা, শেখ আল মামুন, ফজিল চৌধুরী, তপন সেন মো: হাসান জিলানী, শামীম আহমেদ, মহব্বত আলী আফন্দ, মোশাহীদ চৌধুরী, কাজী জামাল বিটু, এ. জীবল কে মন্ডল, শাহেদ আহমেদ, সাহান মজুমদার, তৌফিকুর রহমান ফারুক, সফিকুল রহমান, হারুন আর রশিদ, জাহিদুল ইসলাম, শ্যামল কান্তি চন্দ ।

ট্রাষ্টি বোর্ড: জুনেদ আহমেদ চৌধুরী, এডভোকেট নাসির উদ্দিন, হেদায়েতুল ইসলাম, এড. আলাউদ্দিন, প্রদীপ মালাকার, প্রফে. মমতাজ শাহনাজ

প্রচারে : Bangladeshi American National Democratic Society USA Inc (BANDS)

Astoria Street Fair 2022

এস্টোরিয়া পথমেলা ২০২২

Join the community Gathering

PLACE & TIME:
29 St. BET 36TH &
37TH AVE, *ASTORIA, NY 11106*
SUNDAY
July 24, 2022
AT 10:30AM
To
6:00PM

RAFFLE DRAW



SM PRINTING : 929-328-9192

CULTURAL PROGRAM
'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'
You are cordially invited
আপনারা সবাই আমন্ত্রিত


NYC Music Bangla Band

N Q R W

মেলায় থাকছে রকমারী খাবারের দোকান, কাপড়, কসমেটিক্স ও গিফটের দোকানসহ নানা রকমের স্টল

স্টল দিতে আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুন : 347 898 8383, 917 361 9556

এস্টোরিয়া পথমেলা ২০২২ কার্যকরী কমিটি

আহবায়কঃ
সোহেল আহমেদ

সদস্য সচিবঃ
মোঃ জাবেদ উদ্দিন

যুগ্ম-আহবায়কঃ
সাবের চৌধুরী
আবুল বাসার মিলন

যুগ্ম-সদস্য সচিবঃ
এমদাদ রহমান তরফদার
ফেরদৌস আলম ভূঁইয়া

সদস্যঃ

করেছ আহমেদ, মোঃ এহসানুল ইসলাম (শিমুল), আবু সোলেমান, মীর জাকির, রুবেল, ফয়জল আহমেদ, সাকির আহমেদ, এরশাদুল আমিন, আনোয়ার হোসেন, সামছুল ইসলাম, মোঃ মির্জা, গাজী এস.এ, জুয়েল, শেখ সিপার আহমেদ, মোঃ নুরুল হক, আব্দুল মোমিন, ফাহিমুজ্জামান তাওহিদ, হারুনুর রশিদ, দেলোয়ার হোসেন, সাদিকুর রহমান, গাজী বাবলু, মনিরুল ইসলাম, শাহজান শাহ, জুবের চৌধুরী, সাহেদ আহমদ, মোঃ মাহমুদ, সাইফুল আলম, আব্দুল্লাহ মাসুদ।

সার্বিক সহযোগীতায়ঃ

মোঃ আবু হামিদ (আবু), মোঃ মাসুম আহমেদ, পারুল, আমিন হোসেন, সুমন রয়, হেলাল উদ্দীন, আব্দুস সালাম, মাসুদুর রহমান খাঁন, তবারুর রহমান, মুহিদ পারভেজ, তানিম আহমদ চৌধুরী, সাহোয়ার হোসেন, কামাল আহমেদ মিলন, কাজল, মোঃ এহইয়া রশীদ, মোঃ আবদুল, আল-আমিন, দেওয়ান শরীফ, আলম হোসাইন, জামাল আহমেদ, দিলদার আহমেদ, মাসুদুর রহমান দিপু, সুমন, মিজান।

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ

আঃ বাছিক, এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, এম এ কাইয়ুম, মাসুক চৌধুরী, সৈয়দ মামুন, তোজাম্মেল মিয়া (তালুকিদার), কাদের খান, আব্দুর রহমান, আজহারুল ইসহাক খোকা, আবু তাহের চৌধুরী চান্দু, ফক্কু চৌধুরী, এম আর সেলিম, ওয়াহিদ আলী, শাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী, কামাল উদ্দীন লিটন।

স্পন্সর



আয়োজনেঃ

Astoria Welfare Society USA Inc
Community Organization (Non Profit Organization)
E-mail: mjabed1969@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

ভারতের অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ দুনাগিরির উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আরও শক্তিশালী হলো ভারতীয় নৌবাহিনী। দেশটির নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হলো যুদ্ধজাহাজ 'আইএনএস দুনাগিরি'। শুক্রবার এই অত্যাধুনিক রণতরীর উদ্বোধন করলেন দেশটির কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এটি তৈরি করেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর আঁতুড়ঘর খ্যাত কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধজাহাজ এই কারখানায় তৈরি করা হয়েছে। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন স্টেলথ আইএনএস দুনাগিরি। দুনাগিরির সব মিলিয়ে ওজন ৬ হাজার ৬০০ টন। ছোট সাইজের যুদ্ধজাহাজ বলেই পরিচিত। তবে ছোট হলে কী হবে শক্তিতে ও দক্ষতায় কারোর থেকে কম নয়।







আনন্দ উদ্দীপনায় বেঙ্গল সোসাইটি'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: বেঙ্গল সোসাইটি অব নিউইয়র্কের বার্ষিক বনভোজন গত ৩ জুলাই রোববার লং আইল্যান্ডের হেক শেয়ার স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনের রাত ও দিনের সকল সদস্য পরিবার পরিজন নিয়ে অংশ নেয়ায় বনভোজন অনুষ্ঠান মিলন মেলায় পরিণত হয়। বনভোজনে অংশগ্রহণকারী সকলেই দিনভর ছিলেন খেলাধুলা ও আনন্দ উচ্ছাসের মধ্যে। ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা এবং বড়দের বিভিন্ন প্রকার খেলা ছিল বনভোজনের বিশেষ আকর্ষন।

বনভোজনে অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আবুল কাশেম, হাজী আবদুর রহমান, মোহাম্মদ মনজুর ইসলাম, জসিম চৌধুরী, মোহাম্মদ সোলায়মান আলী, সাহাউদ্দিন লিটন, শফি আলম ও আবদুল মোতালেব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ বনভোজনের শুভ কামনা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

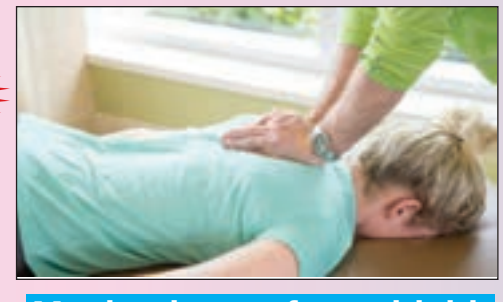
সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সবুজের পরিচালনায় সভাপতি মাহমুদ এইচ চৌধুরী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। বনভোজনে আকর্ষনীয় পুরস্কারের মাধ্যমে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, এম,এইচ জামিল, আজিজ চৌধুরী জামাল, রানা মোহাম্মদ আয়াজ, বোরহান খান, মকবুল হোসেন আনিস, আজিজ খান, মোশারফ হোসেন, জিয়াউল ফাত্তা রিয়াদ, তৈয়ব মোহাম্মদ লিটন, আবুল কাশেম, জেসমিন আকতার চৌধুরী, জামান চৌধুরী। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের পর পর র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যহ্ন ভোজে নানা রকম দেশীয় স্বাদে, আমের চাটনী, ঝালমুড়ি, চা, তরমুজ বিতরণের মাধ্যমে আপ্যায়ন করা হয়। প্রবাসী শিল্পীদের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ কোনড্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
১৩৮১ কানেলবিন এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ফস্কা গেরো

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের বরাত দিয়ে ১৬ জুলাই বুধবার এক প্রতিবেদনে রাইড শেয়ারিং সেবা উবারের যেসব বেআইনি ব্যবসায়িক কৌশল তুলে ধরা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। প্রতিবেদন অনুসারে, গার্ডিয়ান উবারের ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ে ১ লাখ ২৪ হাজার গোপন নথি পেয়েছে। সেগুলোর বিশ্লেষণে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডসসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা বিস্তারের লক্ষ্যে উবার দেশগুলোর ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ, বড় ব্যবসায়ীসহ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিপুল অঙ্কের ঘুষ দিয়ে গণপরিবহন-সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন করিয়েছে।

এ প্রক্রিয়ায়, বিবিসির এক প্রতিবেদন অনুসারে, ইউরোপের জনপ্রিয় ট্যাক্সি সেবাকে দুর্বল করে দিয়ে উবার একচেটিয়া ব্যবসা করার চেষ্টা করেছে। এ খবরগুলো উদ্বেগজনক এ কারণে যে, উবার আমাদের দেশেও বেশ জনপ্রিয় একটি রাইড শেয়ারিং সেবা। ওই অপকৌশলগুলো যে তারা এখানেও প্রয়োগ করছে না, তা বলা যায় না। যেমন, দেশে সড়ক পরিবহন খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিআরটিএ বা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত এমন আরও ১৩টি সেবা থাকলেও গাড়ির জন্য প্রায় সব মানুষ উবারের কাছেই যায়। অর্থাৎ অন্তত গাড়ি সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে উবার এখানে প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা করছে।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশেষ করে ঢাকায় দুই ধরনের ট্যাক্সি সেবা চালু ছিল। সেবাটি বেশ জনপ্রিয় হওয়ার পরও একটা সময়ে অজানা এক কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৪ সালে আবার ট্যাক্সি সেবা চালু হলেও ভাড়ার হার এত বেশি রাখা হয়, যা সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে; যারা বোধগম্য কারণেই এ ধরনের সেবার আসল গ্রাহক; এ সেবা গ্রহণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

তারপর ২০১৬ সালের দিকে, আমরা ঢাকার রাস্তায় উবার সেবা চালু হতে দেখি। ওই ট্যাক্সি সেবাকে দুর্মূল্য করে দেওয়ার পেছনে কি এর কোনো যোগ ছিল? প্রশ্নটির উত্তর সহজলভ্য না হলেও একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ নিয়ে উবার যে অনেক ক্ষেত্রেই এখানকার যাত্রীদের পকেট কাটায় সচেষ্ট, তার উদাহরণ এখন বিরল নয়। যেমন সর্বশেষ লকডাউন-পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ গত বছরের শেষদিক থেকে কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই উবারের ভাড়া বেড়েছে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। একই সঙ্গে চালকদের কাছ থেকে ভ্যাটসহ কমিশন বাবদ ৩০ শতাংশ কেটে নেওয়া হচ্ছে।

এর ফলে একদিকে গাড়ি কমে গেছে, আরেকদিকে চালকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে নানা ছলচাতুরীর মাধ্যমে যাত্রী হয়রানির প্রবণতা। এমনও অভিযোগ আছে, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ট্যাক্সির মতো উবার চালকরাও অনেক সময় যাত্রীদের চুক্তির ভিত্তিতে গন্তব্যে যেতে বাধ্য করে। আরও দুঃখজনক হলো, বারবার অভিযোগ করার পরও উবার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এসবের কোনো প্রতিকার মেলে না। বিআরটিএর নাকের ডগায় যাত্রী হয়রানির এসব ঘটনা ঘটলেও তারা তা বন্ধে এগিয়ে আসছে না।

যদিও বিআরটিএ বলছে, অভিযোগ পেলে তারা রাইড শেয়ারিং সেবাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধা করবে না। সমকালের একই দিনের আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাইড শেয়ারিংয়ের অনুমতি নিলেও পাঠাও ফুড ডেলিভারি, কুরিয়ার সেবা, পার্সেল বহন ইত্যাদি খাতেও রমরমা বাণিজ্য করছে এবং এসব ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফার টাকা ভিন্ন খাতে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউ। তাদের মতে, এটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারায় একটি অপরাধ। প্রতিবেদনে এমনও বলা হয়েছে, ওই অর্থ যার হিসাবে পাঠানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ায় জড়িত থাকার তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের হাতে আছে। বিআরটিএ যতই বলুক; রাইড শেয়ারিং সেবাগুলোকে তারা বজ্র আঁটুনিতে বেঁধেছে। আসলে তাদের গেরো ফস্কাই রয়ে গেছে।

রাইড শেয়ারিং সেবার ধারণাটি শুধু অভিনব নয়; একটা ব্যস্ত শহরে নানা কারণে সৃষ্ট গণপরিবহন সংকট সমাধানের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সহায়ক। কিন্তু উপযুক্ত নীতিমালা ও যথাযথ নজরদারির অভাবে তা যে যাত্রীসাধারণের বিড়ম্বনা শুধু নয়; জাতীয় নিরাপত্তার প্রতিও হুমকির কারণ হতে পারে; উবার ও পাঠাওয়ের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগ তারই সাক্ষ্য বহন করে। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবিলম্বে তৎপর হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

আমেরিকা কি বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর পাঁয়তারা করছে?

সরদার সিরাজ

অনেকের ধারণা, আমেরিকা বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর পায়তারা করছে। একক পরাশক্তিত্ব বহাল ও অস্ত্র ব্যবসা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এটা করছে। এতদিন দেশটি চীনকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে দেশটিকে পঙ্গু করার জন্য বহু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। চীনও পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে। চীনের আপত্তি উপেক্ষা করে আমেরিকা তাইওয়ানকে ব্যাপক সামরিক সুবিধা দিচ্ছে। চীন বিরোধী এসব কর্মে মার্কিন মিত্ররাও সংশ্লিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাতে এ পর্যন্ত চীনের তেমন ক্ষতি হয়নি। আমেরিকা রাশিয়াকেও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে দেশটিকে কাবু করার লক্ষ্যে অনেক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রাশিয়াও তার পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে। এতেও মার্কিন মিত্ররাও সংশ্লিষ্ট হয়েছে। এটা শুরু হয়েছে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের পর থেকেই। উপরন্তু তারা ইউক্রেনকে ব্যাপক সামরিক ও আর্থিক সাহায্য করছে। এমনকি তাদের অনেকেই ইউক্রেনের পক্ষে যুদ্ধও করছে। অর্থাৎ তারা ইউক্রেনের পক্ষে ছায়া যুদ্ধ করছে। সরাসরি যুদ্ধে সম্পৃক্ত হচ্ছে না রাশিয়ার ভয়ে। ইউক্রেনকে এ সহায়তা করার লক্ষ্য হচ্ছে, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করে রাশিয়াকে পরাস্ত ও আর্থিকভাবে পঙ্গু করা, প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এখনো চলছে। তাতে এ পর্যন্ত বহু হতাহত হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনের দনবাসের অধিকাংশ অঞ্চলসহ সমগ্র দেশের বেশিরভাগ এলাকা দখল করেছে। দেশটি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। পুতিন গত ৭ জুলাই বলেছেন, পশ্চিমারা যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়াকে পরাজিত করতে চায়। তারা চেষ্টা করে দেখতে পারে। রাশিয়ার শক্তি অনেক বেশি। ইউক্রেনে বিশেষ অভিযানে খুব সামান্য শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। উপরন্তু তিনি সম্প্রতি এক ডিক্রিতে সই করেছেন, যাতে বলা হয়েছে, 'সহজ উপায়ে ইউক্রেনের সকল নাগরিককে রুশ ফেডারেশনের নাগরিক হতে আবেদন করার অধিকার' দেয়া হলো। ইকোনমিস্ট বলছে, এ যুদ্ধে রাশিয়ার দিকেই পাল্লা ভারী। অপরদিকে, রাশিয়ার উপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার পরও দেশটির রফতানি ও রুবলের মান বেড়েছে। পুতিনের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। তিনি কিছুদিন আগে তুর্কমেনিস্তান সফর করেছেন এবং বলেছেন, নর্ডিক অঞ্চলে ন্যাটোর সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি রাশিয়া কখনোই মেনে নেবে না। গত ১৭ জুন সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক ফোরামের বক্তব্যে বলেছেন, বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা মোড়লগিরির দিন শেষ হয়ে গেছে। সর্বোপরি তিনি গত জুনের শেষপ্রান্তে চীনে অনুষ্ঠিত ব্রিকস'র শীর্ষ সম্মেলনে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। চীন, রাশিয়া, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে ব্রিকস গঠিত। ইরান ও আর্জেন্টিনাও এর সদস্য হওয়ার আবেদন করেছে, যা অচিরেই মঞ্জুর হবে বলে অনুমেয়। রাশিয়ার মুখপাত্র পেসকোভ জানিয়েছেন, আগামী ১৯ জুলাই পুতিন ইরানে যাবেন এবং সেখানে ইরান, তুরস্ক ও রাশিয়ার শীর্ষ বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। পুতিন ও এরদোগান আলাদা একটি বৈঠক করবেন। বালিতে আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জি-২০ এর শীর্ষ সম্মেলনেও পুতিনের অংশগ্রহণে ইউরোপের কোন আপত্তি নেই বলে জানিয়েছে তারা। অন্যদিকে, গত ৭-৮ জুলাই বালিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ জোটের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী যোগদান করেন। অর্থাৎ ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত ও একঘরে করার এবং পুতিনকে ক্ষমতাচ্যুত করার মার্কিন বলয়ের চেষ্টা সফল হয়নি। সর্বোপরি ইউক্রেনে আক্রমণ করতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক নিন্দা ও প্রতিবাদ হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। আমেরিকাবলয় ইউক্রেনের পক্ষ নেওয়ার কারণেই এটা হয়েছে। কারণ, এরাও একদা ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া ও লিবিয়ায় ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে দেশগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে।

২০১০-১১ সালে আফগানিস্তানের নিরস্ত্র ও গ্রেফতারকৃত ৫৪ জনকে হত্যা করেছেন ব্রিটিশ স্পেশাল ফোর্সের সদস্যর। তাই বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ তাদেরকে যুদ্ধবাজ বলে মনে করে। জাতিসংঘের সাবেক এক কর্মকর্তা বলেছেন, ন্যাটোর পূর্বাঞ্চলে সম্প্রসারণ ও ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টার কারণেই রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত তৈরি হয়েছে। অপরদিকে, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে বিশ্বের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কারণ, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ এবং রাশিয়া-আমেরিকা বলয়ের অর্থনৈতিক যুদ্ধের কারণে রাশিয়া ও ইউক্রেনের খাদ্য ও জ্বালানি বন্ধ এবং বিশ্ব বাণিজ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও জ্বালানিসহ সব পণ্যের মূল্য বেড়েছে। অনেক দেশে খাদ্য সংকটে পড়েছে। বিশ্বে নতুন করে ৭ কোটি মানুষ দরিদ্র হয়েছে, যা আগামীতে আরো বেড়ে পরিস্থিতি ভয়ংকর হতে পারে।

পুতিন বলেছেন, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানির বাজারে বিপর্যয় নেমে আসবে। ফলে করোনা সৃষ্ট মহামন্দা আরো তীব্রতর হবে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক মূল্যস্ফীতি ঘটেছে, যা থেকে পশ্চিমারাও রক্ষা পায়নি। সেখানে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৬% হয়েছে। উপরন্তু ইউরোপের দেশগুলোতে জ্বালানি সংকট আতংক সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, তারা রাশিয়ার জ্বালানির উপর নির্ভরশীল, যা যে কোন সময়ে রাশিয়া বন্ধ করতে পারে। এ পর্যন্ত ১২টি দেশে তা করেছে। বাকী দেশেও তা করতে পারে বলে ইসির চেয়ারম্যান বলেছেন। ইতোমধ্যেই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাশিয়া নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইন দিয়ে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ স্থগিত করেছে গত ১১ জুলাই থেকে। ফলে মহাসংকটে পড়েছে তারা। এছাড়া, ইউরোর রেকর্ড পতন হয়ে মার্কিন ডলারের সমান হয়েছে! তাই ইউরোপে ব্যাপক মন্দা দেখা দেবে বলে জানিয়েছে নোমুরার। সংস্থাটির মতে, চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ইউরোপের অর্থনীতিতে সংকোচন দেখা দেবে এবং ২০২৩ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত মন্দা অব্যাহত থাকতে পারে। এ সময়ে অঞ্চলটির মোট জিডিপি ১.৭% সংকুচিত হবে। আমেরিকার অবস্থাও তথৈবচ। আইএমএফ বলেছে, মন্দা এড়ানোর পথ আমেরিকান অর্থনীতির জন্য ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে এবং দেশটির অর্থনীতি চলতি বছর ও পরের বছর গুরুতর নিম্নমুখী ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। এদিকে, গত ফেব্রুয়ারীর পর্যন্ত আমেরিকার জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০ ট্রিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, আমেরিকার হুশিয়ারি অমান্য করে মূল্য ছাড়ে রাশিয়ার বিপুল জ্বালানি নিচ্ছে চীন ও ভারত। ফলে দেশ দুটি ব্যাপক লাভবান হচ্ছে।

তবুও মার্কিনবলয় চীন ও রাশিয়া বিরোধী তৎপরতা বন্ধ করেনি। বরং ব্যাপক বৃদ্ধি করছে। মাদ্রিদে গত ২৬-২৮ জুন অনুষ্ঠিত জি-৭ এর শীর্ষ সম্মেলন শেষে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চীনের কর্মকান্ড অস্বচ্ছ এবং তা বাজারকে বিকৃত করে। তাই তাঁরা চীনের ওপর কৌশলগত নির্ভরতা কমিয়ে আনবে। উপরন্তু চীনের বিআরআই-এর বিপরীতে নতুন প্রকল্প দাঁড় করাতে ৬০ হাজার কোটি ইউএস ডলারের তহবিল গড়ার ঘোষণা দিয়েছে। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ২০ হাজার কোটি ও ইইউ ৩০ হাজার কোটি ডলারের যোগান দেবে বলে জানিয়েছে। এ বিপুল অর্থ বিশ্বের মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোয় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে এবং ইউক্রেন যুদ্ধে তাঁরা কোনোভাবেই রাশিয়াকে জয়ী হতে দেবেন না বলে নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। সর্বোপরি ৩০টি দেশ নিয়ে গঠিত ন্যাটোর মহাসচিব বলেছেন, এ জোটের দ্রুত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সৈন্যের সংখ্যা ৪০ হাজার থেকে প্রায় দশগুণ বাড়িয়ে তিন লক্ষাধিকে উন্নীত করছে। কারণ, ন্যাটোর নিরাপত্তার প্রতি সবচেয়ে বড় ও প্রত্যক্ষ হুমকি হচ্ছে রাশিয়া। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ইউরোপের স্থল, আকাশ এবং সমুদ্র জুড়ে আমেরিকান সেনা উপস্থিতি বাড়ানো হবে। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউরোপের শান্তি ধ্বংস করে দিয়েছেন বলেই আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত। এছাড়া, রাশিয়া আপত্তি উপেক্ষা করে ইইউ'র সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে সদস্য করা হচ্ছে। ইউক্রেনকেও সদস্য করার প্রক্রিয়া চলছে। ইতোপূর্বে চীনকে মোকাবেলা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও জাপানকে নিয়ে কোয়াড এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে অকাস গঠিত হয়েছে। উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক করার ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা প্রধানরা যৌথভাবে গত ৬ জুলাই বলেছেন, আমাদের অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য দীর্ঘ মেয়াদে সবচেয়ে বড় হুমকি চীন। সর্বোপরি ইরানকে মোকাবেলা করার জন্য ইসরাইলসহ কয়েকটি মুসলিম দেশ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ন্যাটো গঠনের চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ আমেরিকা ও তার মিত্ররা চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্মুখী তৎপরতা চালাচ্ছে।

অপরদিকে, চীন ও রাশিয়া স্বীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য আমেরিকাবলয়ের সব অপকর্ম মোকাবেলা করার ঘোষণা করেছে। গত ৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

পুতিন বলেছেন, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানির বাজারে বিপর্যয় নেমে আসবে। ফলে করোনা সৃষ্ট মহামন্দা আরো তীব্রতর হবে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক মূল্যস্ফীতি ঘটেছে, যা থেকে পশ্চিমারাও রক্ষা পায়নি। সেখানে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৬% হয়েছে। উপরন্তু ইউরোপের দেশগুলোতে জ্বালানি সংকট আতংক সৃষ্টি হয়েছে।

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
ফজর	৪.০৬	৪.০৭	৪.০৮	৪.১০	৪.১০	৪.১২	৪.১৩
সূর্যোদয়	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪
জোহর	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২
আসর	৬.১২	৬.১২	৬.১০	৬.০৯	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৮
মাগরিব	৮.২৫	৮.২৪	৮.২৩	৮.২২	৮.২২	৮.২১	৮.২০
এশা	৯.৫৭	৯.৫৬	৯.৫৫	৯.৫৪	৯.৫৩	৯.৫১	৯.৫০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

শ্রীলংকার সংকট অচিরেই দূর হবে কি?



ড. মাহবুব উল্লাহ্

গত কয়েক দিনে শ্রীলংকা পরিস্থিতি নতুন রূপ ধারণ করেছে। দেশটিতে গত কয়েক মাসে বিশাল এক পরিবর্তন হয়ে গেছে অথবা বলা যায় হওয়ার পথে। যেসব কারণে দেশটি সংকটের কবলে পড়েছে সেসব দেখে বাংলাদেশের কোনো কোনো রাজনীতিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বাংলাদেশেও শ্রীলংকার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে শ্রীলংকার পরিস্থিতির তুলনা হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশে শ্রীলংকার মতো ঘটনাবলি না ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত শাসক দলের সঙ্গে বিরোধী দলগুলোর বিতর্ক চলতেই থাকবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু শ্রীলংকার পরিস্থিতিটা ভালো করে বোঝা দরকার এবং এ নিয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণ করা জরুরি।

শ্রীলংকা পরিস্থিতি নিয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে এই কলামেই আমি লিখেছি। সেই লেখায় বলা হয়েছে, শ্রীলংকার সংকটটি প্রধানত অর্থনৈতিক। শ্রীলংকা পর্যটন থেকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করত। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, শ্রীলংকার একটি নামকরা হোটেলে সন্ত্রাসবাদীরা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এ বিস্ফোরণে প্রায় ২০০ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। ফলে পর্যটকরা ভাবতে শুরু করে পর্যটনের জন্য শ্রীলংকা নিরাপদ গন্তব্য নয়। শ্রীলংকায় পর্যটকদের যাওয়া আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে পরিস্থিতিতে কোনো রকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

সন্ত্রাসী হামলার পাশাপাশি এলো করোনা মহামারির হামলা। করোনা মহামারিও শ্রীলংকার অর্থনীতি এবং নাগরিকদের মানসিক স্বস্তির ওপর বিরাট আঘাত হেনেছে। শ্রীলংকার অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে কাগজ আমদানি করতে না পারার ফলে স্কুল-কলেজে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না।

শুধু কাগজই নয়, বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না। শ্রীলংকায় খাদ্য সংকটও আছে। রাজাপাকসের সরকার দেশে বায়োফার্মিং চালু করতে যাওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১০-১৫ শতাংশ কমে গেছে। দোকানে পাউরুটি পাওয়া যাচ্ছে না। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন চলছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে। শ্রীলংকার প্রধান রপ্তানি ফসল চায়ের উৎপাদনও ভয়াবহভাবে হ্রাস পেয়েছে। আজ শ্রীলংকায় যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সংকট।

অনেক কিছু নেই-এর দেশ শ্রীলংকাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না। লাগাতার জনবিক্ষোভে যে কোনো প্রয়োজনীয় নীতি বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে পদত্যাগ করলেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। রনিল বিক্রমাসিংহে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পরও



পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

গত সপ্তাহে 'চলো চলো কলম্বো চলো' স্লোগান দিয়ে রাজধানীর বাইরের এলাকা থেকে শতসহস্র বিক্ষোভকারী বাস বোঝাই করে কলম্বো এসে পৌঁছেছে। তারা প্রেসিডেন্টের বাসভবনে হামলা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনেও হামলা হয়েছে। এসব বিক্ষোভ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সরকারি বাসভবনে হামলা চলাকালে প্রেসিডেন্টের বাসভবনে কয়েক লাখ সিংহলি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই মুদ্রার মধ্যে ডলার ছিল না।

পর্যবেক্ষকরা অর্থ উদ্ধারের ঘটনাকে আমলে নিচ্ছেন না। প্রেসিডেন্ট গোতাবায়ে রাজাপাকসে এখন কোথায় অবস্থান করছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে নৌবাহিনী তার দৈহিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা বোঝা যায়। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে বলে গুজব উঠেছিল। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সেদেশে কোনো শরণার্থী যায়নি।

অবশ্য শোনা যাচ্ছে, গোতাবায়ে মালদ্বীপে পালিয়ে গেছেন। শ্রীলংকার নেতৃত্ব ভুলভ্রান্তি করে থাকতে পারে, কিন্তু তারা আত্মমর্যাদাবোধে সচেতন। শ্রীলংকা ভূ-রাজনৈতিকভাবে একটি স্পর্শকাতর এলাকার দেশ। শ্রীলংকার নেতৃত্ব এমন কোনো আচরণ করতে চাইবেন না, যাতে তারা বিশেষ কোনো দেশের স্বার্থসিদ্ধি করছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

শ্রীলংকায় যে আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনে দৃশ্যত কোনো রাজনৈতিক দলের সংস্রব নেই। বলা হচ্ছে, আন্দোলনটি একান্তভাবেই জনতার। রাজনৈতিক আলোচনায় সাধারণ মানুষের ভূমিকা বড় করে দেখা হয়। তবে কোনো রাজনৈতিক সংগ্রাম নেতৃত্ব ছাড়া চলতে পারে না। শ্রীলংকার বিরোধীদলীয় রাজনীতিকরা এই আন্দোলনে উৎসাহ দেখিয়েছেন বলে বোঝা যাচ্ছে না।

আমার কাছে মনে হয়েছে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাইরে অবস্থানকারী সাধারণ মানুষ যেভাবে দাবি-দাওয়া উত্থাপন করছেন এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কর্মসূচি দিচ্ছেন, তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়-কোনো একটি গোষ্ঠী সু-কৌশলে জনগণকে ব্যবহার করছে। মিসরে যখন তাহরির স্কয়ারে হোসনি মোবারকের দীর্ঘদিনের এক-নায়কত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছিল, তাতে দেখা গেছে দেশটির কোনো রাজনৈতিক দল এ অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত হয়নি।

মুসলিম ব্রাদারহুড মিসরের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে সক্রিয় ছিল। তারা কৌশলগত কারণে এ আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ায়নি। কিন্তু তাদের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কৌশলী সম্পর্ক ছিল। আন্দোলন চলাকালে আশ্চর্যজনকভাবে শোনা গিয়েছিল, তাহরির স্কয়ারের অভ্যুত্থানে যেসব তরুণ নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট বেশ কয়েক বছর ধরে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এবং কীভাবে ডিজিটাল গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে আন্দোলন গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারেও তারা মূল্যবান প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

হোসনি মোবারক ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলেন। মিসরে একটি নির্বাচন হলো। এই নির্বাচনে মুসলিম ব্রাদারহুডের অন্যতম নেতা ড. মোহাম্মদ মুরসি মিসরের প্রেসিডেন্ট হলেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারলেন না। তার পরিবর্তে ক্ষমতায় এলেন সেনাপ্রধান আবুল ফাত্তাহ সিসি। প্রেসিডেন্ট মুরসির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হলো। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগের মূল বিষয়টি ছিল ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামীদের বৈষয়িক সাহায্য প্রদান। মুরসি কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। আবুল ফাত্তাহ সিসি হয়তো হোসনি মোবারকের মতো দীর্ঘদিনের জন্য মিসরের শাসনক্ষমতায় বহাল থাকবেন।

শ্রীলংকায় জনতার নামে এবং জনতার দ্বারা যে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে, সেই আন্দোলন-সংগ্রামের অচিহ্নিত নেতৃত্ব যদি কোনোভাবে কোনো বৈদেশিক শক্তির ছত্রছায়ায় থাকে, তাহলে শ্রীলংকার জনগণের সংকট মোচন হবে না। আমরা আশা করব, শ্রীলংকার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য যাদের দায়ভার আছে, তাদের বিচার জনগণ করবে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে। শ্রীলংকার রাজনৈতিক দলগুলো একটি সর্বদলীয় সরকার গঠনে সম্মত হয়েছে।

সেই সরকারে রাজাপাকসের নেতৃত্বাধীন দলের প্রধান কুশীলবরা হয়তো স্থান পাবেন না। কিন্তু এ দলের চিন্তাভাবনার সঙ্গে শ্রীলংকার কট্টরপন্থি বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের বন্ধন খুব মজবুত। আশা করা যায়, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে শ্রীলংকার সংসদের বৈঠক বসবে। সে বৈঠকে সংকটকালীন নেতৃত্বের নির্বাচন হবে। এই নেতৃত্বের কাজ হবে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

শ্রীলংকার সামরিক বাহিনী এখন পর্যন্ত নিরপেক্ষ অবস্থানেই রয়েছে। তারা আন্দোলনকারী জনতার ওপর গুলি চালাতে রাজি নয়। দেশের এই কঠিন সংকটে সামরিক বাহিনীর ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশা করা যায়, জাতীয় দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক দলগুলো গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে। শ্রীলংকার নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ধীরেসুস্থে পা ফেলছে।

অতীতে রাজীব গান্ধীর শাসনামলে ভারত শ্রীলংকায় ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্স পাঠিয়েছিল। তারা শ্রীলংকায় এক ধরনের হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতের সামরিক বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত হয়। রাজীব গান্ধী নিজেও তামিল বিদ্রোহীদের হাতে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। এ কারণে ভারত অভিজ্ঞতার নিরিখে পদক্ষেপ ফেলছে। তবে দিল্লি শ্রীলংকার জনগণকে সহায়তা করবে বলে জানিয়েছে।

এ মুহূর্তে শ্রীলংকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কূটনৈতিকভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। আইএমএফের বেইল আউট প্রোগ্রাম নিয়ে কথা চলছে। সংকটটি যেহেতু অর্থনীতি থেকে উৎসারিত, সেহেতু আইএমএফের বেইল আউট প্রোগ্রামটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আইএমএফের কাছ থেকে যে সহায়তা আসবে তার পরিমাণ ও শর্ত নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ভূমিকা থাকবে। শ্রীলংকার ভৌগোলিক অবস্থান দেশটির জন্য একদিকে বিশাল সম্পদ এবং অন্যদিকে বিশাল বিপদও বটে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে শ্রীলঙ্কা

ড. ফরিদুল আলম

পদত্যাগে রাজি হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে গোতাবায়া রাজাপক্ষে বলেছিলেন, ১৩ জুলাই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করবেন। এর কারণ বোঝা গেল ১২ জুলাই তাঁর দেশত্যাগের চেষ্টার মাধ্যমে। তিনি চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে সহজেই দেশত্যাগ করতে। প্রবল প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শ্রীলঙ্কার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষও এবার তোয়াক্কা করল না প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ইচ্ছাকে।

কলম্বো বিমানবন্দর ব্যবহার করে দেশত্যাগের চেষ্টার প্রাক্কালে পরিবারসহ তাঁকে আটকে দেওয়া হলো। গতকাল বুধবার তাঁর পদত্যাগ করার কথা ছিল। ওই দিনই তিনি সামরিক বিমানে দেশ ছেড়ে মালদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছেন বলে খবরে প্রকাশ। জানা গেছে, তিনি পদত্যাগপত্রে সই করে গেছেন। আগের দিন আটকে দেওয়া হয় তাঁর ভাই সাবেক অর্থমন্ত্রী বাসিল রাজাপক্ষেকেও। শ্রীলঙ্কার পরবর্তী সরকার এসে রাজাপক্ষে পরিবারের এই সদস্যদের কিভাবে আইনের আওতায় নিয়ে আসবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এদিকে প্রতিবাদে উত্তাল শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্ট আগামী ২০ জুলাই পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে। সে দেশের পার্লামেন্টে এখন পর্যন্ত রাজাপক্ষের দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সেই দিক বিবেচনায় রাজাপক্ষে পরিবারের বা দলের কেউ এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলেও যিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন তাঁকে অবশ্যই রাজাপক্ষের দল পোদুজানা পেরামুনার (এসএলপিপি) আস্থাভাজন হতে হবে। এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টের প্রধান বিরোধী দল সামাগি জন বালাবেগায়া (এসজেবি) নেতা এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট রানাসিংহে প্রেমাদাসার ছেলে সাজিথ প্রেমাদাসা দেশটির পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে বিষয়টি সম্ভব করতে হলে তাঁকে অবশ্যই এসএলপিপির সমর্থন পেতে হবে। আর এটি হলে রাজাপক্ষের দলের গৃহীত নীতিগুলোকেই প্রকারান্তরে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে যেতে হবে।

একদা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সচ্ছল দেশ শ্রীলঙ্কা বর্তমানে বহির্বিশ্বের কাছে এক করুণার পাত্রে পরিণত হয়েছে। মাত্র দুই মাস আগে প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে তাঁর পদ ছেড়ে দেওয়ার পর সেনাবাহিনীর সহায়তায় কোনো রকমে পালিয়ে জনরোষ থেকে রক্ষা পান। নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এর আগে তিনবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা রনিল বিক্রমাসিংহে। যিনি রাজাপক্ষে পরিবারের ঘনিষ্ঠ। সে যাত্রায় প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেও পরিস্থিতির উন্নতির পরিবর্তে ক্রমাবনতিতে জনগণের অসন্তোষের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করে এবং সারা দেশের মানুষ কলম্বোতে একত্র হয়ে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ আক্রমণ করে বসে। পরিস্থিতি এমন হবে আঁচ করতে পেরে সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্টকে আগের রাতেই নিরাপদে সরিয়ে নেয়। এবার রক্ষা পেল না নতুন প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহের নিজস্ব বাসভবন। বিক্ষোভকারীরা সেখানে অগ্নিসংযোগ করে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে দেখা গেছে, প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ঢুকে সাধারণ মানুষ প্রেসিডেন্টের বিছানায় শুয়ে আছে, রান্নাঘরে রান্না করে, সোফায় বা ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছে, বারবিকিউ করছে এবং সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছে, উল্লাস করছে।

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী অজ্ঞাতবাসে থাকা প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে গত ১৩ জুলাই পদত্যাগ করেছেন। এর আগে তিনি পার্লামেন্টের স্পিকারের মাধ্যমে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানান। মাহিন্দা রাজাপক্ষের পদত্যাগ যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, সেই সময়েই প্রেসিডেন্ট নিজেও যদি বুঝে থাকেন যে দেশের ক্রমাগত মন্দা পরিস্থিতিতে তাঁর আসলে সহসাই খুব কিছু করণীয় নেই, সে ক্ষেত্রে ওই সময়েই তাঁর পদত্যাগ অন্তত 'তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন' এমন অপবাদ থেকে তাঁকে রক্ষা করে কিছুটা স্বস্তির বিদায় নিশ্চিত করতে পারত। তিনি সেটা করেননি, এর কারণ হিসেবে বলা যায়, আসলে তিনি নতুন প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহের ওপর আস্থাশীল ছিলেন। বিক্রমাসিংহে দায়িত্ব গ্রহণের পর খুব দ্রুতই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। ভারত শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়ায়। তীব্র জ্বালানি সংকটে ভুগতে থাকা শ্রীলঙ্কাকে অতিরিক্ত জ্বালানি এবং তাদের ক্রেডিট লাইন থেকে এর আগের এক বিলিয়ন ডলারের বাইরে আরো ৫০০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে আর্থিকভাবে সাহায্য করে। আলোচনা চলতে থাকে চীনের সঙ্গেও। আইএমএফও তাদের এক্সটেনডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটির (ইএফএফ) আওতায় শ্রীলঙ্কা সরকারকে নতুন করে ঋণ প্রদানের বিষয়ে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী রনিল জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাহায্য চেয়েছিলেন।

শ্রীলঙ্কায় মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে আরেকজন প্রধানমন্ত্রীর পতন ঘটল। সর্বদলীয় সরকার গঠনের যে তৎপরতা চলছে, এর মধ্য দিয়ে এই সংকটের কতটুকু সমাধান সম্ভব হবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়, বিশেষ করে যখন দেশটির রাজনীতিতে এসএলপিপি সর্ববৃহৎ দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছে। দেশটিতে সর্বশেষ ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট ও ২০২০ সালে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সংবিধান অনুযায়ী ২০২৪ সালের আগে প্রেসিডেন্ট ও ২০২৫ সালের আগে সংসদ নির্বাচন সম্ভব নয়, যদি না পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রেসিডেন্টকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের ব্যবধানে পদচ্যুত করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট সংসদ ভেঙে দেন। পরিস্থিতি এখন যা, এই অবস্থায় এসএলপিপি এই ঝুঁকিতে যাবে বলে মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে সংকট মোকাবেলায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে যে আলোচনা চলছে, রাজাপক্ষের অনুপস্থিতিতে সেই একই ফরম্যাটের আলোচনাই চালিয়ে যেতে হবে নতুন কারো নেতৃত্বে। অর্থাৎ এখানে শুধু ব্যক্তিরই পরিবর্তন হচ্ছে, নীতিগুলো সেই আগের জায়গায়ই ঘুরপাক খেতে থাকবে। এ অবস্থায় জনগণ যে আবারও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে না সেই নিশ্চয়তা কে দেবে? এদিকে সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন রিলেশন্স কমিটি এক টুইট বার্তায় রাজাপক্ষে সরকার ব্যর্থ উল্লেখ করে সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এক জাতীয় সরকার গঠনের ওপর জোর দিয়ে আন্তর্জাতিক আস্থা অর্জনের বিষয়টির কথা উল্লেখ করেছে।

> *এদিকে প্রতিবাদে উত্তাল শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্ট আগামী ২০ জুলাই পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে। সে দেশের পার্লামেন্টে এখন পর্যন্ত রাজাপক্ষের দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সেই দিক বিবেচনায় রাজাপক্ষে পরিবারের বা দলের কেউ এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলেও যিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন তাঁকে অবশ্যই রাজাপক্ষের দল পোদুজানা পেরামুনার (এসএলপিপি) আস্থাভাজন হতে হবে।*

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শ্রীলঙ্কায় আজকের যে অবস্থা সেটির জন্য রাজাপক্ষের দলের দায় বেশি, এটা নিয়ে সন্দেহের যেমন কোনো অবকাশ নেই, একইভাবে ৫০ বছর ধরে শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে দেশটিতে সেভাবে কোনো আর্থিক শৃঙ্খলাই গড়ে ওঠেনি। প্রায় ২৬ বছর ধরে তামিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারি বাহিনীর যুদ্ধের বাইরে আর্থিক খাত বলতে যে জায়গাটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছিল, সেটি হচ্ছে পর্যটন খাত। যদিও সেভাবে দেশটিকে আজকের মতো এমন অর্থনৈতিক সংকটে কখনো পড়তে হয়নি। তামিল বিদ্রোহ অবসানের পর মাহিন্দা রাজাপক্ষে সরকারের আমলে নেওয়া মেগাপ্রকল্পসহ ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার ধারণ করার মতো অবস্থায় যে দেশটি নেই, সেটি কখনো অনুধাবন করেনি এসএলপিপি নেতৃত্ব। ব্যাপক জনসমর্থনের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের মতো করে অনেকটা নিজেদের নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের মোড়কে ফেলতে গিয়ে যখন আর পেরে উঠল না, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। দেশকে বিকল্প কোনো উপায়ে টেনে তোলার সব চেষ্টাই কার্যত ব্যর্থ হয়েছে।

এ কথা এখন সর্বজনবিদিত যে শ্রীলঙ্কা সরকারের রিজার্ভ এখন শূন্য। সর্বত্র খাদ্য, ওষুধ আর জ্বালানির তীব্র সংকট। আগের আমদানি ব্যয় অপরিশোধিত থাকায় নতুন করে আমদানি সংকট বিরাজ করছে। আইএমএফসহ বহির্বিশ্বের সঙ্গে নতুন করে যেকোনো আলোচনা শুরু করার মতো কার্যকর নেতৃত্ব দ্রুত আসতে যাচ্ছে কি না তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। যদিও বলা হচ্ছে, ২০ জুলাই পার্লামেন্টের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এসজেবি নেতা সাজিথ প্রেমাদাসা আগ্রহী, কিন্তু তিনিই একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নন, রয়েছেন সাবেক সেনাপ্রধান শরত ফনসেকা, অনুরা কুমারা দেসানায়েকে, চম্পিকা রানাওয়াকা, প্রফেসর জি এল পেরিসসহ বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নির্ধারণ করা এবং অন্তত আগামী দুই বছর পর্যন্ত দেশকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আস্থা অর্জন–এ সব কিছুই ভীষণ কঠিন বিষয়।

এখন তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, এত সব হতাশার মধ্যে কি কোনো আশার বিষয় নেই? এ ক্ষেত্রে একমাত্র আশা থাকতে পারে যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় শ্রীলঙ্কার এই সংকটকে নিজেদের দায় হিসেবে স্বীকার করে নেয়। সে ক্ষেত্রেও নতুন প্রশ্ন আসবে এশিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চীন এবং ভারত–যারা এত দিন ধরে শ্রীলঙ্কার রাজনীতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছে, তারা কি তবে হাল ছেড়ে দেবে? পরিস্থিতি কিন্তু বলছে, শ্রীলঙ্কার রাজনীতি এখনো চীনের প্রভাববলয়ের মধ্যেই রয়েছে, আর পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য এটা সবচেয়ে বড় অস্বস্তির বিষয়। চীন কিন্তু এত সব সংকটের মধ্যে এখনো নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে। অন্যদের এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাই বাধা হয়ে আছে চীনের বর্তমান ভূমিকা। এই অসন্তোষের ম্যাজিকাল কোনো সমাধান নেই। শ্রীলঙ্কার এখন দরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ, যা জোগান দিতে কোনো পক্ষই আগ্রহ দেখাবে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এখন যুদ্ধময়। সবার মনোযোগ ইউক্রেন-রাশিয়ার দিকে, সেই সঙ্গে বিশ্বের বড় শক্তিগুলোও এখন অর্থনৈতিকভাবে ধুঁকছে। যদি বলা হয়, শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি ক্রমে গৃহযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে, সেটাও খুব একটা অত্যুক্তি হবে না।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেডনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

ধার করে ঘি খায়, অভাব বলে আয় আয়

(১৭ পাতার পর)

বিদ্যুতের উৎপাদন দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার মেগাওয়াট কমে গেছে। অতিমাত্রায় গ্যাসনির্ভর বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ স্থাপনের কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পেট্রোবাংলার হিসাব অনুসারে, দেশে প্রতিদিন গ্যাসের ৩৭০ কোটি ঘনফুটের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০০ কোটি ঘনফুট সরবরাহ করা হতো। দেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে আসে ২২০-২৩০ ঘনফুট। ৭০-৮০ ঘনফুট আমদানি করা হয় এনএলজি হিসেবে। কিন্তু বর্তমানে ২৭০-২৮০ ঘনফুটের বেশি সরকার দিতে পারছে না। এই গ্যাস আবার শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ড. মারুফ মল্লিক এসব তথ্য দিয়ে বলেন, বিশ্ববাজারে গ্যাসের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হবে। তিনি মনে করেন, উচ্চমূল্যের জ্বালানি আমদানি করার মতো অবস্থায় সরকার নেই। তাই জ্বালানি আমদানিতে ভাটা পড়েছে। সরকার বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে জ্বালানি দিতে পারছে না। অথচ বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে শুধু ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে ৭০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে সরকার। অপখরচ, পাচার ও অপরিকল্পিত উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রভাব কিছুটা বিদ্যুৎ খাতের ওপর পড়েছে। সবারই প্রশ্ন– সরকার তথাকথিত উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে গিয়ে যে দুর্নীতি, অপচয় ও অপব্যয় করেছে, তা এখন সাধারণ নাগরিকের জন্য অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গোটা দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। উত্তর কি দক্ষিণে কোনো জেলায়ই সুখকর অবস্থা নেই। ইতোমধ্যে সরকারপ্রধানের মন্তব্যে সরকারের অসহায়ত্ব প্রমাণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখন আন্তর্জাতিক বাজারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপকরণগুলোর দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক দেশে এখন বিদ্যুতের জন্য হাহাকার। সরকার আর ভর্তুকি দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। সরকার বিদেশে লোডশেডিংয়ের উদাহরণ দিয়ে জনসাধারণকে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছে।

সরকার আশা প্রকাশ করছে, এ বছরের মধ্যে পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিট, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ভারত থেকে এক হাজার ৬০০ মেগাওয়াট আমদানি করা বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। তার মানে খুব শিগগিরই বিদ্যুৎ সঙ্কটের সুরাহা হচ্ছে না। এর মধ্যে আবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর কথা শোনা যাচ্ছে।

সরকারের অপরিপক্বতা, অপপরিকল্পনা ও অপরিণামদর্শিতার ফল কেন জনগণকে বহন করতে হবে? ধার করে যারা ঘি খেয়েছেন এবং নিজেদের মধ্যে তা বিতরণ করেছেন, তাদেরই তো দায় বহনের কথা। মানুষের সহ্যশক্তি বা স্বাভাবিক ক্ষমতার বেশি হলে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে আমীরুল ইসলামের প্রশ্নঃ

আমি এদেশে বেড়াতে এসেছিলাম একজন টুরিষ্ট হিসেবে। আমার ভিসার মেয়াদ খুব শিঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। আমি ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমি কোন অনুমতি পাই নাই।

কিন্তু একটি বিষয় হচ্ছে এখানে আসার পরে একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। এই অবস্থায় আমার এখন কী করণীয় বুঝতে পারছিনা। আমি এখন ভিসার মেয়ার বাড়াবার জন্য অপেক্ষা করব নাকি গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করব?

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমার স্বচ্ছ ধারণা খুব কম। এই অবস্থায় আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার ভিসার মেয়ার যদি না বাড়ে তবে আমাকে গ্রিনকার্ড পাবার জন্য বাংলাদেশে চলে যেতে হবে কিনা?

আপনার পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং সেই মোতাবেক অগ্রসর হবো।

আমীরুল ইসলামের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার জন্যে আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে ভিসা বৃদ্ধির এপ্রুভালের জন্য আপনার আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করুন। আপনার স্ট্যাটাস বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। আপনার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির অস্বীকৃত হলেও তাতে করে আপনার কেসের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। আপনি এখনই আপনার গ্রিকার্ডের জন্য ফাইল করতে পারেন। আপনার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট যদি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে তবে প্রয়োজনে বা ইচ্ছা অগ্রীম প্যারোলের জন্য আবেদন করতে পারেন।

আপনি যুদ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য ফাইল করেন তবেই ঐ অগ্রীম প্যারোলের অনুমতির জন্য ফাইল করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে বিনয় চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি ভিজিট ভিসায় এদেশে এসে যে কেসের জন্যে ফাইল করেছিলাম সে কেসটি অস্বীকৃত হয়ে গেছে। আমার উপর ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে। আমি এখানে এসে বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী একজন ইউএস সিটিজেন। একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে সে আমার জন্য আবেদন করতে চায়।

কিন্তু আমার জানার বিষয় হচ্ছে যেহেতু আমার উপর ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে সেকারণে আমার ইউএস সিটিজেন স্ত্রী আমার জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে কিনা?

বিনয় চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার কেস অস্বীকৃত হয়ে গেছে এবং আপনার উপর ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে। তারপর একজন ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করেছেন। এ ব্যাপারে আপনার জন্যে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে- আপনার স্ত্রী ইউএসআইএসকে আই-১৩০ ফর্ম স্বাক্ষর করে এই মর্মে পাঠাবেন যে আপনি বিবাহিত এবং আপনাকে বেনিফিট দেয়ার জন্যে আবেদন করছেন। কোন ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করার ভিত্তিতে গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে আপনাকে



প্রথমে রিম্যুভাল আদেশমুক্ত করতে হবে। এ জন্য উত্তম পন্থা হচ্ছে রিম্যুভাল কেস পুনরুজ্জীবিত করে এবং তা খারিজ করে চিফ কাউন্সেলের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আবেদন করা। কারো যদি আইনগতভাবে পারিবারিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে কোন ঝামেলা না থাকে এবং এদেশের আইন মান্য করে চলার ক্ষেত্রে বিঘ্ন না ঘরেট আর সেই সাথে কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড না থাকলে তবে তার রম্যুভাল আদেশ খারিজ করে দেয়ার নীতি গত বছর থেকে প্রবর্তন করা হয়েছে।

এই সাথে উল্লেখ্য যে, আপনার যদি -১৩০ ইতোমধ্যেই অনুমোদিত হয়ে থাকে তবে আপনার সম্ভাবনার ক্ষেত্র উজ্জ্বল। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি একবার অনুমোদন দিলে তা ইমিগ্রেশন কোর্টে উত্থাপিত হবে। আর তখন কেসটি রি-ওপেন হবে। যখন কেস রি-ওপেন হবে তখন আপনি গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করবেন। তবে প্রয়োজনে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে এইচ, ইসলামের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি যখন এদেশে আমি তখন আমার মায়ের জন্ম তারিখ উল্লেখ করতে হয়েছিলো। কিন্তু আমার মায়ের যে জন্ম তারিখ উল্লেখ করেছিলাম সেখানে ভার ভুল জন্ম তারিখ দেয়া হয়েছিলো। যদিও ঐ জন্ম তারিখন সব জায়গায় একই রকম হিলো। এখন আমি আমার মায়ের জন্ম তারিখ পরিবর্তন করতে চাই অর্থাৎ সঠিক জন্ম তারিখ দিতে চাই। কিন্তু এখন আমি এই জন্ম তারিখ পরিবর্তন করতে পারব কিনা?

আরো একটি বিষয় হচ্ছে আমার মা-বাবার বিয়ের সময় তাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন করা হয় নাই। সে কারনে এখন সেটি কিভাবে দেখানো যাবে?

এইচ, ইসলামের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার মায়ের জন্ম তারিখ সম্পর্কে বলতে চাই যে আগে উল্লেখ করা জন্ম তারিখ ভুল ছিলো বলে সত্য কথা উল্লেখ করা ভালো।

আপনার মা-বাবার যে তারিখে বিয়ে হয়েছিলো অর্থাৎ ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী যে তারিখে বিয়ে হয়েছিলো সেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট উঠাতে হবে।

এ ব্যাপারে আমাদের পরমার্শ হচ্ছে এ বিষয়ে বিস্তারিত এবং সঠিক তথ্য জানার জন্য প্রয়োজনবোধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে কথা বলে অগ্রসর হওয়া ভালো। কারণ ভুল করে অসুবিদায় পড়ার চাইতে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া উত্তম।

এ ব্যাপারে আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে আপনারা যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের মত প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ধরাণা লাভ করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউ-ইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

মহাকাশ গবেষণা

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ শুধুই অতীতের ছবি?

আসিফ

আলোর গতি সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এই গতিতে এক সেকেন্ডে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা যায়। সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট। এ কারণে আমরা বলতে পারি, সূর্য পৃথিবী থেকে ৮ মিনিট দূরে। এক বছরে আলো মহাশূন্যে পথ অতিক্রম করে ১০ লাখ কোটি কিলোমিটার। যে দূরত্বটি আলো এক বছরে অতিক্রম করতে পারে তাকে এক্কআলোকবর্ষ বলে। এই একক পরিমাপ করে সময়ের নয়, বরং দূরত্বের। ১ আলোকবর্ষ সমান ৯ দশমিক ৪৬ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার।

আমাদের সূর্য হলো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ৪০ হাজার কোটি নক্ষত্রের একটি, যা কেন্দ্র থেকে ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি থেকে সর্পিল অ্যান্ড্রোমিডা৩১ গ্যালাক্সির দূরত্ব হলো ২০ লাখ আলোকবর্ষ। অর্থাৎ অ্যান্ড্রোমিডার এই আলোটি যখন রওনা দিয়েছিল, সেই সময়টা ছিল ২০ লাখ বছর আগে আমাদের প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্সের উদ্ভবেরও (৬ লাখ থেকে ১০ লাখ বছর) অনেক আগে। তেমনই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ (জেডব্লিউএসটি) মহাশূন্যের গভীরে হাজারো গ্যালাক্সির ছবি তুলে পাঠিয়েছে, যে দূরত্ব থেকে ওই আলো রওনা দিয়েছিল তা পৃথিবীর উদ্ভবের আগে।

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের তোলা প্রথম ছবিটা হলো গ্যালাক্সিগুচ্ছ 'এসএমএসিএস-৭২৩'। মহাশূন্যের গভীর থেকে 'এসএমএসিএস-৭২৩'-এর যে ছবিটা ওয়েব টেলিস্কোপ্ডেডিপ ফিল্ড ছবিতে ধরা পড়েছে, তা শুধু পৃথিবীর জন্মের আগের দৃশ্যই নয়; স্থানের দূরত্বেও ৪৬০ কোটি বছরের অধিক। পরিস্কারভাবেই আমরা সুদূর অতীতের দৃশ্যই ধারণ করেছি, যা চারশ ৬০ কোটি বছর আগের চেহারা দেখাচ্ছে। আজ তাহলে এর চেহারা কেমন? সেটি জানা যাবে ওই একই নিয়মে চারশ ৬০ কোটি বছর পরে!

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কোয়াসারের ছবি আমরা আগে তুলতে পারলেও এই গ্যালাক্সিগুচ্ছের ছবি তুলতে পারিনি কেন? তার কারণ হচ্ছে 'এসএমএসিএস-৭২৩' থেকে ভেসে দীর্ঘ আলোক তরঙ্গ ধরার জন্য সূক্ষ্ণ সংবেদনশীল টেলিস্কোপ আমাদের ছিল না। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে ৬ দশমিক ৫ মিটার চওড়া সোনার প্রলেপ লাগানো প্রতিফলক আয়না রয়েছে এবং আছে অতি সংবেদনশীল ইনফ্রারেড তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যন্ত্রপাতি।

১১ জুলাই সোমবার নিউইয়র্ক সময় বিকেল ৫টায় প্রেসিডেন্ট জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের তোলা প্রথম ছবি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছেন। পরে নাসা ছবির পুরো অ্যালবাম প্রকাশ করে। সেখানে রয়েছে ৫টা ছবি। প্রথম ছবিতে উজ্জ্বল রশ্মি বের হওয়া আলোর উৎসগুলো আমাদের মিল্কিওয়ের নক্ষত্র। বাকি সব একেকটা গ্যালাক্সি। খেয়াল করলে দেখা যায়, সেগুলো হালকা করে বেঁকে আছে। কারণ এই ছবির কেন্দ্রে গ্যালাক্সির ঘন বসতি আছে এবং সে কারণে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর আলো বেঁকে গেছে। ছবিটি তুলেছে ওয়েব টেলিস্কোপের ওনিয়ার-ইনফ্রারেড ক্যামেরা (এনআইআরক্যাম)।

সাড়ে ১২ ঘণ্টায় বিভিন্ন তরঙ্গের ইনফ্রারেড আলো নিয়ে 'কম্পোজিট'; ছবিটি ধারণ করেছে এনআইআরক্যাম। ওয়েব যে ইনফ্রারেড তরঙ্গের ছবি তুলেছে তা হাবল টেলিস্কোপের ক্ষমতার অনেক বাইরে। বিভিন্ন ইনফ্রারেড তরঙ্গের এমন একটি ছবি তুলতে হাবল টেলিস্কোপের কয়েক সপ্তাহ সময় লাগত।

জেডব্লিউএসটি মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা, কানাডীয় মহাকাশ সংস্থা ও ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত একটি মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এটিকে নাসার হাবল মহাকাশ টেলিস্কোপের উত্তরসূরি হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। এটির সাহায্যে পৃথিবী থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে মহাবিশ্বে বিরাজমান বস্তু ও সংঘটিত ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। এর সাহায্যে ধারণকৃত অবলোহিত বিকিরণ চিত্রণে আজ থেকে ১৩২০ কোটি বছরেরও আগে (মহাবিস্টেস্ফারণের ৪০ থেকে ৫০ কোটি বছর পরে) মহাবিশ্বের প্রথম গ্যালাক্সি ও আদ্যনক্ষত্রগুলো কীভাবে রূপ লাভ করেছিল, তা সম্ভবত জানা যেতে পারে। এ ছাড়া মানুষের বসবাসযোগ্য সম্ভাব্য বহির্গ্রহগুলো আবহমন্ডলের খুঁটিনাটি বিষয় পরিস্কার হবে।

যেখানে হাবলকে নিকট-অতিবেগুনি, দৃশ্যমান আলো ও নিকট-অবলোহিত বিকিরণ বর্ণালি পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, তার বিপরীতে ওয়েব অপেক্ষাকৃত নিম্নতর কম্পাঙ্কের পরিসীমার বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করবে, যার মধ্যে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দৃশ্যমান কমলা আলো থেকে শুরু করে মধ্য-অবলোহিত তরঙ্গগুলো অন্তর্ভুক্ত (শূন্য দশমিক ৬-২৮ দশমিক ৩ মাইক্রোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট)। ফলে এটি একই সঙ্গে হাবল মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও স্পিটজার মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (একটি শূন্য দশমিক ৮৫ মিটার ব্যাসের অবলোহিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র) উত্তরসূরি। এর সংবেদনশীলতা ও সূক্ষ্ণতার জন্য মূল ও গৌণ মিরর বা দর্পণের তাপমাত্রা শূন্যের চেয়ে ২২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে বা ৫০ ডিগ্রি কেলভিন আছে।

১৯৯৬ সাল থেকে পরিকল্পিত এ প্রকল্পটি একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার ফল, যার নেতৃত্বে রয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসা। নাসার গডার্ড ফ্লাইট সেন্টার যন্ত্রটির নির্মাণ প্রচেষ্টার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিল। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা এবং কানাডীয় মহাকাশ সংস্থাও এ কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সব মিলিয়ে বিশ্বের ১৪টি দেশ ও ২৯টি মার্কিন অঙ্গরাজ্যের ৩ শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা ও কোম্পানির পাশাপাশি শত শত বিজ্ঞানী ও হাজার হাজার প্রকৌশলী এ প্রকল্পের ওপরে কাজ করেছেন। সব মিলিয়ে এখানে যাঁরা কাজ করছেন বা মেধা খাটাচ্ছেন তাঁরা বহু দেশের নাগরিক।

বস্তুত বিজ্ঞান একটা চলতে থাকা প্রক্রিয়া। হাবল, স্পিটজার হয়ে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ একটা অগ্রগতির ধাপ। হঠাৎ পাওয়া কিছু নয়। তাই এর মাধ্যমে আমাদের অর্জন কোনো একক দেশের নয় বা এভাবে প্রতিফলিত করা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই রাষ্ট্রনায়করা বুঝতে পারবেন। এগুলো পৃথিবীর মানুষের অর্জন হিসেবেই পরিগণিত হবে।

লেখক: বিজ্ঞান বক্তা; সম্পাদক, মহাবৃত্ত (সায়েন্স জার্নাল)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

শ্রীলংকা এখন কোন পথে ?

এ কে এম শামসুদ্দিন

শ্রীলংকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজপাকসের পদত্যাগের পরপরই বিক্ষুব্ধ জনতার গণদাবি ছিল, রাজাপাকসের পরিবারের কোনো সদস্যকেই আর ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসের পদত্যাগও তাদের অন্যতম দাবি হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তারা গোতাবায়াকেও গদিচ্যুত করল। শ্রীলংকান পার্লামেন্ট এখন নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে আগামী ২০ জুলাই।

পার্লামেন্টের স্পিকার মাহিন্দা ইয়াপা আবেবর্ধনে ১১ জুলাই এ তথ্য জানিয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন দখলের দুদিনের মধ্যে এ ঘোষণা এলো। স্পিকার জানিয়েছেন, আগামী ১৫ জুলাই পার্লামেন্ট অধিবেশন আবার বসার পাঁচ দিন পর নতুন একজনকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হবে। এর আগে অবশ্য শ্রীলংকার বিরোধী দলগুলো বৈঠকে বসে সর্বদলীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারাই সিদ্ধান্ত নেয়, সংসদের মাধ্যমেই নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে বলেছেন, সব দলের অংশগ্রহণে সরকার গঠন হলে তিনিও পদত্যাগ করবেন। মাহিন্দা রাজাপাকসের গদিচ্যুতির পর গোতাবায়া রনিল বিক্রমাসিংহকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে নিজের গদি রক্ষার যে চেষ্টা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টাও বিফলে গেল।

জুনের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া ও প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহের পদত্যাগের দাবিতে আবার বিক্ষোভ শুরু হয়। ২০ জুন দেশটির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী রাজধানী কলম্বোয় বিক্ষোভ করেন। তারা দাবি করেন, দেশের চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী।

তীব্র জ্বালানি সংকটের জেরে চিকিৎসার মতো জরুরি খাতেও জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে শ্রীলংকা সরকার। ফলে প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাও পথে নেমে আসে। যদিও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা খাতে কর্মরত অনেকেই জ্বালানি ক্রয় করতে বিশেষ টেকেন পেয়েছেন, তবে পাম্পগুলোতে টোকেন দেখিয়েও প্রয়োজনীয় জ্বালানি পাওয়া যাচ্ছিল না।

দেশের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য গোতাবায়া ও তার পরিবারের ওপর দোষারোপ করেছেন তারা। দেশের চলমান সংকট নিরসনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রনিল বিক্রমাসিংহে ক্ষমতায় বসলেও সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারেননি। এ কারণে রনিলের অপসারণেরও দাবি তোলে বিক্ষোভকারীরা। তবে সরকার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিস্থিতি সহনশীল করার চেষ্টা করে গেছে।

সংবিধানের ২১তম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের একচ্ছত্র আধিপত্য কমিয়ে কিছু ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেছিলেন। মন্ত্রিসভায় পাশ করে সে প্রস্তাব চূড়ান্ত সংশোধনীর জন্য পার্লামেন্টে পাঠানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন তারা।

অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় এবং অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য বিদেশে কাজ করতে যেতে ইচ্ছুক নারী কর্মীদের বয়সসীমা ২৩ বছর থেকে কমিয়ে ২১ বছর করা হয়েছিল, যাতে অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বিদেশে কর্মরত শ্রীলংকানদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশটির বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস। প্রতিবছর তাদের প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসে। তবে এ বছর এসেছে অর্ধেকেরও কম।

শ্রীলংকার চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর থেকেই ক্ষুব্ধ জনগণ সেদেশের আমূল পরিবর্তন চাইছিল। তাদের সামনে হয়তো আর কোনো পথ খোলা ছিল না। তাদের বক্তব্য-'এমন জীবন আমরা চাই না। শ্রীলংকায় যা ঘটছে, তার জন্য ক্ষমতাসীন নেতারাই দায়ী।' অতএব গোতাবায়াকে ক্ষমতাচ্যুত না করে তারা ঘরে ফিরে যাবে না।

আসল কথা হলো, বিক্ষোভকারীরা শ্রীলংকার নেতৃত্বের পরিবর্তন চাইছিল। কারণ, তারা মনে করেন তাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য রাজাপাকসের পরিবারের সদস্যদের বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতাই দায়ী। রাজাপাকসের পরিবারের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লিপ্সা, বিরামহীন দুর্নীতি, উন্নয়নের নামে উচ্চ সুদের ঋণ এবং নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা দেশটিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে।

তারা মনে করে, শ্রীলংকার বর্তমান অবস্থার জন্য রাজাপাকসে পরিবারের গত দুই দশকের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাই মূলত দায়ী। ভাই, ভাতিজা ও ভাগ্নেসহ বংশের আরও অনেক সদস্যকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে রাজাপাকসে পরিবার স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, এরূপ স্বেচ্ছাচারী আচরণের জন্য তারা কারও কাছে দায়বদ্ধও ছিল না। তাদের দুই দশকের বেহিসাবী লুটপাট শ্রীলংকাকে দেউলিয়া করে ফেলে।

> ***যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সাহায্য পেতে হলে তাদের দেওয়া শর্ত (মানবাধিকার বিষয়ে) নতুন নেতৃত্ব কতটুকু পূরণ করতে পারবে, সে বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। তবে আশার কথা, গোতাবায়ার অপসারণের পর আইএমএফ হয়তো তাদের অর্থনৈতিক প্যাকেজ নিয়ে শ্রীলংকার কাছে হাজির হতে দেরি করবে না।***

মাহিন্দা রাজাপাকসে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বেশিরভাগ সিংহলির কাছে তিনি একসময় ছিলেন একজন যুদ্ধজয়ী নায়ক। কারণ, ২০০৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন শ্রীলংকার সেনাবাহিনী ২৬ বছর ধরে চলে আসা গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটায়। তামিল বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দিয়ে দেশের উত্তরের জাফনা প্রদেশ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

ছোট ভাই গোতাবায়াকে মাহিন্দা রাজাপাকসেই রাজনীতিতে এনেছিলেন। তার শাসনামলে গোতাবায়া দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। গোতাবায়া শ্রীলংকা সেনাবাহিনীর একজন সাবেক কর্মকর্তা। তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদবির কর্মকর্তা থাকাকালীন সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে রাজনীতি শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

মাহিন্দা রাজাপাকসের শাসনামলে তিনি যখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তখন শ্রীলংকার সেনাবাহিনী তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎখাত করে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটায়। কথিত আছে, তামিল টাইগারদের দমনকালে আনুমানিক ৪০ হাজার তামিল বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মহলে মাহিন্দা রাজাপাকসের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে গোতাবায়া সে অভিযোগের দায়ভার এড়াতে পারেন না।

২০০৫ সালে মাহিন্দা রাজাপাকসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর রাজাপাকসে পরিবার ধীরে ধীরে রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে; পরিবারের ভাই, ভাতিজা ও ভাগ্নেদের মন্ত্রী-এমপি পদে নিয়োগ দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে দেশবাসীকে উন্নয়ন ও উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে বড় বড় রাস্তা, বিমানবন্দর, স্টেডিয়াম, পোর্ট ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য ব্যাপক বিদেশি ঋণ নিতে থাকে।

এ প্রক্রিয়ায় ১৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ঋণ নেওয়া হয়। আদতে দেখা গেছে, এসব বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নেওয়ায় রাজাপাকসের পরিবারের সদস্যরাই বেশি লাভবান হয়েছেন। এসব প্রজেক্ট দুর্নীতির পথকে আরও উন্মুক্ত করে দেয়। প্রজেক্ট পাইয়ে দেওয়ার নামে ঘুস থেকে শুরু করে বিদেশে অর্থ পাচার করা পর্যন্ত ব্যাপক দুর্নীতির দায়ে রাজাপাকসের পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্ত হতে থাকেন।

২০২০ সালের নির্বাচনে রাজাপাকসের দল পুনর্নির্বাচিত হলে গোতাবায়া প্রেসিডেন্ট ও মাহিন্দা প্রধানমন্ত্রী হন। অতঃপর আরও চারটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী করা হয় তাদের অন্য ভাইদের। ফলে সরকারের ওপর পরিবারটির দখল আরও জোরদার হয়। বছরখানেক আগেও যে পরিবারটি পেয়ে আসছিল বীরের মর্যাদা, যারা দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি ফিরিয়েছেন শ্রীলংকায়; সেই রাজাপাকসে পরিবারই এখন যেন গণশত্রুতে পরিণত হয়েছে, সে পরিবারই যেন সব সংকটের গোড়া।

প্রশ্ন হচ্ছে, রাজাপাকসে পরিবারের অপসারণেই কি শ্রীলংকার বর্তমান সমস্যার অবসান ঘটবে? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, রাজাপাকসে পরিবারের পতনের মধ্য দিয়ে সহসাই শ্রীলংকার সংকটের অবসান হবে না। গোতাবায়াকে বিতাড়িত করার আনন্দ-উল্লাসের এই রেশ কাটতে না কাটতেই শ্রীলংকার মানুষের সামনে ঘোরতর এক বাস্তবতা এসে হাজির হবে। ঘরে রান্নার জ্বালানি নেই। পরিবহণের জ্বালানিও প্রায় শূন্য। বিদ্যুৎ নেই। অফিস-আদালত বন্ধ। পরিবহণের অভাবে খাদ্য-সামগ্রীর সংকট দিনে দিনে আরও তীব্র হচ্ছে।

ওষুধ পাওয়া দুষ্কর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আমদানিও বন্ধ হয়ে আছে। এরূপ বহুবিধ সমস্যা অপেক্ষা করছে আগামী দিনে। নতুন নেতৃত্ব ক্ষমতায় বসলেও শ্রীলংকার সংকট কাটতে আরও অনেকদিন লেগে যাবে। কারণ শ্রীলংকার এ সংকট একদিনে আসেনি। এ সংকটের মূল আরও বেশ গভীরে।

বিদেশি ঋণের বোঝা তো আছেই; তারপর প্রশাসনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত যে ব্যক্তিরা বসে আছেন, তাদের অপসারণ করে বিচারের আওতায় এনে সৎ ও করিৎকর্মা পেশাজীবী যোগ্য ব্যক্তিদের পদায়ন করতে আরও বেশ কিছু সময় লেগে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

শ্রীলংকায় নতুন নেতৃত্বে যারাই আসুন, তাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। তামিল টাইগারদের নির্মূল করার পর এই দ্বীপদেশটি পশ্চিমা দেশ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। বিশেষ করে ক্ষমতায় থাকাকালীন সংখ্যালঘু তামিলদের বিরুদ্ধে রাজাপাকসে পরিবার যে অমানবিক আচরণ করেছিল, সে বিষয়টি নতুন করে উত্থাপিত হবে সন্দেহ নেই।

মাহিন্দা রাজাপাকসের আমলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন তামিলদের দমনে নারকীয় হত্যাকান্ড চালানোর জন্য গোতাবায়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে মামলা রয়েছে, সে বিষয়গুলো নতুন করে উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। তাছাড়াও সে সময় সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যা এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের গুম করার অভিযোগে গোতাবায়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতে আরও দুটি মামলা রয়েছে।

ভারত যদিও ৩.৮ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারপরও বলা যায়, তাদের সহানুভূতি পেতে হলে নতুন নেতৃত্বকে সব কূল রক্ষা করে চলতে হতে পারে। কারণ শ্রীলংকানরা আদতেই ভারতবিরোধী। তাদের ভেতর এক ধরনের ভারতবিরোধী মনোভাব সব সময়েই কাজ করে বলে শোনা যায়। তাছাড়া ভারতের 'পাপেট' রনিল বিক্রমাসিংহে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভারত কতটুকু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, তা দেখার বিষয়।

চীনও যে এ সময় আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসবে, সে সম্ভাবনাও কম। কারণ গোতাবায়ার গদিচ্যুত হওয়ার পর কারা আসছে ক্ষমতায় তার ওপর নির্ভর করবে চীনের সমর্থন। সুতরাং নতুন নেতৃত্বে যারাই আসুন, তাদের ভারসাম্য রক্ষা করে দেশ পরিচালনা করতে হবে। তাদের ইউরোপ-আমেরিকার সাহায্যের ওপরও নির্ভর করতে হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সাহায্য পেতে হলে তাদের দেওয়া শর্ত (মানবাধিকার বিষয়ে) নতুন নেতৃত্ব কতটুকু পূরণ করতে পারবে, সে বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। তবে আশার কথা, গোতাবায়ার অপসারণের পর আইএমএফ হয়তো তাদের অর্থনৈতিক প্যাকেজ নিয়ে শ্রীলংকার কাছে হাজির হতে দেরি করবে না।

রাজনৈতিক ময়দান থেকে রাজপাকসে পরিবারের এরূপ বিদায় বিশ্ব ইতিহাসে নতুন নয়। এর আগেও দেখা গেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারের পতন এমনভাবেই হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বৈরশাসকদের পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জনগণ থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনোকালেই কোনো দেশেই স্বৈরশাসক টিকে থাকতে পারেনি।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, জাতিসংঘ শান্তি মিশনে আমরা যেসব অঞ্চল বা দেশে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছি, সে অঞ্চলের সব দেশই কোনো না কোনো স্বৈরশাসক কর্তৃক জর্জরিত কিংবা সংঘর্ষ বিক্ষুব্ধ দেশ ছিল। তাদের স্বৈরশাসনামল পর্যালোচনা করে দেখেছি, এসব শাসক বেশি হলেও গড়ে ২০ কী ২৫ বছর একটানা একচ্ছত্র শাসন করে যেতে পেরেছেন। কিন্তু তারপর? তারপর দেখা গেছে, সেসব দেশের সংক্ষুব্ধ জনগণ স্বৈরশাসকদের এমনভাবে টেনেহিঁচড়ে গদি থেকে নামিয়েছে যে, তারা রাজনৈতিক ময়দানে আর ফিরে আসতে পারেননি।

এরূপ পরিস্থিতির মুখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী কিংবা সশস্ত্র বাহিনী-কোনো বাহিনীই তাদের পতন ঠেকাতে এগিয়ে আসেনি। শ্রীলংকায় যেন সে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। রাজাপাকসে পরিবারও জনগণের তোপের মুখে ভাই, ভাতিজা ও ভাগ্নেসহ একই ভাগ্য বরণ করল।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

বৈশ্বিক খাদ্য সংকট নষ্ট করার সময় নেই

ক্ষুধা এখন সারা বিশ্বকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সাত বছর আগে জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা নির্মূল করা হবে। অথচ গত বছর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ক্ষুধায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা আরো বেড়ে ৮২ কোটি ৮০ লাখে পৌঁছেছে। গত ৭ জুলাই জাতিসংঘ জানিয়েছে, এই মুহূর্তে বিশ্বে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে ৩৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষ। এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে এর আগে দেখা যায়নি।

কভিড-১৯ মহামারির আগে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মানুষের সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ৫০ লাখ। কিন্তু মহামারি ও জলবায়ু জরুরি অবস্থার কারণে সংখ্যাটি বেড়ে চলতি বছরের শুরুতে ২৭ কোটি ৬০ লাখে পৌঁছে। পরের পাঁচ মাসে এটি আরো ছয় কেটি ৯০ লাখ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪ কোটি ৫০ লাখে এসে পৌঁছে। সম্প্রতি খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রকাশিত খাদ্যমূল্য সূচকে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের মে মাস থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত খাদ্যমূল্য ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সূচকটির প্রতিফলনই দেখা যাচ্ছে তীব্র খাদ্য সংকটে ভোগা মানুষের সংখ্যায়। এ বিষয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডাব্লিউএফপি) প্রধান ডেভিড বিসলি বলেছেন, 'আমরা মনে করি, এর চেয়ে খারাপ অবস্থা আর হতে পারে না।'

ইউক্রেনের যুদ্ধে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও কিছু বন্দর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহন ও সারের দাম মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। কারণ যুদ্ধের আগে বিশ্বব্যাপী গম রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই আসত ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ রয়েছে যে মস্কো ইউক্রেন থেকে চুরি করা শস্য আফ্রিকায় বিক্রি করার চেষ্টা করছে। আরো একটি দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে, মহামারির কারণে মধ্যম আয়ের অনেক দেশ এরই মধ্যে তাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বড় অংশ ব্যয় করে ফেলেছে।

এমনকি ক্ষুধার ধাক্কা ধনী দেশগুলোতেও লেগেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটের কারণে ধনী দেশগুলোতে আগের তুলনায় আরো বেশিসংখ্যক মা-বাবা তাঁদের বাচ্চাদের খাবার জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন। আর নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে এই মুহূর্তে মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতি একেবারেই মারাত্মক পর্যায়ে রয়েছে। এসব দেশের মানুষ এখন তাদের আয়ের দুই-পঞ্চমাংশ শুধু খাবারের পেছনে ব্যয় করছে।

সব মিলিয়ে বিশ্বের প্রায় ২৩০ কোটি মানুষকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার সংগ্রহের জন্য হয় মাঝারি, না হয় তীব্র অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। এর মধ্যে ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, ইয়েমেন ও আফগানিস্তানের কিছু এলাকায় মানুষের বড় একটি অংশ ক্ষুধার বিপর্যয়কর মাত্রা সহ্য করছে, যেখানে এফএওর নির্ধারণ করা খাদ্য নিরাপত্তার বিপর্যয় মাত্রাকে দুর্ভিক্ষ অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পরিণতি হচ্ছে, এরই মধ্যে কিছু কিছু দেশে সামাজিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক সহিংসতা দেখা যাচ্ছে।

জি-৭ নেতারা গত মাসে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য অতিরিক্ত ৪৫০ কোটি ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেখানে প্রয়োজন হচ্ছে দুই হাজার ৮৫০ কোটি ডলার, সেখানে সাড়ে ৪০০ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি একটি ভগ্নাংশ মাত্র। অথচ যুক্তরাজ্য এরই মধ্যে তার সামগ্রিক বৈশ্বিক সহায়তা ব্যয় হ্রাস করেছে। খাদ্য সহায়তায় জটিলতাও রয়েছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ক্ষেত্রবিশেষে নগদ অর্থ পাঠানোর সুপারিশ করেছে। এ ছাড়া বৈশ্বিক কৃষি নীতিতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে দেশগুলোর উচিত টেকসই কৃষি ও পুষ্টিকর খাবার উৎপাদনের জন্য অভ্যন্তরীণ সহায়তা প্রদানে মনোযোগ প্রদান এবং আমদানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করা। অন্যদের মধ্যে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যশস্যকে জৈব জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের চেয়ে মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সর্বোপরি জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। কিছু জীবন বাঁচাতে এটাও অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে। আমাদের অবশ্যই আরো বেশি পরিমাণে ক্ষতি রোধ করতে হবে।

- **অনলাইন থেকে**

সূত্র: সম্পাদকীয়, দ্য গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ভাষান্তরিত

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

আমেরিকা কি বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর পাঁয়তারা করছে?

(৫ পাতার পর)

দিবসে দেশটির প্রেসিডেন্ট ও জনগণকে অভিনন্দন জানায়নি রাশিয়া। ক্রেমলিন বলেছে, অভিনন্দন না জানানোর কারণ হলো, যুক্তরাষ্ট্রের অবন্ধু সুলভ নীতি। চীনও বলেছে, আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকালে সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে। উপরন্তু রাশিয়া ইইউ ও ন্যাটোর সম্প্রসারণের কঠোর সমালোচনা করেছে। চীনও বলেছে, ন্যাটোকে ইচ্ছেমতও সংঘাত তৈরি এবং ইউরোপে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার অপচেষ্টা বাদ দিতে হবে। সর্বোপরি চীন ও রাশিয়া জাপান সাগর ও পূর্ব চীন সাগর সহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কৌশলগত মহড়া এবং যৌথ টহল দিয়ে তাদের সামরিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে চুক্তি করেছে গত ২৮ নভেম্বর, যা সামরিক চুক্তি বলে খ্যাত হয়েছে। চীনের এক মুখপাত্র গত ১৬ ডিসেম্বর বলেছেন, বিআরআই এর আওতায় চীন এখন পর্যন্ত ১৪৫টি দেশ ও ৩২টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি করেছে। এই দেশগুলো থেকে চীনকে সরিয়ে মার্কিন বলয়ের অবকাঠোমো উন্নয়নের সহায়তা করা কঠিন। বড় জোর দেশগুলো দুস্পক্ষ থেকেই সহায়তা নিতে পারে। এর অধিক কিছু নয়। আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে চীনের বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও সম্পর্ক খুব গভীর চীনের। সেখান থেকে চীনকে আউট করে মার্কিন বলয়ের ইন করা কঠিন। তদ্রুপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশটি রাষ্ট্রের আসিয়ানেও। আর ইরান, সিরিয়া ও উত্তর কোরিয়া থেকে চীন-রাশিয়াকে আউট করা অসম্ভব। এছাড়া, চীনেও বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েই চলেছে, যা বন্ধ করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সব মহলেরই অভিমত, সামরিক ও আর্থিকভাবে বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় চীন, আমেরিকা প্রথম। কিন্তু ২০৩০ সালের মধ্যে চীন প্রথম হবে। রাশিয়ার শক্তি কি তা ইউক্রেন যুদ্ধে প্রমাণিত হচ্ছে। তবুও মার্কিনবলয় চীন ও রাশিয়া বিরোধী অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ফলে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আর সেটা হলে শেষাবধি তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে। এছাড়া, এই দুবলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে মহাবিশ্বে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে। তাতে বিশ্বের শান্তি ও উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

কিন্তু মার্কিন বলয়ের কারণে বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলে তাতে কে জয়ী হবে তা বলা কঠিন। কারণ, মার্কিন বলয় যেমন সামরিক ও আর্থিক শক্তিতে বলিয়ান, তেমনি চীন-রাশিয়াবলয়ও সম শক্তিমান। উপরন্তু সকলেরই কাছে রয়েছে বিপুল সংখ্যক পরমাণু বোমা এবং তা বহনে সক্ষম সর্বাধিক গতির হাইপারসোনিক ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধ বিমান। তাই ভবিষ্যতে বিশ্বযুদ্ধ বাধলে সেটা হবে পরমাণু যুদ্ধ এবং তাতে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আর প্রাতিষ্ঠানিক যুদ্ধ না হয়েও অর্থনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও বিশ্বের ব্যাপক ক্ষতি হবে। তাতে সর্বাধিক ক্ষতি হবে মার্কিন বলয়ের। কারণ, ব্রিকস দেশগুলো যদি জি-৭ এর দেশগুলোর সাথে আর্থিক কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়, তাহলে তাদের আর্থিক চাকা বন্ধ হয়ে যাবে। মার্কিন ডলারের রাজত্বও খতম হবে।কারণ,জি-৭ এর দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি। আর ব্রিকস দেশগুলোর জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং উন্নয়নশীল দেশ। এছাড়াও বিশ্বের অর্ধেকের বেশি দেশের চীন-রাশিয়ার সাথে সখ্য রয়েছে। তারা এক কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার বিরোধী।তারা বহুত্ব কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার পক্ষে। তারা জাতি সংঘকে বিশ্বের সব কর্মের প্রাণকেন্দ্র করতে আগ্রহী। তারা জাতি সংঘের কাঠামোকে সংস্কার করে স্থায়ী পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তা অঞ্চল ও জাতিভিত্তিক সমতা আনার এবং ভেটো পাওয়ার বাতিল করার পক্ষে। তাই একক পরাশক্তিত্ব ও স্বীয় বলয়ের শ্রেষ্টত্ব টিকিয়ে রাখার আশা এবং সংঘাতের পথ ত্যাগ করে সব সংকট আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করা, বিশ্বের শান্তি ও উন্নতির জন্য সকলের সম্মিলিতভাবে কাজ করা এবং বিশ্বের কর্তৃত্ব জাতিসংঘের উপর ন্যস্ত করে সব দেশের উচিৎ নিজস্ব দেশের সুখ-শান্তি ও উন্নতি প্রতিষ্ঠার দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া। বালিতে ৭-৮ জুলাই জি-২০ এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা এই একমত হয়েছেন যে, বহুপক্ষবাদ হলো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই বিশ্বকে জরুরিভাবে বহুপাক্ষিকতা শক্তিশালী করতে হবে। জাতিসংঘের মহাসচিবও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন সম্মেলনে। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষেরও আকাক্সক্ষা তাই। আমেরিকান কর্তৃপক্ষের উচিৎ-চীন, রাশিয়া ও ইরানকে কাবু করার চেয়ে অভ্যন্তরীণ সংকটগুলো সুরাহা করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নতুবা আম-ছালা সবই যাবে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মূল্যস্ফীতির লাগাম টানা জরুরি

অসীম দাশগুপ্ত

মূল্যস্ফীতি অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকেও ভালোভাবে চেপে ধরেছে। গত মার্চ মাসে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.২২ শতাংশ, যা আগের মাসের চেয়ে ০.০৫ শতাংশ বেশি এবং ২০২০ সালের অক্টোবরের পর সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের সঙ্গে সংগতি রেখে মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৬ শতাংশ ঘোষণা করেছে। রাজস্বনীতি এবং মুদ্রানীতি উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যস্ফীতির রাশ টেনে ধরাকে প্রধান লক্ষ্য ধরা হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার অসহায়ত্ব, মানুষের দুর্ভোগ আমাদের মতো অনেক দেশের চোখ খুলে দিয়েছে। অনেকে আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন, আবার অনেকে সতর্ক থাকার কথা বলছেন। এ কথা ঠিক ধস শুরু হলে পাহাড় যত উঁচুই হোক, তা রোধ করা কঠিন। তবে বাস্তবতা হলো, শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তানের মতো এখনো আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়নি। তাদের তুলনায় ভালো রিজার্ভ আমাদের স্বস্তির একটা কারণ। গত জুন মাসে আমাদের রিজার্ভ ছিল প্রায় ৪২ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ পাঁচ মাসের আমদানি মূল্য পরিশোধের সক্ষমতা আমাদের রয়েছে। বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়নি কখনো। আবার আমাদের রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধিও ভালো। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় প্রথমবারের মতো ৫০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। কিন্তু তাতে আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। কভিডের নতুন হানা, প্রলম্বিত যুদ্ধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ কয়েক মাস ধরে আমাদের রিজার্ভও নিম্নমুখী।

বন্যার কারণে সুনামগঞ্জসহ হাওর অঞ্চলে বড় ধরনের শস্যহানি হয়েছে। সিলেটসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয়বার বন্যার ফলে যোগাযোগব্যবস্থা, কৃষি ও আবাসন খাত বিপর্যস্ত হয়েছে। এসব কারণে এবং সার্বিক বিশ্ব পরিস্থিতির প্রভাবে আমাদের দেশেও চাল, ডাল, তেলসহ প্রায় সব পণ্যের মূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মোটা চালও বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫৫ টাকা কেজি দরে, ৮০-৮৫ টাকার কমে প্যাকেটজাত চিকন চাল পাওয়া দুষ্কর। সয়াবিন তেল ২০০ টাকা লিটার, ডাল ১৩০ টাকা কেজি। আমাদের দেশের মানুষ এত উচ্চমূল্যে খাদ্যসামগ্রী কিনে অভ্যস্ত নয়। শ্রমজীবী মানুষের আয়ের বড় অংশ ব্যয় হয় খাদ্যের পেছনে, মূল্যস্ফীতি হলে তাঁদের জীবনমান কমে যায়। দৈনিক খাদ্যতালিকা থেকে মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের মতো পুষ্টিকর খাবার কাটছাঁট হয়ে যায়। গরিব মানুষ অনাহার ও অপুষ্টির শিকার হয়। কভিডের উচ্চ সংক্রমণের সময় লকডাউনের কারণে লাখ লাখ মানুষ কর্মহীন হয়। পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় অকাল বন্যা এবং যুদ্ধজনিত বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি সঞ্চয় ভেঙে অনেক কিছু কাটছাঁট করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে; কিন্তু শ্রমজীবী মানুষকে ক্ষুধার সঙ্গে বসবাস করতে হয়, জীবনের মৌলিক প্রয়োজন বিসর্জন দিতে হয়। কভিড ও যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ইউএনডিপির রিপোর্টে প্রকাশ, শুধু যুদ্ধের কারণে এ বছর প্রথম কয়েক মাসে দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে ৭.১০ কোটি। খাদ্যাভাব ও দ্রব্যমূল্য সব দেশেরই রাজনীতির বড় নিয়ন্তা।

সরকার সম্প্রতি বেসরকারি পর্যায়ে ৪.০৯ লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি দিয়েছে। টিসিবির মাধ্যমে প্রায় এক কোটি মানুষের মধ্যে কম মূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে, যার একটি বড় অংশ আমদানীকৃত। আমদানি ব্যয় মেটাতে চাপ পড়বে রিজার্ভের ওপর। কিন্তু খাদ্যমূল্য কমাতে আমাদের কোনো বিকল্প নেই। রাশিয়া থেকে আমরা প্রচুর সার আমদানি করে থাকি, যুদ্ধের কারণে সারের মূল্য বেড়েছে এবং আমদানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সারের অভাবে আমাদের কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হলে খাদ্য আমদানি বাড়াতে হবে, তাতে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ আরো বাড়বে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি না পেলে কিংবা আমদানি ব্যয় কমাতে না পারলে শুধু রপ্তানি আয় দিয়ে রিজার্ভ ধরে রাখা কঠিন হবে। এর মধ্যে একটি সুখবর হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্য তেলের মূল্য হ্রাস। গত এক মাসে পাম, সয়াবিন এবং সূর্যমুখী তেলের মূল্য ১৫ শতাংশের অধিক হ্রাস পেয়েছে, সরবরাহ বেড়েছে। ইন্দোনেশিয়া রান্নার তেলের ওপর থেকে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। আর্জেন্টিনা এবং ভোজ্য তেল রপ্তানিকারক দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে রপ্তানি মূল্য হ্রাস পাচ্ছে। এর কিছুটা প্রভাব আমাদের বাজারেও পড়েছে।

আমরা জ্বালানি তেলের তাপ অনুভব করছি। তেল ও গ্যাস সাশ্রয়ের জন্য আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কমাতে হচ্ছে। আমাদের ভুলে যাওয়া লোড শেডিং ফিরে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প ব্যবস্থা পরিহার করা ঠিক হবে না। সরকার মানুষকে কৃচ্ছতা সাধনের কথা বলছে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য অফিস ঘণ্টা কমাতে চাচ্ছে, উৎসবে আলোকসজ্জা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাত ৮টার মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে। স্বল্প সময়ের জন্য এসব জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু দিনান্তে লোড শেডিংয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং উৎপাদন খাতে। পেট্রল, ডিজেলের ঘাটতি এবং উচ্চমূল্যে কৃষিজমিতে জলসেচ ব্যাহত হবে, পণ্য পরিবহন ও সংরক্ষণ খরচ বেড়ে যাবে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় এবং রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞার কারণে আমরা রাশিয়া থেকে জ্বালানি এবং ভোজ্য তেল, গ্যাস, গম–এসব আমদানি করতে পারছি না। অন্যান্য উৎস পেট্রল, গম, ভোজ্য তেলের দাম বাড়ছে, সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে, খেসারত দিচ্ছে জনগণ। যেসব দেশ যুদ্ধের কোনো পক্ষ নয় তাদেরও চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে।

মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানি ঋণ ব্যবস্থাপনায় কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে। ফল, গাড়ি, ইলেকট্রনিকস, আসবাবপত্র, কসমেটিকস, পানীয় আমদানিতে ব্যাংকঋণ দেওয়া যাবে না মর্মে সার্কুলার দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্ধবার্ষিক মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে এবং রিজার্ভ ধরে রাখতে কতগুলো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। বাজেটে চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশে সীমিত রাখার লক্ষ্য নির্ধারিত আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতেও অনুরূপ লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলছে, তাতে বাংলাদেশ যদি ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা কিংবা তার আশপাশেও মূল্যস্ফীতি সীমিত রাখতে পারে, তবে তা হবে বড় অর্জন।

২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান সক্ষমতা হ্রাসের জন্য নীতি সুদহার অর্থাৎ রেপো সুদহার ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫.৫ শতাংশ করা হয়েছে এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ০.৭০ শতাংশ কমিয়ে ১৪.১০ শতাংশ করা হয়েছে। বাজারে মুদ্রা সরবরাহে হ্রাস টানা এর লক্ষ্য। তবে ঋণ ও আমানতের ওপর ৯-৬ সুদহার কার্যকর রেখে শুধু রেপো হার বাড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া না-ও যেতে পারে। আমানতের ওপর প্রদত্ত সুদহার মূল্যস্ফীতি থেকে কম হলে মানুষ সঞ্চয়বিমুখ হয়, তাতে অর্থের গতিপথ পরিবর্তিত হতে পারে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে, নতুন মুদ্রানীতি প্রবৃদ্ধি বা কর্মসংস্থান সহায়ক নয়। তাঁরা মনে করেন, বর্তমান মূল্যস্ফীতির মূল কারণ পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ ঘাটতি, অতিরিক্ত অর্থপ্রবাহ বা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত নয়। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানি নির্ভরতা কমাতে পারলে এবং রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আরোপিত বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হলে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও সরবরাহের প্রতিবন্ধকতা দূর হবে ও মূল্যস্ফীতি কমে আসবে।

নতুন বাজেটে কৃষি খাতে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রবৃদ্ধি সহায়ক আরো কিছু পদক্ষেপ দেখা যায় বাজেটে। করোনাকালে আমাদের কৃষি ও রপ্তানিমুখী অর্থনীতি সক্রিয় ছিল, লকডাউনের প্রভাবে মুখ থুবড়ে পড়েনি, যার সুফল আমরা পাচ্ছি। কিন্তু রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ওপর আমেরিকা যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, কোনো পক্ষ অবলম্বন না করেও তার কুফল আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে।

মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানি ঋণ ব্যবস্থাপনায় কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে। ফল, গাড়ি, ইলেকট্রনিকস, আসবাবপত্র, কসমেটিকস, পানীয় আমদানিতে ব্যাংকঋণ দেওয়া যাবে না মর্মে সার্কুলার দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব দ্রব্য আমদানি করতে আমদানিকারকরা মার্জিন সুবিধা পাবেন না, অর্থাৎ শতভাগ নগদ অর্থ জমা দিয়ে ঋণপত্র খুলতে হবে। বিলাসদ্রব্য এবং জরুরি পণ্য ছাড়া অন্যান্য পণ্য আমদানিতেও মার্জিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এজাতীয় পণ্য আমদানিতে ৫০ শতাংশের জায়গায় এখন থেকে ৭৫ শতাংশ নগদ অর্থ জমা দিয়ে ঋণপত্র খুলতে হবে। তবে এ সবই সাময়িক ব্যবস্থা, তা দিয়ে বড় সুফল পাওয়া যাবে না।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ, রাশিয়ার ওপর থেকে সব ধরনের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, কভিড নিয়ন্ত্রণে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সমন্বিত বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব না হলে বিশ্ববাজার স্থিতিশীল হবে না এবং আমাদের আরো কঠিন পরিস্থিতির সামনে পড়তে হতে পারে। আমাদের কৃষি উৎপাদন, রাজস্ব ও প্রবাস আয় এবং রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। এগুলো আমাদের রক্ষাকবচ। রিজার্ভ নিয়ে আত্মতুষ্টির দিন শেষ। যেকোনো একটি খাতে বিপর্যয় রিজার্ভে ধস নামাতে পারে। দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার লাগাম টানাটা জরুরি।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

জ্বালানি খাতে ভুল উন্নয়নের খেসারত

কল্লোল মোস্তফা

ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত দেশের আবাসিক ও শিল্প খাত। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও এলএনজির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় খরচ সাশ্রয়ের জন্য পরিকল্পিতভাবেই এ লোডশেডিং করতে হচ্ছে। সরকার সবাইকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। সেই সঙ্গে ৭ জুলাই থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার, শপিংমল, দোকানপাট, অফিস ও বাসাবাড়িতে আলোকসজ্জার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পরিহাসের বিষয়, গত মার্চ মাসে দেশব্যাপী শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, কোম্পানি বা স্থাপনাগুলোয় আলোকসজ্জা করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল!

বস্তুত বর্তমান সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি যে খাতে উন্নয়নের প্রচারণা চালানো হয়েছে, সেটি হলো বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যে প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তার জন্য প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার কারণেই আজকে লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত হতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ হাজার মেগাওয়াট হলেও প্রাথমিক জ্বালানির অভাবে সব বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো যাচ্ছে না। ফলে ১২ বা ১৩ হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না। অথচ বসিয়ে রাখা উৎপাদন ক্ষমতার জন্য দেশি-বিদেশি বেসরকারি মালিকদের ক্যাপাসিটি চার্জ বা ভাড়া ঠিকই দিতে হচ্ছে।

স্থানীয় উৎসের প্রাথমিক জ্বালানির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে এলএনজি, তেল ও কয়লার মতো আমদানিনির্ভর প্রাথমিক জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এখন যেহেতু বিশ্ববাজারে সেসব প্রাথমিক জ্বালানির দাম বেড়ে গেছে, তাই সেসব জ্বালানি আর আগের মতো আমদানি করা যাচ্ছে না। ফলে লোডশেডিং করতে হচ্ছে।

এলএনজি আমদানির কথাই ধরা যাক। সরকারের পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যানেই তো এলএনজি আমদানি দিনে দিনে বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল। তাহলে এখন কেন এলএনজির বেশি দাম বলে আমদানি বন্ধ রাখা হচ্ছে? এলএনজির দাম সব সময় কম থাকবে- এ রকম নিশ্চয়তা সরকার কোথায় পেয়েছিল? সরকারের পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান ২০১৬-তে বলা হয়েছিল, ২০১৯ সালে এলএনজির মাধ্যমে গ্যাসের চাহিদার ১৭ শতাংশ পূরণ করা হবে। এর পর এলএনজি আমদানি বাড়িয়ে ২০২৩ সাল নাগাদ গ্যাসের চাহিদার ৪০ শতাংশ, ২০২৮ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ গ্যাসের চাহিদার ৭০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করা এলএনজি দিয়ে পূরণ করা হবে। জ্বালানি পরিকল্পনা করা হবে এলএনজি আমদানিকে কেন্দ্র করে। তারপর যখন এলএনজির দাম বাড়বে তখন হুট করে এলএনজি আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হবে- এটা তো কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনার নমুনা হতে পারে না। উচিত ছিল এলএনজি আমদানি আর তেল ও কয়লানির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের পেছনে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচের বদলে সেই টাকা দেশীয় গ্যাস উত্তোলনে সক্ষমতা বৃদ্ধির পেছনে ব্যয় করা; দেশীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে ভারতের ওএনজিসির মতো দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র অধিগ্রহণ করে সস্তায় গ্যাস আহরণে সক্ষম করা।

লক্ষণীয়, বাপেক্সকে ভারতের ওএনজিসির মতো সক্ষম করার কথা কিন্তু জাইকার তৈরি পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যানেও বলা হয়েছিল- 'প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত একদিন শেষ হয়ে যাবে। বাপেক্সের ভূমিকা পরিবর্তন করে একে দেশের বাইরের জ্বালানিসম্পদ অধিগ্রহণের অনুমোদন দিতে হবে যেন ভারতের ওএনজিসির মতো বাপেক্স ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় অবদান রাখতে পারে।'

খেয়াল করার বিষয়, মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী এলএনজি ও কয়লা আমদানিনির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে। এলএনজি ও কয়লা আমদানির টার্মিনাল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু মাস্টারপ্ল্যানেরই আরেকটি অংশে যেখানে বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল, সেটা বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি! সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৭-০৮ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ১৩ বছরে বেসরকারি খাত থেকে বিদ্যুৎ কিনতে গিয়ে শুধু ক্যাপাসিটি চার্জ বা ভাড়া বাবদই পরিশোধ করা হয়েছে ৬৪ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা। এই ক্যাপাসিটি চার্জ প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ১ হাজার ২৮০ কোটি টাকা খরচ হলেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে খরচ হয়েছে ১০ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা। এভাবে বেসরকারি মালিকদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনতে গিয়ে ভাড়া বাবদ হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হলেও গ্যাস উত্তোলন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তার ভগ্নাংশও বিনিয়োগ করা হয়নি।

বস্তুত বর্তমান সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি যে খাতে উন্নয়নের প্রচারণা চালানো হয়েছে, সেটি হলো বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যে প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তার জন্য প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার কারণেই আজকে লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত হতে হচ্ছে।

তেল-গ্যাস কমিটিসহ দেশের স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা বারবার বলেছেন, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি। আর তার জন্য চাই দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের স্থলভাগ ও সাগরের গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকাশ। বিদেশ থেকে আমদানি করা কয়লা ও এলএনজির ওপর নির্ভর করে সস্তায় নির্ভরযোগ্য জ্বালানি পাওয়া যাবে না। ফলে জ্বালানি নিরাপত্তাও অর্জন করা যাবে না। তেল, কয়লা বা এলএনজির দামে কোনো স্থিতিশীলতা থাকে না; এগুলো সরবরাহেরও কোনো নিশ্চয়তা থাকে না; পারমাণবিক বিদ্যুতের জ্বালানি ইউরেনিয়ামের জন্যও বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই আমদানি করা তেল-কয়লা-এলএনজি-ইউরেনিয়ামভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে হাজার হাজার মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি হয়তো বাড়ানো যায়; কিন্তু এর মাধ্যমে সস্তায় নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। দেশের টাকায় দেশীয় কর্তৃত্বে পদ্মা সেতু নির্মাণের কথা আমরা সবাই জানি। দেশের স্থলভাগ ও সাগরের গ্যাস উত্তোলনের জন্যও কিন্তু একই মডেলের কথা বলা হচ্ছে বহু বছর ধরে। সাগরের তেল-গ্যাস উত্তোলনে বাংলাদেশের নিজস্ব দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নেই; স্থলভাগে আছে। কিন্তু যাদের সাগরে গ্যাস উত্তোলনে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে, তাদের ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ করে সাগরের গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ নেওয়া যেত। তাতে বিদেশি কোম্পানিকে ঠিকাদারির জন্য অর্থ দিতে হলেও গ্যাসের মালিকানা বা গ্যাসক্ষেত্রের কর্তৃত্ব দিতে হতো না; বিদেশ থেকে ব্যয়বহুল এলএনজিও আমদানি করতে হতো না। বস্তুত যেসব বড় বিদেশি কোম্পানি সাগরের গ্যাস উত্তোলন করে, তারাও নিজেরা কাজ করে না। ঠিকাদারদের মাধ্যমেই কাজ করায়। এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

বস্তুত জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য জ্বালানি (আমাদের ক্ষেত্রে গ্যাস) এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি। এর কোনো ব্যতিক্রম করে আর যাই হোক সস্তায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না।

লেখক: লেখক, প্রকৌশলী। নির্বাহী সম্পাদক, সর্বজনকথা

ধার করে ঘি খায়, অভাব বলে আয় আয়

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

প্রবাদ আছে, 'ধার করে ঘি খায়, অভাব বলে আয় আয়'। কথাটির তাৎপর্য এরকম যে, আয় অনুযায়ী ব্যয় না করলে বরং বিলাসিতার জন্য ধার করলে অতি শিগগিরই তাকে অভাব-অনটনের সম্মুখীন হতে হবে। ব্যক্তির বেলায় যেমন এটি সত্য, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের বেলায়ও এটি সত্য প্রমাণিত হতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল উন্নয়নের মহাসড়কে আরোহণে আকুল-ব্যাকুল। একটি জাতির জন্য সংযতভাবে বাস্তব পরিকল্পনামাফিক যে উন্নয়ন অগ্রগতি সাধিত হওয়ার কথা তা তাদের ব্যাকরণে নেই। তারা সড়কে, বন্দরে, স্থাপনায় ও সেবা খাতে তাদের উন্নয়নের প্রাচুর্য দেখাতে চায়। উন্নয়নের অনুষঙ্গ হিসেবে দুর্নীতি, অপব্যয় ও অপচয়ের অভিযোগ আকাশছোঁয়া। অপরিকল্পিতভাবে সারা দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে গিয়ে এখন দেশকে বিপাকে ফেলেছেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুতের লোডশেডিং সারা দেশে একরকম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। দেশের জনজীবনে কষ্টের সাথে সাথে এর প্রভাব পড়েছে শিল্প-কারখানায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং সামগ্রিক জনজীবনে। অথচ ২০২১-২২ সালের বাজেটে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য ব্যয় বরাদ্দ আছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না করা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ঘাটতির কোনো পরিবর্তন হবে না। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৬০ শতাংশ গ্যাসনির্ভর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্ষমতাসীন সরকারের অবাস্তব ও অর্থনৈতিকভাবে অকার্যকর হওয়ার কারণে এ বিপর্যয় ঘটেছে। তারা আরো বলেন, আমদানি করা তরল গ্যাসনির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ফলে এ বিপর্যয় ঘটেছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল জানাচ্ছে, এক হাজার ৬০০ ইউনিট গ্যাস চাহিদার পরিবর্তে এখন এর সরবরাহের পরিমাণ হচ্ছে ৯০০ ইউনিট। স্মরণযোগ্য, ২০১৮ সাল থেকে আমদানি করা তরল গ্যাসের ওপর বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্ভরশীল রয়েছে। সে সময়ে প্রতিটি ইউনিট গ্যাসের দাম ছিল চার ডলার। এখন বেড়ে হয়েছে ৪১ ডলার। সরকার বলছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এ দাম বেড়েছে। আর এ দামে যদি গ্যাস আমদানি করা হয়, তাহলে অচিরেই সামগ্রিক অর্থনীতিতে ধস নামবে।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বলছে, দেশ এখন এক হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি নিয়ে চলছে। সাম্প্রতিক হিসাব মোতাবেক, ১২ হাজার ৯৪৮ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে উৎপাদিত হচ্ছে ১১ হাজার ৫৪৮ মেগাওয়াট। ১৫২টি গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে অন্তত ২৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রয়েছে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ আয়াজ হোসেন বলেন, সরকার বর্তমান অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারত যদি ২০১৬ সালে উৎপাদিত গ্যাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করত। ২০১৮ সাল থেকে গ্যাসনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি চলে আসছে। অথচ সরকার এর মধ্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এ তীব্র বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশেষত শিল্প-কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হয়েছে। এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল মতলুব আহমেদ তীব্র বিদ্যুৎ ঘাটতি প্রসঙ্গে বলেন, এর ফলে উৎপাদন ব্যাহত হবে ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এফবিসিসিআই ইতোমধ্যে দোকানপাট ও ব্যবসায়-বাণিজ্য রাত ৮টা পর্যন্ত বহাল রাখার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। এফবিসিসিআইয়ের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জসিম উদ্দিন কলকারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার স্বার্থে পাওয়ার রেশনিংয়ের দাবি জানিয়েছেন। কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জ্বালানি উপদেষ্টা মন্তব্য করেছেন, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নাজুক অবস্থায় রয়েছে। সরকার বিশেষ মহলকে সুবিধা দিতে গ্যাস আমদানির সিদ্ধান্তের কারণে এ দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অসম্ভব ব্যয়বহুল তেলচালিত ও রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের সময়সীমা বাড়ানোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, কৃত্রিমভাবে এর মাধ্যমে দুই লাখ পাঁচ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, এ ধরনের অব্যবহৃত বিদ্যুতায়নে সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে। সরকারবান্ধব ৩৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসব সুবিধা ভাগ করে নিয়েছে। এর বাইরে আরো ১২টি কোম্পানি আট হাজার ৭৩০ কোটি টাকা নানা কারণ দেখিয়ে হাতিয়ে নিয়েছে। এ অর্থবছরে এ ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি দ্বিগুণ হবে বলে ওই উপদেষ্টা আশঙ্কা করেন।

> ***বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বলছে, দেশ এখন এক হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি নিয়ে চলছে। সাম্প্রতিক হিসাব মোতাবেক, ১২ হাজার ৯৪৮ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে উৎপাদিত হচ্ছে ১১ হাজার ৫৪৮ মেগাওয়াট। ১৫২টি গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে অন্তত ২৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রয়েছে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ আয়াজ হোসেন বলেন, সরকার বর্তমান অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারত যদি ২০১৬ সালে উৎপাদিত গ্যাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করত।***

অথচ এ অবস্থার বিপরীতে ছিল সরকারের নেতা-নেত্রীদের বক্তৃতা-বিবৃতি। তারা বেশ ঘটা করে গত মার্চ মাসে শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বহির্বিশ্বে উন্নয়নের ফোয়ারা দেখানোর জন্য তারা যে ভোজবাজি করেছেন– গোটা জাতিকে অন্ধকারে থেকে তার মূল্য দিতে হচ্ছে। ঢাকা শহরে লোডশেডিং চলছে। দেশের অন্যত্র সাত-আট বার বিদ্যুৎ চলে যায়। সেখানে কত ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে সেটিই প্রশ্ন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১০ বছরে বিদ্যুৎ খাতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও অপখরচের কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষমতাসীনদের আমলে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো গত ১০ বছরে শ্বেতহস্তীতে পরিণত হয়েছে। এ জন্য সরকারকে হাজার হাজার কোটি টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে। এ সরকারের আমলে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র যেন অর্থ লোপাটের এক সহজ উপায়ে পরিণত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। এ খাতে যন্ত্রপাতি আমদানির নামে অর্থপাচারেরও অভিযোগ রয়েছে। সরকারের অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক নীতির কারণে এমনটি হয়েছে। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার সাথে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। শুধু লোডশেডিং নয়, উৎপাদন ও যাপিত জীবনের প্রতি খাতে এর প্রভাব পড়বে। এমনিতেই অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যের কারণে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে আছে। বিভিন্ন দেশ করোনাকালীন যে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পরিচয় দিয়েছে, আমাদের ক্ষেত্রে বরং উল্টোটি ঘটেছে। ধার করে ঘি খেতে গিয়ে এখন বৈদেশিক মুদ্রায় টান পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, মে মাসে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৪২ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু প্রকৃত মজুদের পরিমাণ হচ্ছে ৩৪ বিলিয়ন ডলারের মতো। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ থেকে সাত বিলিয়ন ডলার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে রফতানিকারকদের ঋণ দিয়েছে। বাস্তবে এত টাকা সরকারের হাতে নেই। এ রিজার্ভ থেকে বিদেশে পাচার হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশে রিজার্ভের বড় উৎস প্রবাসী আয়। কোরবানি ঈদের আগে প্রবাসী আয় কিছুটা বাড়লেও এখন তা ঘাটতির দিকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ১৩ শতাংশ প্রবাসী আয় কমেছে মে মাসে। এ সময়ে ১৮৮ কোটি ৫৩ লাখ ডলার প্রবাসীদের আয় হিসেবে দেশে এসেছে। এপ্রিলে এসেছিল ২০১ কোটি ২০ লাখ ডলার। ২০২১ সালের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২১৭ কোটি ২০ লাখ ডলার। এ সব তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের। প্রণোদনার শর্ত শিথিল করেও আয় বাড়াতে পারছে না সরকার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমে যাওয়া ও প্রবাসী আয়ে টান পড়ায় দেশে ডলারের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তাই সরকার বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির কথা বলে সঙ্কট সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে। সরকার এখন ভয়ানক অর্থসঙ্কটে রয়েছে। যদি সরকার জ্বালানি উচ্চমূল্য দিয়ে গ্যাস আমদানি করে, তাহলে রিজার্ভের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাবে। আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেটি আরেকটি উল্লম্ফনের কারণ হবে। সরকার ইউক্রেন যুদ্ধকে একটি কারণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ সঙ্কটের শুরু ১০ বছর আগে। যখন এরা সাধ্যাতীত অনেক উচ্চাভিলাষী প্রকল্প গ্রহণ করে। বিদ্যুৎ খাত হচ্ছে এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার উদাহরণ। দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন ঘটাতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকল্পটি আরো সময় নিয়ে সংযমের সাথে বাস্তবায়ন করলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না। ওদিকে খাতাপত্রে সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতার বেশি উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে আমরা বসে আছি।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ২২ হাজার ৩৪৮ মেগাওয়াট। ক্যাপটিভ পাওয়ার বিবেচনায় নিলে উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ হাজার ৫৬৬ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ৫০.৭৫ শতাংশ বা ১১ হাজার ৩৪২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্যাসচালিত কেন্দ্রে উৎপাদিত হয়। ৭ শতাংশ বিদ্যুৎ আসে কয়লানির্ভর কেন্দ্র থেকে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত হয় ২২৯ মেগাওয়াট। আর এক হাজার ১৬০ মেগাওয়াট বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। জ্বালানি তেলনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আসে ৩৬.২ শতাংশ বা সাত হাজার ৮২২ মেগাওয়াট। ৮৬.৭ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনই গ্যাস ও জ্বালানি তেলনির্ভর। সরকার পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ করতে না পারায় ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৭টি। এখন সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ১৫২টি। জ্বালানির অভাবে দেশে (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই ইউএসএ ইন্‌ক

PICNIC 2022

বনভোজন ও মিলন মেলা ২০২২



SOUTHAVEN COUNTY PARK
(SOUTHAVEN PICNIC PAVILION)
761 Victory Ave. Yaphank, NY 11980
SUNDAY, JULY 24, 2022

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল প্রবাসী সুধীজনকে উক্ত বনভোজনে অংশগ্রহণ করার জন্য সাদর আমন্ত্রন জানাচ্ছে।

চাঁদার হার
একক : ৫০ ডলার
স্বামী-স্ত্রী: ৮০ ডলার
অনুর্ধ ১২ বছর: ফ্রি
১৩-২০ বছর: ২০ ডলার

বিশেষ আকর্ষণ
র‍্যাফেল ড্র
১ম পুরস্কার ঃ এয়ার টিকেট নিউ ইয়র্ক-ঢাকা-নিউ ইয়র্ক
সৌজন্যেঃ এ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী
২য় পুরস্কার ঃ স্মার্ট টিভি
সৌজন্যেঃ ডাঃ চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান
৩য় পুরস্কার ঃ ল্যাপটপ
সৌজন্যেঃ নিউ ইয়র্ক লায়ন ক্লাব প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব
এছাড়াও থাকছে আরো আকর্ষণীয় পুরস্কার

ব্যাপক আয়োজনে ও মর্যাদাপূর্ণ ভাবে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে।

আমন্ত্রনে

বনভোজনে অংশগ্রহণে আগ্রহীদের
২১শে জুলাই (বৃহস্পতিবার)-এর মধ্যে
নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

গোলাম মোস্তফা
আহ্বায়ক
৯১৭-৪৪০-৭৮৩২

সাঈদা আক্তার লিলি
সভাপতি
৩৪৭-৭২৭-৮৪৪২

মোঃ ইউসুফ আলী
সদস্য সচিব
৩৪৭-৫৫৭-২৩১৩

গাজী সামসুউদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক
(৩৪৭) ৭৭৬-০৯১৭

যোগাযোগ
মোহাম্মদ হোসেন খান (৫১৬) ৩৪৩-৯৪৫৬, মোল্লা মুনিরুজ্জামান (৯১৭) ২৮৮-৮৪৫৮, স্বপন বড়ুয়া (৬৪৬) ৫০৮-৪৪০৬, মোঃ তাজুল ইসলাম (৯১৭) ৫৭৬-৬৩২৩, আবুল কালাম আজাদ (৬৪৬) ৫৩৩-৮২৩১
এম. এস. আলম (৯১৭) ৬০২-৫৩৯৭, মোঃ লিয়াকত আলী (৫১৬) ৫৮৯-৩৯৩৭, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান (৯১৭) ৫২৩-১৩৪৪, মোঃ সালাম (৯১৭) ৪৫৯-৭৭১৯, মোঃ হানিফ মজুমদার (৯১৭) ৬৮০-৫৫০৫
নূপুর চৌধুরী (৬৪৬) ৭০৭-৯৩৪৪, সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া (৯১৭) ৮৬২-৬০১৯, আজহার আলী খান (৫১৬) ৫১৩-৪৫৮৩, রুহুল আমিন সরকার (৭১৮) ৭০৫-২২২৮ জহিরুল হক (৩৪৭) ৬৮৪-৭২৫১



Direction: LIE (495) East to Exit 67 (Route 21-YAPHANK AVE.) Drive right 0.3 mile make a Right YAPHANK AVE
Drive 0.8 mile left to Gerard Road Drive 1.7 mile left Victry Ave. to the park (Southeven Picnic Area)

শশী থারুরের ব্রিকস বুঝ!



গৌতম দাস

শশী থারুর একজন ভারতীয়, কংগ্রেস রাজনীতিবিদ। মূলত তিনি রাজনীতিকের চেয়ে বরং একজন ক্যারিয়ারিস্ট; তিনি প্রফেশনাল ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কূটনীতি ও গ্র্যাজুয়েশন করেছেন আমেরিকার স্বনামধন্য ফ্লেশ্চার স্কুল থেকে। এই অর্থে তার এক নামী অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের। কিন্তু তিনি ততটুকুই রাজনীতিবিদ হতে পেরেছেন বা চেয়েছেন যতটুকু তার ক্যারিয়ার বাড়াতে দরকার মনে হয়েছে। অনেকের মতে, তিনি যতটা যোগ্য হয়েছেন তার চেয়ে বেশি অ্যাকাডেমিক (ফ্লেশ্চার) বড়াই বা গর্ব করে থাকেন। তার সমসাময়িক বা অ্যালামনিদের মধ্যে যারা এমনকি বাংলাদেশী তাদেরও এমন অভিযোগ করতে দেখা যায়।

মোদির ২০১৪ সালে প্রথম ক্ষমতায় আসার আগের যে টানা দুই টার্ম (২০০৪-১৪) কংগ্রেসের মনমোহন সিংয়ের কোয়ালিশন সরকার ছিল; সেই সময়ে থারুরের ক্যারিয়ার ও রাজনৈতিক উত্থান। সে সময়টা ছিল কংগ্রেস সরকারের– তাই তিনি কংগ্রেস দলের (কেরালা থেকে) এমপি-মন্ত্রীও হয়েছিলেন। মানে সে সময় অন্য দলের সরকার হলে তিনি সেই দল করতেন হয়তো, এ রকম কেরিয়ারিস্ট তিনি। কেন এমন বলছি?

বলছি, সেকালে তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই যেমন এত দিন তিনি ছিলেন মোদিবিরোধী কংগ্রেসম্যান। কিন্তু গত ৭ জুলাই ২০২২ তিনি প্রজেক্ট সিন্ডিকেটে এক আর্টিকেল লিখেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে– অবস্থান বদলে নিতে চাচ্ছেন তিনি। বাইডেনের উদ্যোগে নবগঠিত বা চলতি যে 'পশ্চিমা জোট' শক্তি তৈরি হচ্ছে (সাম্প্রতিকালে জি-৭ আর ন্যাটোর সম্মেলন ডেকে বাইডেন হইচই ফেলতে চেয়েছেন, 'পশ্চিমা জোট' বলে পরিচয় করিয়েছেন সেখানেই), শশী থারুর আর বসে থাকতে পারেননি; একেবারে এর পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকালতি শুরু করেছেন। যেখানে এত দিন তিনি আমেরিকান ভারত পলিসি প্রসঙ্গের ক্রিটিক ছিলেন। শশী থারুর নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন। সেখানে তার ব্যক্তি অবস্থান হিসেবে যে লাইন তিনি পারসু করতেন বা পক্ষে কথা বলতেন তা হলো যেমন– কেন আমেরিকা ভারতকে চীন ঠেকানো বা চায়না কনটেনমেন্টের এ কাজের ঠিকা দিয়েছে; এর সমালোচক ছিলেন তিনি। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই চীন ঠেকানোর পুরস্কার বা মজুরি হিসেবেই ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে আমেরিকা বাংলাদেশকে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিল। থারুর এই 'চায়না কনটেনমেন্ট' প্রশ্নেই মোদির প্রো-আমেরিকান হয়ে লেপ্টে থাকার নীতির সমালোচক ছিলেন। ফলে যেন কংগ্রেসি হিসেবেই মোদির সমালোচক তিনি, এ পরিচয় লটকে চলতে চাইতেন। কিন্তু এবার তিনি পাশ ফিরছেন; মোদির সমালোচক হয়ে বাইডেনকে অতি আপন করে নিতে চাইছেন। যেটি অনেকে পল্টিমারাও বলতে পারেন। কিন্তু কী প্রসঙ্গে ছিল সেই লেখা?

এবারের আলোচ্য সেই লেখার শিরোনাম হলো– 'ব্রিকস থেকে ভারত কি বেরিয়ে যাবে?' এটি বাংলাদেশে অনেকে এভাবে বাংলা করে ছেপেছে– যেটা ভালো বাংলা হয়নি। কারণ মূল ভাষ্যটা ছিল– 'ব্রিকস কি ভেঙে পড়বে'– এরকম। বা ইংরেজিতে 'আর দ্য ব্রিকস ব্রেকিং আপ?'।

প্রতি বছর ব্রিকস এ জোটের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এবার ২৩-২৪ জুন হয়েছিল চীনে। একই সাথে তা বিশেষ গুরুত্বে 'বেইজিং ঘোষণা' বলে এক ঐকমত্যের দলিলে স্বাক্ষরিত হয়েছে সেখানে। আর এবার ব্রিকস সম্মেলন হয়েছে এমন পটভূমিতে যখন বাইডেনের 'পশ্চিমা-শক্তি' আগেই ঘোষণা দিয়েছে, মূলত চীন ও সাথে রাশিয়া এবং এদের সহযোগী সব রাষ্ট্রকে একঘরে করবে, কোনো সম্পর্কও রাখবে না। এটি অনেকটা ১৯৯২ সালের আগে সোভিয়েত-আমেরিকা এভাবে দুই– ব্লকে ভাগ হয়ে থাকা সময়কালে দুনিয়া যেমন ছিল তেমনি। সেখানে আবার ফিরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বাইডেনের এটি এক অবাস্তব কল্পনামাত্র। সেটি 'কোল্ডওয়্যার'-এর সেকাল বলে অনেকে চিনে থাকে, যার মূল অমন বৈশিষ্ট্য যে ব্লকে ভাগ হতে পেরেছিল যে, তাতে সোভিয়েত-আমেরিকা বলে এ দুই ব্লকের মধ্যে কোনো বাণিজ্যিক পণ্য-পুঁজি বিনিয়োগ কোনো কিছুরই বিনময় সম্পর্ক ছিল না। মূল কারণ, খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত ব্লকের কোনো দেশই কেউ আইএমএফের সদস্যপদ নেয়নি। যে সুযোগে পরে আমেরিকাও সদস্যপদ না দেয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। বাইডেনের নয়া-কল্পনা অনেকটা সেকালের মতোই, যা একালে আবার সেখানে পৌঁছানো যায় কি না; এই তার আকাঙ্ক্ষা। যদিও একালে সে বাস্তবতাই ভেঙে গেছে, আর উপস্থিতিও নেই। তবু এ জায়গায় বাইডেন নির্বিকার। কিন্তু জিদ ধরেছেন সেকালেই ফিরতে চান! বাইডেনের ভাষায় বললে, তার নেতৃত্ব গড়ে তোলা 'পশ্চিমা শক্তির' সাথে চীন ও এর বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নাকি 'মূল্যবোধে' এক বিশাল ফারাক আছে; তাই তিনি যেন অবাস্তব জেনেও এ জিদ ধরেছেন।

এ ছাড়া এবারের ব্রিকস সম্মেলনের আরেক তাৎপর্য ছিল, এত দিন পাঁচ সদস্য রাষ্ট্র শুধু এতে অংশ নিয়েছে। এবারই প্রথম অতিথি হিসেবে আরো ১৩টি রাষ্ট্র অংশ নিয়েছে। দেশগুলো হলো– আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া, মিসর, ইথিওপিয়া, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কাজাখস্তান, সেনেগাল, উজবেকিস্তান, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড। আমরা বলতে পারি, এর মানে এদের কাছে বাইডেনের উদ্যোগে নবগঠিত যে 'পশ্চিমা জোট' করেছে, চীনকে একঘরে করবে বলে হুমকি দিয়েছে– সেসব দিক এসব দেশের কাছে কোনো গুরুত্বই পায়নি। কেন এভাবে বলছি?

প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রিকস (বিআরআইসিএস) কী আসলে:

এক কথায় বললে, এখনো আমেরিকা গ্লোবাল ইকোনমির নেতা হয়ে থাকলেও এটির অবস্থা শেষ পর্যায়ে। বিপরীতে চীনের নেতৃত্বে উত্থিত হয়ে তা সেই জায়গা নিতে চাইছে। আমরা এখন এই জংশনে আছি। গ্লোবাল অর্থনীতি-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আছে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক; যেটা আছে আবার আমেরিকার একক নিয়ন্ত্রণে। কারণ এর নিয়ন্ত্রক বড় শেয়ার মালিকানা একা আমেরিকার নিজের হাতে রেখে দিয়েছে। চীনের সাথে শেয়ার ছেড়ে দিয়ে রাজি হয়নি। আর তা থেকেই ওয়াল স্ট্রিটের পরামর্শে ব্রিকস ব্যাংকের জন্ম! তা হলে ব্রিকস হলো সেই আগামী আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তা সক্রিয় ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেবে যখন চীন গ্লোবাল নেতৃত্বে আসীন হতে পারবে তখন। কেন? এখন নয় কেন?

ইকোনমিক-টেকনিক্যাল কারণে একই দুনিয়াতে দু'টি 'আইএমএফ' ধরনের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না। ঠিক যে কারণে একটি দেশে একই সাথে দু'টি সরকার থাকতে পারে না। তাই ২০০৯ সাল থেকে ব্রিকসের জন্ম হলেও এখনই দু-নয়াজুড়ে 'আইএমএফ'-এর সমান্তরালে সক্রিয় হয়নি, ইচ্ছা করেই।



চীন, ভারত, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল– এই পাঁচ রাষ্ট্রকে নিয়ে ব্রিকস গঠিত। যদি অনুমান করে নিই আমাদের চেনা দু-নয়ার বাইরে কেবল এই পাঁচ রাষ্ট্রকে নিয়ে সমান্তরাল আরেকটি দুনিয়া যেন আছে; তবে এই পাঁচ রাষ্ট্রের জন্যই শুধু ব্রিকস যেন সেই দুনিয়ায় আরেক আইএমএফ হিসেবে হাজির আছে। এভাবে মনে করা যেতে পারে। যেদিন গ্লোবাল নেতৃত্বে চীন আসীন হবে, সেদিন ব্রিকস আর আইএমএফ মিলিত হয়ে এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যাবে বলে অনুমান করা হয়। তবে তা আজকের আমেরিকান প্রভাবের আইএমএফ যেমন, সেই রকম তখন সেটি চীনের প্রভাবের একটি নয়া আইএমএফ প্রতিষ্ঠান হবে, তাতে নতুন নাম কিছু একটা হবে হয়তো বা পুরনোটাই থাকবে। কিন্তু নয়া মালিকানা শেয়ারে বড় ভাগটা চীনের পক্ষে পুনর্গঠিত হবে তা সহজে অনুমান করা যায়। কাজেই চীনকে উপেক্ষা করে নয়া দুনিয়া সাজানোর বাইডেনের আমেরিকার এক মরণ খায়েশ মাত্র। অথচ এ অবস্থানের পরোয়া না করে ১৩ রাষ্ট্রের এবার ব্রিকসের অতিথি হওয়া– নিজেদের স্বাধীন পতাকা উড়িয়ে দেয়ার ঘটনাটি ঘটিয়েছে, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাইডেন যেখানে চীনকে গ্লোবাল বাণিজ্য থেকে বের করে একঘরে করার জিদ ধরেছেন; সেখানে এই ১৩ রাষ্ট্রের এমন পদক্ষেপ নজর করার মতোই বলতে হবে!

তবে ওদিকে একই দুনিয়াতে বিশ্বব্যাংক টাইপের প্রতিষ্ঠান একাধিক হতে পারে। টেকনিক্যাল অসুবিধা নেই। যেমন এরই মধ্যে 'এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' (এডিবি) অথবা ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) আসলে বিশ্বব্যাংকের সমতুল্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে জন্ম হয়েছে। এ ছাড়া চীনা এআইআইবি অথবা ব্রিকসের ভেতরেই আরেকটি 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' নামে বিশ্বব্যাংকের সমতুল্য প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়ে আছে।

সার কথায় বললে, ব্যাপারটি হলো শশী থারুরকে এত দিন ব্রিকস নিয়ে কোনো কথা বলতে দেখা যায়নি। বরং ভারত-আমেরিকার চীন ঠেকানো নিয়ে কথা বলতেন। সেই তিনি এখন 'ব্রিকস ভেঙে যাবে কি না' তা নিয়ে কথা বলছেন!

আগেও অনেকবার বলেছিলেন গ্লোবাল ইকোনমি বা আইএমএফ প্রসঙ্গে কথা বলার সময় সাবধান হওয়াই ভালো এটি সাধারণ কোনো কূটনীতির ইস্যু বলে ঠাওরে এ নিয়ে কথা বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। নিজের বিদ্যের দৌড় প্রকাশ হয়ে পড়বে– তাই অসাবধানে এ ইস্যুর সাথে আচরণ করা ভুল। আর ঠিক সেই ভুল ও ফাঁদে আটকে গেছেন শশী থারুর!

আগে বলে নেয়া যাক– কেন এবারের ব্রিকস সম্মেলনে 'বেইজিং ঘোষণা' জিনিসটা কী যার ওপরই মূলত শশী থারুর ক্ষোভ বা আপত্তি!

পাকিস্তানী আবদুল রহমান মক্কিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ঘোষণা নিয়ে তিন পর্যায় :

প্রথমত, ব্রিকস সম্মেলন শুরুর আগের সপ্তাহে ১৭ জুন, একজন পাকিস্তানি কিন্তু আইএস সদস্য আবদুল রহমান মক্কির নাম জাতিসংঘের সন্ত্রাসী তালিকায় তোলা হবে কি না– এ নিয়ে ভারত-আমেরিকার এক যৌথ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চীন এটি আরো ছয় মাস দেরি করার পক্ষে ভেটো প্রয়োগ করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, চীনে ব্রিকস সম্মেলনের ভারতের মোদি বক্তৃতায় সরাসরি এ প্রসঙ্গটির উচ্চারণ না করে তবে প্রসঙ্গটি মাথায় রেখে বলেন, 'আমাদের (ব্রিকসের সদস্যরা) একে অপরের নিরাপত্তা উদ্বেগ বোঝা উচিত, সন্ত্রাসী চিহ্নিত করা প্রসঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা দেয়া উচিত; যাতে এমন ইস্যুর রাজনীতিকরণ না হয়ে যায়।'

আর এতে তৃতীয় পর্যায়ের ঘটনাটি হলো, ব্রিকস সম্মেলন শেষে 'চায়না ঘোষণা' নামে এক প্রস্তাব পাস হয়েছে। বিষয়টি সারকথায় বললে, আগে জঙ্গি-সন্ত্রাসী ইস্যুসহ অন্যান্য ইস্যুতে ব্রিকস সদস্যরা একসাথে জাতিসঙ্ঘে অবস্থান নেয়ায় কত ভালো কিছু হয়েছে; তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে এখন থেকে আবার পরস্পরের সহযোগী হয়ে কাজ করতে হবে।

কেন বারবার চীন-ভারত একসাথে থাকতে পারেনি :

গ্লোবাল নেতৃত্বের পরিবর্তনের একালে ২০ বছর ধরে ভারত যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে, তার মৌলিক বোঝাবুঝিই ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেছে বা রাখা হয়েছে বলে এর উল্টো ফলই ভারত বারবার পেয়েছে। যেমন– ভারত মনে করে এসেছে, এ যুগে চীন-আমেরিকার প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে ব্যবহার করে ভারত এদের দুজনের মাথার উপরে উঠে যেতে পারবে। কিন্তু এটি এতই উচ্চাশা যে, এ নিয়ে কথা বলাই সময় নষ্ট। কারণ এখানে মূল বিষয়টি হলো কূটনীতিক দক্ষতা দেখানোর নয়– বরং 'নিজ অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের'। নিজেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি করে দেখানোর। মোদি ভালো নেতা কি না বা দেশপ্রেমিক জাতিবাদী কি না কেবল তা দিয়ে বা এই কর্তাসত্তা দেখিয়ে দাবি করা অর্থহীন যে– 'অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি' অর্জন হয়েছে। ফলে এখন চীন-আমেরিকাকে কূটনীতিক চাতুরি দিয়ে টেক্কা মেরে দিলেই সব অর্জন হয়ে যাবে? না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ হয়ে দেখাতে হয়। তার আগেই নিজেকে পরাশক্তি দাবি করা অর্থহীন। বাগাড়ম্বর! আর কিছু হওয়ার আগেই আমি বিরাট কিছু এই বাগাড়ম্বরতা ভারতের কিছু না হতে পারার কারণ। সর্বোপরি আছে হিন্দুত্ববাদ এই ভুল রাজনীতি।

সম্প্রতি ভারতের জনসংখ্যা চীনকেও ছাড়িয়েছে। গ্লোবাল অর্থনীতির প্রধান কেউ হতে হলে বড় জনসংখ্যা এর জন্য অবশ্য একটি ইতিবাচক উপায় ও সুযোগ। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, বড় জনসংখ্যার কোনো দেশ হয়ে যাওয়া মানেই পরাশক্তি হয়ে গেছে। কারণ ওই বড় জনসংখ্যাকে অর্থনীতিতে কাজে লাগিয়ে সম্পদ বানাতে রূপান্তর করতে সক্ষম হতে হবে আগে– তবেই বড় জনসংখ্যা ইতিবাচক; না হলে ওই জনসংখ্যাই হবে বড় বোঝা বা ভার।

আর এ ভারতীয় ভুল মনোভাবকেই ফুসলিয়ে চীনের বিরুদ্ধে দিল্লিকে নিয়ে গেছে আমেরিকা; উল্টো ভারতকে ব্যবহার করেছে। চীন ঠেকানোর ঠিকা দিয়েছে। অথচ আমেরিকা হলো গ্লোবাল অর্থনীতিতে 'পতিত শক্তি'। অর্থাৎ ভারতসহ উদীয়মান যেকোনো অর্থনীতির জন্য বিপরীত শক্তি।

এবার সুনির্দিষ্ট করে জঙ্গি ইস্যু:

চীনের উইঘুর ইস্যু। আপনি উইঘুর বাসিন্দাদের পক্ষে চীনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সহানুভূতি ও সমর্থন নিয়ে অবশ্যই এগিয়ে যেতে পারেন এবং যাওয়া উচিতও। কিন্তু এক শর্তে! তা হলো– উইঘুররা আবার আফগানিস্তানে আইএসের সহযোগী হয়ে সশস্ত্র তৎপরতা করে বেড়াতে পারবে না। আসলে বর্তমানে তালেবানরাও উইঘুর (ইটিআইএম) এদের এমন তৎপরতা করতে আপত্তি ও বাধা জানিয়েছে। কিন্তু তারা তবু ভারত ও আমেরিকার হয়ে পাকিস্তানে সশস্ত্র তৎপরতা চালাচ্ছে। যে কাজে কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদী বেলুচরাও থাকছে। পাকিস্তানে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা ইনস্টিটিউটে হামলা বা পাকিস্তানে গোয়াদর ইকোনমিক করিডোর প্রকল্পে চীনা প্রকৌশলী মারতে বেলুচদের সাথে মিলে উইঘুরের বাসিন্দারা যদি তৎপরতা চালায় তবে এরপর আপনি আর একই সাথে তাদের প্রতি চীনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সহানুভূতি প্রকাশের সুযোগ পাবেন না। এটিই স্বাভাবিক। গত ২০০১ সাল থেকে উইঘুররা আমেরিকান সন্ত্রাসী দলের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। অথচ ২০২০ সালে ট্রাম্প ক্ষমতা ছাড়ার আগে তাদের আমেরিকান সন্ত্রাসী তালিকা মুক্ত করে দেয়। আর বাইডেন তাদের ওপর চীনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে বেইজিংয়ের ওপর অবরোধ আরোপ করেছে। রফতানিতে চীনা তুলা বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। তাহলে বাইডেন আসলে কী চায়?

সম্প্রতি পাকিস্তানি তালেবান গ্রুপ টিটিপির সাথে এদের মিলিত তৎপরতায় অতিষ্ঠ হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আফগানিস্তান সীমান্তে আশ্রয় অঞ্চলগুলোতে বোমাবর্ষণ করে তাদের তৎপরতা স্তিমিত করেছে। আসলে বটমলাইন হলো– আপনি আরেক দেশে সন্ত্রাস উসকে দিয়ে নিজ দেশের সন্ত্রাসমুক্ত বা নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারবেন না। আমেরিকার সাথে মিলে ভারত, পাকিস্তান-আফগানিস্তানে সন্ত্রাস উসকে তোলার নীতিতে চলে নিজ দেশ সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে পারবেন না। সন্ত্রাস প্রসঙ্গে সবখানেই সব ফোরামেই একই নীতিগতভাবে অবস্থান নিতে হবে। এটিই একমাত্র পথ এ থেকে মুক্তির উপায়। পিস-মিল করে একেক সন্ত্রাসের ঘটনায় একেক অবস্থান নেবেন এটি শেষ বিচারে কোনো কাজের অবস্থান হবে না।

যেমন যদি প্রশ্ন করি, ভারত মক্কি ইস্যুতে তার বিরুদ্ধে আমেরিকার সাথে জাতিসঙ্ঘে যৌথ প্রস্তাব উত্থাপনে গেল কেন? একই সাথে এ ইস্যুতে চীনের সাথে কথা বলা ও একই নীতি তৈরি করে উভয়েই তাতে চলতে চাইল না কেন? সমস্যা তো এখানেই! ভারত তো আসলে মক্কি ইস্যুতে মানে সন্ত্রাস ইস্যুতে চীনের সাথেও এক অবস্থানে যেতে চায় না। চাইলে একই পথ ধরত। ভারত চেয়েছিল আমেরিকার সাথে গলা মিলে চীনকে জাতিসঙ্ঘের আসরে বিব্রত করতে। ভারত সমাধান চাইলে আগেই চীনের সাথেও একই অবস্থান নিয়ে কথা বলত। যেটি মোদি ব্রিকসের সভায় নিজ বক্তৃতায় বলেছেন, 'ব্রিকসের পাঁচ সদস্যের সবাই অন্যের সন্ত্রাস নিয়ে নিরাপত্তা উদ্বেগ আমল করা উচিত'। কিন্তু ভারত তা না করার নীতিতে চলেছে। না হলে পাকিস্তানে ও আফগানিস্তানে আমেরিকার সাথে মিলে বেলুচ বিচ্ছিন্নতাবাদী, উইঘুর বা আইএস সশস্ত্র তৎপরতাকে সাহায্য সমর্থন না করে তা থেকে দূরে সরে আসত!

আগেই বলেছি, মূল কথা– ভারত মনে করে চীন-মার্কিন বিরোধে আমেরিকার দিকে কান্নি মেরে, এরপর এ থেকে ফয়দা তোলার কূটনীতিতে চলতে হবে। চীন-আমেরিকার বিরোধ কাজে লাগিয়ে এভাবেই নিজ স্বার্থ উদ্ধার করতে হবে। যেন ভারতের কূটনীতিই খুবই বুদ্ধিমান থাকবে! কিন্তু সময়ে তা কিছুটা আদায় হলেও হতে পারে হয়তো, কিন্তু এ থেকে ভারতের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়বে কিভাবে? অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের সাথে কূটনীতিতে ওস্তাদ হওয়া বা না থাকার কী সম্পর্ক? চালাকি আর অর্থনৈতিক সক্ষমতা কী এক জিনিস? নাকি এটি ক্ষতি করবে? এখানে কবি নীরব! অথচ ডুবে যাওয়া দিনে শশী থারুর এ নিয়েই আমেরিকার পক্ষে তৎপর হতে উঠে দাঁড়ানোর সঠিক সময় ভাবলেন।

ভারত কিসে ডুবে যাচ্ছে?

মুসলমান নির্যাতনে। মুসলমান নিধনেই মোদি নির্বাচনে বাক্স ভরার নীতিতে তাকে চলতে হবে মনে করেন। কারণ অর্থনীতির পারফরম্যান্স আর ভালো করার কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না। এদিকে বাইডেনের দুই অস্ত্র অবরোধ আর মানবাধিকার সবার ওপর প্রয়োগ করা ছাড়া তার অস্ত্র ভোঁতা– তাই বাইডেনের পক্ষে ভারতকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাওয়া আবার দিল্লির ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রয়োগ না করা স্ববিরোধী।

অথচ থারুর ভাবছেন মোদি তার মতো বুদ্ধিমান নন। তাই তিনি ভেবেছেন বাইডেনের এ নয়া উদ্যমে চীনের বিরোধিতাকে ভারতের নিজের কাজে লাগাতে বাইডেনের বন্ধু ও আরো ঘনিষ্ঠ ভাব দেখাতে হবে।

শেষ কথাটি হলো– শশী থারুর যে গ্লোবাল অর্থনীতি বুঝেন না, সেটিই এতে উদাম হয়ে গেছে। তিনি বলছেন 'ব্রিকসকে আরো চীনকেন্দ্রিক করা হোক, সেটি ভারত চায় না'। আসলে এই হলো হাজার কথার এক কথা। শশী থারুর যে ব্রিকস কী ধরনের প্রতিষ্ঠান– এটাই বোঝেন না, তার এক শক্ত প্রমাণ এটি।

কারণ ফ্যাক্টস হলো– চীন নেই এবং প্রধান ভূমিকায় নেই, তবে ব্রিকস বলে কোনো প্রতিষ্ঠানই হবে না, দাঁড়াবেই না। দাঁড়ানোর দরকার হবে না। কেন?

আসলে ব্রিকস প্রতিষ্ঠান দরকার কেন? এ নিয়ে শশী থারুর নিজেই প্রশ্ন করে যেসব জবাব দিয়েছেন তাতেও তার বিদ্যা-বুদ্ধি প্রকাশিত। যেমন তিনি বলছেন– প্রথমত, ব্রিকস বৃহত্তর অর্থে অর্থনৈতিক নাকি ভূরাজনৈতিক জোট?

এর জবাব হলো– ব্রিকস না অর্থনৈতিক না ভূরাজনৈতিক জোট। যদি প্রশ্ন তোলা হয়– আইএমএফ কী কোন জোট? অর্থনৈতিক না ভূরাজনৈতিক জোট? এটি তেমনই এক প্রশ্ন হবে।

ব্রিকস আইএমএফের সমতুল্য প্রতিষ্ঠান। এখন আইএমএফ কেমন প্রতিষ্ঠান এটি যখন আপনার ধারণায় নেই তখন ব্রিকসও আপনি বুঝবেন না। কেবল প্রশ্ন করবেন আর নিজের বোকামি তুলে ধরবেন!

কাজেই মুখ খোলার আগে শশী থারুরের উচিত হবে আইএমএফ প্রতিষ্ঠানটি কী– এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। ফ্লেশ্চার স্কুল আইন আর কূটনীতিতে জোর দেয় সত্ত্বেও এটি মাল্টিশেডের প্রতিষ্ঠান। এর বাকি শেডগুলো নিজ যোগ্যতায় পূরণ করে নিতে হবে। সেদিকে মনোযোগ দেন আগে। দ্রুত মুখ খুলবেন না! এটি অপ্রয়োজনীয়!

এ কারণে শশী থারুর ভারত ব্রিকসের সদস্য ঠিকই হতে চায়। কিন্তু চীনকেন্দ্রিক ব্রিকস চায় না। এর মানে কী আমেরিকাকেন্দ্রিক আইএমএফে কী ভারতের জন্য বিরাট জায়গা আছে? আমেরিকা বসে আছে?

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

৮০০ কোটি জনসংখ্যার বিশ্ব ও বাংলাদেশ

ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম

জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ বলছে, এ বছর নভেম্বর মাসে বিশ্বের জনসংখ্যা পৌঁছে যাবে ৮ বিলিয়ন বা ৮০০ কোটিতে। নিঃসন্দেহে এটি একটি মাইলফলক–একদিকে চ্যালেঞ্জ, আরেক দিকে সম্ভাবনার। জনসংখ্যা ইস্যুতে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ১১ জুলাই উদ্‌যাপিত হয়েছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস।

এ বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২২-এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল, ৮০০ কোটি জনসংখ্যার এ বিশ্বে সবার জন্য সহনশীল ভবিষ্যৎ, সুযোগকে কাজে লাগানো এবং অধিকার ও পছন্দ নিশ্চিত করা। নিঃসন্দেহে ৮০০ কোটি জনসংখ্যায় পৌঁছানো একটি মাইলস্টোন। তবে সংখ্যার চেয়ে ব্যক্তির অধিকার ও পছন্দকে কেন্দ্র করেই এ দিবসের আলোচনা।

এ ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বাড়ানো বা কমানো নয় বরং সবার সুযোগ গ্রহণে সমান প্রবেশগম্যতা ও সুযোগকে কাজে লাগাতে প্রতিবন্ধকতা দূর করা–প্রান্তিক বা পিছিয়ে রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠী, যেমন নারী, যুব, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। জনমিতিক সহনশীলতা নিশ্চিত করতে সবার মানবাধিকার–ব্যক্তির প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার ও পছন্দকে গুরুত্ব প্রদান।

১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৫-১৩ তারিখে মিসরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে (আইসিপিডি) বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ১৭৯টি দেশ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত যে কর্মসূচি চূড়ান্ত করে, তার কেন্দ্রে রয়েছে অধিকার ও উন্নয়ন। তখন থেকেই জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে এক 'প্যারাডাইম' শিফট ঘটে, যেখানে জনসংখ্যার পরিমাণগত দিক থেকে গুণগত দিকেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে–যেখানে ব্যক্তির অধিকার ও পছন্দই হচ্ছে মুখ্য। এ ক্ষেত্রে প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবার পরিকল্পনার মতো বিষয়গুলোতে লাভ করে বিশেষ গুরুত্ব, যা জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে দেশীয় ও বৈশ্বিক নীতি-পরিকল্পনায় সংযুক্ত হয়।

জনসংখ্যা ও উন্নয়নবিষয়ক এ যুগান্তকারী সম্মেলনের ২৫ বছর পূর্তিতে ২০১৯ সালের নভেম্বরের ১২-১৪ তারিখে কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আমি নিজেও এ সম্মেলনে একাডেমিয়া থেকে প্রতিনিধিত্বকারী) প্রদানকৃত পুনঃপ্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন ও ২০৩০ সালের মধ্যে তিন শূন্য লক্ষ্যমাÎা (প্রথমটি: শূন্য মাতৃমৃত্যুর হারে নিয়ে যাওয়া, দ্বিতীয়: পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অপূর্ণ চাহিদা শূন্যতে নিয়ে আসা এবং তৃতীয়ত: যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন দূরীকরণ ও বাল্যবিবাহ শূন্যতে নিয়ে আসা) বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে–বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদিও আর্থসামাজিক ও প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার উন্নয়নে রয়েছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্যের হার হ্রাস, সর্বাধিক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রথম জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের সুযোগের সময়কাল অতিক্রম করছে বাংলাদেশ।

করোনা মহামারির আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের অনুপাতে রয়েছে লক্ষণীয় সাফল্য। পাঁচ বছরের নিচে বয়সীদের ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর হার, মোট প্রজনন হার হ্রাস, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিতে রয়েছে সাফল্য। এসব অগ্রগতির পাশাপাশি নতুন ও উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ কিংবা অসম উন্নয়নও লক্ষণীয়। যুবগোষ্ঠী ও দ্রুত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। বেকারত্বের হারে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। আয়বৈষম্যে কোনো উন্নতি হয়নি বরং বেড়েছে। আমাদের দরকার জনসংখ্যাকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে জনসংখ্যার গতিময়তা (পপুলেশন ডিনামিকস) অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও স্থানান্তরের বিষয়গুলোকে অনুধাবন এবং সে অনুযায়ী চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে কর্ম-উদ্যোগ গ্রহণ করা, গুণগত উন্নয়নে অধিকার ও পছন্দকে নিশ্চিত করা। এ জন্য নীতিবিষয়ক বিতর্ক ও আমাদের পর্যালোচনামূলক আলোচনাকে অব্যাহত রাখতে যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাথমিক-পরবর্তী মাধ্যমিকে স্কুলে ঝরে পড়ার হার বেশি। দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। নগরজীবনে উদ্ভূত হচ্ছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। জলবায়ুর পরিবর্তন বা পরিবেশগত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙন, বন্যাসহ) বিভিন্ন কারণে শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে মানুষ। যুক্ত হয়েছে প্রতিবেশী মিয়ানমার থেকে আসা ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী। জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ব্যবহারের হার রোহিঙ্গা দম্পতিদের মধ্যে অনেক কম। প্রতিবছর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জন্ম নিচ্ছে ৩০ হাজারের বেশি শিশু। প্রজননস্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা ও অধিকার নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ।

এ বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২২-এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল, ৮০০ কোটি জনসংখ্যার এ বিশ্বে সবার জন্য সহনশীল ভবিষ্যৎ, সুযোগকে কাজে লাগানো এবং অধিকার ও পছন্দ নিশ্চিত করা। নিঃসন্দেহে ৮০০ কোটি জনসংখ্যায় পৌঁছানো একটি মাইলস্টোন। তবে সংখ্যার চেয়ে ব্যক্তির অধিকার ও পছন্দকে কেন্দ্র করেই এ দিবসের আলোচনা।

এ বছরের জনসংখ্যা দিবস বিশ্বে ৮০০ কোটি জনসংখ্যাকে বিবেচনায় রেখে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। পূর্বে আমাদের এ বিশ্ব কখনো ৮০০ কোটি জনসংখ্যায় পৌঁছায়নি। ৮০০ কোটি জনসংখ্যা মানে ৮০০ কোটি শক্তি–বড় সংখ্যা, বড় চ্যালেঞ্জ ও বড় সম্ভাবনা। বিশ্বের এ জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ২ দশমিক ২ শতাংশ জনগোষ্ঠী। অনুপাত ও সংখ্যার বিচারে এটি মোটেও কম নয়। বিশ্বের অষ্টম জনবহুল এ দেশের জনঘনত্ব সর্বাধিক, যেখানে বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ১২৬৫ জনের বেশি, যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আমাদের আয়তন সীমিত। ফলে নীতি-পরিকল্পনায় জনসংখ্যার ঘনত্বকে সর্বদা বিবেচনায় রাখা উচিত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্কলিত তথ্যে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৭ কোটি বা ১৭০ মিলিয়ন। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ থেকে জানা যাবে দেশের বর্তমান জনসংখ্যা। তবে সেটিও কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে, তা নির্ভর করছে গুণগত উপাত্ত সংগ্রহ হয়ে‡ছ কি না, তার ওপর।

বর্ষাকালে ও স্থানীয় পর্যায়ে কোথাও কোথাও নির্বাচন চলাকালে সম্পাদিত এ শুমারির সময়ে সিলেট ও উত্তরাঞ্চলের অনেক জায়গা ছিল বন্যাকবলিত। অনেক মানুষ ছিল গৃহহীন। তা ছাড়া দেশের অন্যান্য স্থানেও সবাইকে গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না, সঠিকভাবে নির্ধারিত সব প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে কি না, ভাসমান জনগোষ্ঠীরা সঠিকভাবে গণনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, এসব নিয়ে আমার মতো অনেকেরই হয়তো রয়েছে প্রশ্ন।

বাংলাদেশের ১৭ কোটির বেশি জনসংখ্যাকে ১৭ কোটির বেশি সম্ভাবনায় রূপান্তর করতে হলে আমাদের দরকার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন। মানব পুঁজি হতে হলে করতে হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ।

অধিকার ও পছন্দের ভিত্তিতে সম্ভাবনা ও সুযোগের প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যার সঠিক আকার ও বণ্টন (যেমন বয়স, লিঙ্গ, অঞ্চল, ধর্ম, নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, কর্ম) সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি; বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারি-উত্তর সময়ে নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার সঠিক বাস্তবায়নে। জনসংখ্যার সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কিত জাতীয় নীতি–যেমন জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩–এমন অনেক নীতিরই দরকার আপডেট করা, বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন অ্যাজেন্ডা-এসডিজিকে লক্ষ্য করে।

আমাদের দরকার জনসংখ্যাকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে জনসংখ্যার গতিময়তা (পপুলেশন ডিনামিকস) অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও স্থানান্তরের বিষয়গুলোকে অনুধাবন এবং সে অনুযায়ী চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে কর্ম-উদ্যোগ গ্রহণ করা, গুণগত উন্নয়নে অধিকার ও পছন্দকে নিশ্চিত করা। এ জন্য নীতিবিষয়ক বিতর্ক ও আমাদের পর্যালোচনামূলক আলোচনাকে অব্যাহত রাখতে যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক: অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)
Muslim Ummah of North America (MUNA)

জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টার, নিউইয়র্ক

Picnic
শিক্ষা সফর

তারিখঃ
July 25, 2022
Monday

স্থানঃ Hempstead Lake State Park
Eagle Avenue
West Hempstead
NY 11552

সম্মানিত সুধী,
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।
আগামী জুলাই ২৫, ২০২২ সোমবার মুনা জ্যাকসন হাইটস্ চ্যাপ্টারের উদ্যোগে ***Hempstead Lake State*** পার্কের মনোরম পরিবেশে শিক্ষা সফরের (পিকনিক) আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষা সফরে আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

সফরে যা থাকবে
- খেলাধুলা
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- কুইজ প্রতিযোগিতা
- পুরষ্কার ও আরো কত কি?

চাঁদার পরিমাণ
নিজস্ব গাড়ী জনপ্রতি $25
বাসে জনপ্রতি $35
অনুর্ধ্ব - ৫ বছর

বাস ছাড়বে
৮:৩০ মিনিট

Field-#1
Philip Scott
Pavilion

আমন্ত্রণে

আব্দুল হাকিম মিয়া
আহ্বায়ক
৩৪৭-৩৩২-৩৬৫৩

ফখরুল ইসলাম মাছুম
সদস্য সচিব
৬৪৬-৪৩৬-৬৮৩০

মমিনুল ইসলাম মজুমদার
সভাপতি
৬৪৬-৬৪৫-৬৯০৪

নাসির উদ্দিন আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭-৯৬৮-৮৬২৬



করোনা বেশ চতুর হয়ে উঠছে : ডব্লিউএইচও

(প্রথম পাতার পর)

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে পারছে। আর এ কারণেই সংক্রমণের সংখ্যা আবার বাড়ছে। করোনাভাইরাসকে অবহেলা-অবজ্ঞা না করার আহ্বান জানিয়েছেন নাবরো। তিনি বলেন, করোনার বিস্তারের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করার বিষয়টি মানুষ অনেকটাই বন্ধ করে দিয়েছে। যেমন লোকজনকে এখন আর মাস্ক পরতে দেখা যাচ্ছে না; যা সংক্রমণ বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। ডব্লিউএইচওর বিশেষ দূত বলেন, 'সবার জন্য আমার পরামর্শ হলো, ভাইরাসটি চলে যায়নি। ভাইরাসে এখন হয়তো বেশি মানুষের মৃত্যু হচ্ছে না, কিন্তু এটা সত্যিই অপ্রীতিকর, বিশেষ করে যদি কেউ দীর্ঘ করোনায় সংক্রমিত হয়।' দুদিন আগেই ডব্লিউএইচও মহাপরিচালক বিশ্বের সরকারগুলোকে আবার মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্বের বিধি কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গত মঙ্গলবার সংস্থার প্রধান তেদরোস আধানম গেব্রেয়াসুস বলেন, 'ভাইরাসটি বিনা বাধায় ছড়াচ্ছে। দেশগুলো কার্যকরভাবে ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণ করছে না।'

গত সপ্তাহে বিশ্বে নতুন করে ৫৭ লাখ মানুষের করোনা শনাক্ত হয়েছে; যা আগের সপ্তাহের চেয়ে ৬ শতাংশ বেশি। তবে গত বছরের তুলনায় করোনায় মৃত্যু এখন কম।

ওমরা ভিসার আবেদন শুরু করেছে সৌদি

(প্রথম পাতার পর)

শুরু করেছে সৌদি আরব।সৌদি আরবের হজ ও ওমরাবিষয়ক মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। খবর আরব নিউজের।

বৃহস্পতিবার থেকে ওমরা ভিসার আবেদন গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। আগামী ৩০ জুলাই থেকে ওমরা পালন শুরু হবে বলে জানিয়েছে সৌদি প্রেস এজেন্সি।সৌদিতে অবস্থানকারী অথবা সৌদি আরবের বাইরে যে কোনো দেশ থেকে ওমরা ভিসার আবেদন করা যাবে।

বিদেশি মুসল্লিদের ওমরা ভিসার জন্য এই ওয়েবসাইটে (https://haj.gov.sa/ar/Internal-Pages/Umrah) ঢুকে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

ওমরা পালন করতে চাইলে সৌদি আরবে আসার আগে করোনার টিকা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা কোভিড সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে।

বাংলাদেশের পরিণতি শ্রীলঙ্কার মতো হতে পারে: জি এম কাদের

(প্রথম পাতার পর)

উপনেতা জি এম কাদের বলেছেন, বাংলাদেশের পরিণতি শ্রীলঙ্কার মতো হতে পারে। কারণ, বাংলাদেশের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার অনেক মিল আছে। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স পায়, পর্যটন থেকে আয় করে আবার পোশাকশিল্প থেকেও আয় করে দুটি দেশ। তিনি বলেন, করোনা বা ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে শ্রীলঙ্কা দেউলিয়া হয়নি। প্রায় ১০ বছর গৃহযুদ্ধ চলেছে, শ্রীলঙ্কা তখনো দেউলিয়া হয়নি। শ্রীলঙ্কা দেউলিয়া হয়েছে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় জি এম কাদের এসব কথা বলেন।

জি এম কাদের বলেন, 'আমরা যে বাজেট করছি, তা-ও ঋণনির্ভর। তাই পরিচালন ব্যয় কমাতে বলেছি সরকারকে, কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেই। আবার কারণে-অশারণে ফুর্তি করতে ব্যয় হচ্ছে হাজার কোটি টাকা। গত বছরও পুরো ট্যাক্স আদায় করতে পারেনি সরকার। কিন্তু এবার সাধারণ মানুষ ট্যাক্স দিতে না পারলে অবস্থা আরও খারাপ হবে।'

জাপা চেয়ারম্যান বলেন, বিদেশি ঋণ নিয়ে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। যখন সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তখন দেশের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, যদি ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে কোনো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় আর সেখান থেকে প্রতিদিন এক কোটি টাকা হাওে বছওে ৩৬৫ কোটি টাকা আয় হয়, তাহলে শুধু আসল পরিশোধ করতে ৯০ বছর লেগে যাবে। আবার সুদেও টাকাও পরিশোধ করতে হবে। সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে গিয়েই শ্রীলঙ্কা দেউলিয়া হয়ে গেছে। ঋুনির্ভরতার কারণে দেশের ব্যাংকে টাকা নেই। পরিচালন ব্যয় না কমালে ব্যাংক থেকে ঋণ কওে বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে হবে। এ কারণেই দেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হতে পারে।

জাতীয় পার্টিও চেয়ারম্যান আরও বলেন, মেগা প্রকল্পের নামে দেশে লুটপাট চলছে। প্রতিবছর দেশ থেকে হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। এত দিন সরকার টাকা পাচারের কথা স্বীকার করেনি। এখন ট্যাক্সেও বিনিময়ে অবৈধ পন্থায় অর্জিত পাচার হওয়া হাজার কোটি টাকা বৈধ করার পন্থা বের করেছে সরকার। তিনি বলেন, এমন নজির পৃথিবীর কোথাও নেই। ট্যাক্স দিলেই যদি অপরাধ মাফ হয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে খুন ও ডাকাতিও ট্যাক্সেও মাধ্যমে বৈধতা পেতে পারে।

জি এম কাদেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমালোচনা কওে বলেন, দুটি দলই দুর্নীতি করেছে। আওয়ামী লীগ প্রথম দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, এরপর বিএনপি পরপর চারবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

স্মরণসভায় আরও বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টিও মহাসচিব মো. মুজিবুল হক চুন্নু, কো-চেয়ারম্যান রুহুল আমিন হাওলাদার, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, প্রেসিডিয়াম সদস্য সাহিদুর রহমান, ফকরুল ইমাম, সুনীল শুভ রায়, মীর আবদুস সবুর, সফিকুল ইসলাম, রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া প্রমুখ।

ধনী থাকতে চান না বিল গেটস

(প্রথম পাতার পর)

মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। তিনি আবারও তাঁর সম্পদ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গত বুধবার বিল গেটস তাঁর দাতব্য সংস্থা বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনে আরও ২ হাজার কোটি (২০ বিলিয়ন) ইউএস ডলার অনুদান দেন। ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কার্যক্রমকে আরও বাড়াতে তিনি এ অনুদান দিচ্ছেন বলে ঘোষণা দেন। এরপর তিনি আরও সম্পদ দান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন বিল গেটস। তিনি বলেন, সমাজে তাঁর সম্পদগুলো দান করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর আগে বিল গেটস ২০১০ সালে তাঁর সব সম্পদ দান করার ঘোষণা দেন। কিন্তু এরপর থেকে তাঁর সম্পদ দ্বিগুণ হয়েছে। ফোর্বস ম্যাগাজিনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে গেটসের সম্পদমূল্য ১১৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার। তবে জুলাই মাসে দান করা সম্পদ ফাউন্ডেশনে চলে গেলে গেটসের মূল সম্পদ অনেক কমে যাবে। ২২ বছর আগে বিল গেটস ও তাঁর সাবেক স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস মিলে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এটিকে বিশ্বের অন্যতম বড় দাতব্য সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

টুইটারে বিল গেটস বলেছেন, তাঁর ফাউন্ডেশন থেকে বার্ষিক সহায়তার পরিমাণ ২০২৬ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ বেড়ে ৬ বিলিয়ন থেকে ৯ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত হবে। ফাউন্ডেশনে দান করা অর্থ মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যবহৃত হবে।

বিল গেটস বলেছেন, 'আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সব ফাউন্ডেশনকে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। আমি বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকা থেকে নিচে চলে যাব এবং ধনীর তালিকায় থাকব না। আমার সম্পদ সমাজকে ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যাতে মানুষের দুঃখকষ্ট কমাতে ও জীবনকে উন্নত করার জন্য প্রভাব ফেলে। আমি আশা করি অন্য ধনকুবেররাও এতে এগিয়ে আসবেন।'

বিল গেটসের নতুন এই অনুদানের মধ্য দিয়ে ২২ বছরের বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটসের অনুদানসংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি ইউএস ডলারে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে গত মাসে ওয়ারেন বাফেটের কাছ থেকে পাওয়া ৩ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের অনুদানও রয়েছে।

গেটস ফাউন্ডেশন ম্যালেরিয়ার মতো রোগ নির্মূল, শিক্ষার উন্নতি এবং দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অক্ষম দেশগুলোতে কাজ করে। এ ছাড়া ফাউন্ডেশনটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বৃহত্তম দাতা হিসেবেও পরিচিত।

বিল গেটস ফোর্বস-এর তালিকায় ১৯৯৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শীর্ষ ধনী ছিলেন। এরপর আবার ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকায় উঠে আসেন। ২০১৭ সালে তাঁকে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকা থেকে হটিয়ে দেন আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস। তবে ২০২২ সালে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর আসন হারিয়েছেন বেজোস। এখন বিশ্বের শীর্ষ ধনী টেসলার শীর্ষ নির্বাহী ইলন মাস্ক।

বাড়ছে মাংকি পক্স

(প্রথম পাতার পর)

সোমবার ছিল ২২৩। পর্যায়ক্রমে শনাক্তের সংখ্যা এভাবে বাড়ায় টিকা নেওয়ার প্রতিও ঝোঁক দেখা গেছে। যার কারণে টিকার চাহিদাও বেড়েছে।

এদিকে টিকা গ্রহণে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ওয়েবসাইট ডাউন থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মানুষ। জানা গেছে, এক হাজার ২৫০টির মতো টিকা গ্রহণের জন্য আসন খালি আছে। কিন্তু অনেকেই সেসব খালি আসনে নিবন্ধন করতে পারছে না বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। মেয়র এরিক জানান, নিউ ইয়র্ক টিকা সরবরাহে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আরো অনেক মানুষকে টিকার আওতায় আনতে টিকার প্রয়োজনীয়তার কথাও কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন।

অস্থির বাজার

(প্রথম পাতার পর)

ও নিউজিল্যান্ড। এখন নতুন করে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা জোরালো হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে মনিটারি পলিসি বা অর্থ সংক্রান্ত নীতি কঠোর করেছে সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইন। তাদের এমন উদ্যোগ বিস্ময়কর। ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকো সেন্টাল এনজি ফিলিপাইন-সসুদের হার শতকরা ০.৭৫ ভাগ বৃদ্ধি করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও বলেছে, তারা মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলার জন্য আরও পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। সুদের হারের এই বৃদ্ধিতে রাতারাতি ঋণের হার শতকরা ৩.২৫ ভাগে নিয়ে যায়।

এর আগে মে ও জুন মাসে সেখানে পর পর দু'বার সুদের হার শতকরা ০.২৫ ভাগ করে বাড়ানো হয়। বিএসপি'র নিয়মিত পলিসি মিটিং আগামী ১৮ই আগস্ট। তার আগেই পরিস্থিতির শিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক আসন্ন সংকট থেকে মুক্তি পেতে এই কঠোরতার আশ্রয় নিয়েছে। বিএসপি'র গভর্নর ফেলিপ মেডালা বলেছেন, সুদের হার নতুন করে বৃদ্ধি করে যে নীতিনির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে মি-নটারি বোর্ড স্বীকার করেছে যে, টিকে থাকতে এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির চাপে টিকে থাকতে আরও কঠোর করা হয়েছে মনিটরি পলিসি। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। জবাবে ওএএন-ডিএ'তে এশিয়া প্যাসিফিক বিষয়ক সিনিয়র মার্কেট এনালিস্ট জেফ্রে হ্যালি বলেন, বিএসপি'র এই পদক্ষেপ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। কারণ, এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি অনিচ্ছুক 'হাইকার'দের মধ্যে রয়েছে। তিনি আরও বলন, ইউএস কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স এবং এমএএস সরে যাচ্ছে। কারণ ফিলিপিনো পেসোর ওপর অবিরাম চাপ বাড়ছে। এর প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। এতে পরিষ্কার হয় যে, এশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এখন কি রকম চাপের মুখে আছে। ওদিকে সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও অনির্ধারিত মুদ্রানীতি কঠোর করেছে। তারা সিঙ্গাপুরি ডলার বাড়িয়েছে শতকরা ০.৭ ভাগ। এ নিয়ে ৯ মাসের মধ্যে মনিটারি অথরিটি অব সিঙ্গাপুর (এমএএস) চতুর্থবার এমন পদক্ষেপ নিলো। এমএএস মুদ্রানীতির ব্যবস্থাপনা করে। শহরটিতে ভীষণ রকম বাণিজ্যিক প্রবাহ থাকা সত্ত্বেও বিনিময় হার সেট করার মাধ্যমে তারা এই ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখে। দক্ষিণ কোরিয়া এবং নিউজিল্যান্ড তাদের বেঞ্চমার্ক সুদের হার অর্ধশতাংশ বৃদ্ধি করার পর এমন পদক্ষেপ নিলো ফিলিপাইন ও সিঙ্গাপুর। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রে গত মাসে চার দশকের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৯.১ ভাগ। এর প্রেক্ষিতে ফেডারেল রিজার্ভ এ মাসে ঐতিহাসিকভাবে সুদের হার শতকরা এক ভাগ বাড়াবে বলে ব্যাপকভাবে মনে করা হচ্ছে। ওদিকে জুনে প্রায় চার বছরের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চে পৌঁছে ফিলিপাইনে। এ বছরে তা শতকরা ২ থেকে ৪ ভাগ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বছরের শুরুতে পূর্বাভাস দিয়েছিল যে, মুদ্রাস্ফীতি দাঁড়াতে পারে শতকরা ২.৫ ভাগ থেকে ৩.৫ ভাগে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন মনে করছে এই হার ৩ থেকে ৪ ভাগে দাঁড়াতে পারে। সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যায় আরও পূর্বাভাস দিয়েছে যে, জাতীয় প্রবৃদ্ধি বা জিডিপি বছরের শেষ দিকে ৩ থেকে ৫ ভাগে দাঁড়াতে পারে। বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে বা চতুর্থভাগে এই হার ছিল ৪.৮ ভাগ।

জেরুজালেম সবার শহর হওয়া উচিত : বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আব্বাসের সঙ্গে আলাপে বাইডেন বলেন, ১৯৬৭ সালের সীমান্তের আলোকে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের আমি প্রথম সমর্থক। এ নিয়ে তার অঙ্গীকার পরিবর্তন হয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মাহমুদ আব্বাস জেরুজালেমে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট খোলা, ইসরায়েলের বসতি স্থাপন বন্ধে উদ্যোগ নেওয়া ও ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে সন্ত্রাসীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আহ্বান জানান।

ইসরায়েলকে সুবিধা দিতে সৌদির আকাশসীমা উন্মুক্ত

(প্রথম পাতার পর)

প্রতি উদার মনোভাবের অংশ হিসেবে আজ শুক্রবার এ ঘোষণা দেওয়া হলো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সৌদি আরব সফরের আগমুহূর্তে এ ঘোষণা এল। খবর এএফপির।

ইসরায়েলের সঙ্গে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই সৌদি আরবের। এত দিন দেশটির আকাশসীমা ব্যবহার করে ইসরায়েলে চলাচলের ক্ষেত্রে উড়োজাহাজগুলোর ওপর বি-ধিনিষেধ ছিল।

উড়োজাহাজ চলাচলে সৌদির এ সিদ্ধান্তকে 'ঐ-তিহাসিক' মন্তব্য করে স্বাগত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ইসরায়েলের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবের এটি রিয়াদের সর্বশেষ সমঝোতামূলক পদক্ষেপ। আরব দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ইসরায়েলের ব্যাপক তৎ-পরতা সত্ত্বেও দেশটিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে সৌদি।

টুইটারে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, উড্ডয়নে কর্তৃপক্ষের আবশ্যিক শর্তাবলি পূরণ কল্পেএমন সব উড়োজাহাজের জন্য সৌদি আরবের আকাশসীমা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে সৌদি বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ।

তিনটি মহাদেশকে যুক্তকারী একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে সৌদি আরবের অবস্থান সুসংহত করার সরকারি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেনে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত সৌদি আরবের সঙ্গে অনেক মাস ধরে প্রেসিডেন্টের অবিচল ও নীতিগত কূটনীতির ফল, যা আজ তাঁর সফরে চূড়ান্ত পরিণতি পেল।

মধ্যপ্রাচ্য সফরের অংশ হিসেবে আজ দিনের শেষ দিকে বিতর্কিত এক ভ্রমণে সৌদি আরব যাচ্ছেন বাইডেন। জ্যাক সুলিভান বলেন, আজ দিন শেষে এ অর্জনের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আরও বিস্তারিত বলবেন।

মধ্যপ্রাচ্য সফরের অংশ হিসেবে গত বুধবার ইসরায়েল পৌঁছান বাইডেন। আরও আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে পদক্ষেপ নিতে পারে বলে এর আগে ইঙ্গিত দিয়েছিল ওয়াশি-ংটন। এতে ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংঘাতের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দাপ্তরিকভাবে ইসরায়েলের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্থাপন না করার বিষয়ে রিয়াদের দীর্ঘদিনের অবস্থানের পরিবর্তন নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে।

দেশ ছেড়ে পালানো প্রেসিডেন্টদের কাহিনি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গোতাবায়া রাজাপক্ষে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে দেশটির ক্ষমতায় এসেছিলেন সাবেক এ সেনা কর্মকর্তা। রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পরাজিত করতে সক্ষম হওয়ায় ভাই মাহিন্দা রাজাপক্ষের মতো জাতির নায়ক হিসেবে দেখা হতো তাঁকে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে গোতাবায়া ছিলেন বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। সেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই এখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অনিশ্চিত জীবনযাপন করছেন। শ্রীলঙ্কা ছেড়ে পালিয়েছেন। গত কয়েক মাস ধরে শ্রীলঙ্কা ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। দেশটিতে জ্বালানি, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও ওষুধ সংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় শেষ এবং খাদ্য, জ্বালানি ও ওষুধ আমদানি করতে দেশের সরকার হিমশিম খাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য সেখানকার জনগণ রাজাপক্ষের পরিবার ও তাদের অধীনে পরিচালিত প্রশাসনকে দায়ী করে লাগাতার বিক্ষোভ পালন করছে। গত মার্চ মাসে দেশটির হাজারো মানুষ রাজপথে নেমে আসেন। দেশের রাজনীতিবিদরা পড়েন সাধারণ মানুষের রোষানলে। গত শনিবার আন্দোলন বিপজ্জনক মোড় নেয়। হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা জোর করে কলম্বোতে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের বাসভবনে ঢুকে পড়ে। বিক্ষোভকারীদের নিরস্ত করতে কাঁদানে গ্যাসের পাশাপাশি পুলিশ ফাঁকা গুলি ছোড়ে, কিন্তু তাদের ঠেকানো সম্ভব হয়নি বিক্ষুব্ধ জনতা প্রেসিডেন্ট ভবনের ব্যারিকেড ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে। অনলাইন ফুটেজে দেখা গেছে অনেক মানুষ বাড়ির মধ্য দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে এবং প্রেসিডেন্ট পুলে সাঁতার কাটছে, অন্যরা ড্রয়ার খালি করেছে, রাষ্ট্রপতির জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে এবং তাঁর বিলাসবহুল বাথরুম ব্যবহার করেছে। আন্দোলনকারীরা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে হামলার পর বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিবিসি বলছে, শ্রীলঙ্কার ক্ষমতাসীন কোনো প্রেসিডেন্টকে সংবিধান অনুযায়ী গ্রেফতারের সুযোগ নেই।

গোতাবায়া আশঙ্কা করছিলেন, প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে। মূলত সে জন্য তিনি সোমবার রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ের উদ্দেশে দেশত্যাগের চেষ্টা করেন। তবে অভিবাসন কর্মকর্তারা তাঁকে আটকে দেন। বিমানবন্দরের অভিবাসন কর্মকর্তারা গোতাবায়ার পাসপোর্টে সিল মারতে রাজি না হলে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। তিনি ও তাঁর স্ত্রীসহ পরিবারের ১৫ সদস্য আরব আমিরাতের চারটি ফ্লাইট ধরতে পারেননি। পরে বন্দরনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশের সামরিক ঘাঁটিতে ফিরে যান তাঁরা। পরে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার জন্য গোতাবায়া ভিসার আবেদন করেছিলেন। তবে তাঁর সে আবেদন নাকচ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আকাশপথে বিদেশ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর সমুদ্রপথে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। নৌবাহিনীর টহল নৌযান ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। অবশেষে ৭৩ বছর বয়সী গোতাবায়া, তাঁর স্ত্রী ও এক দেহরক্ষীসহ চার যাত্রী নিয়ে সামরিক অ্যান্তোনভ-৩২ বিমানে মধ্যরাতে বন্দরনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মালদ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করেন/ মালদ্বীপে পালিয়ে যান শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট। গোতাবায়া মালদ্বীপে গেলে সে দেশে বসবাসরত শ্রীলঙ্কার বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান।

যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-ইসরায়েল-আরব

(প্রথম পাতার পর)

খাতে যৌথ বিনিয়োগের পাশাপাশি এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাই এই জোটের লক্ষ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪ দেশের নেতারা বলেছেন, তারা দীর্ঘমেয়াদে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কাজ করবেন। ভারতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আহমেদ আল-বান্না এই জোটকে ওওয়েস্ট এশিয়ান কোয়াড্ হিসেবে অভিহিত করেছেন।



আটলান্টিক সিটিতে ঈদুল আযহা পালিত

আটলান্টিক সিটি (নিউজার্সী) থেকে আকবর হোসাইন: যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য ষ্টেটের মত নিউজার্সীর আটলান্টিক সিটিতেও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে গত ৯ জুলাই, শনিবার পালিত হলো ঈদুল আযহা। এখানে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশী আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত 'ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটি'তে। ঈদ জামাতে ইমামতি করেন মওলানা আব্দুর রহমান আল মাদানী। আটলান্টিক সিটির ১৬, সাউথ ফ্লোরিডা এভিনিউতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। নির্মানাধীন এই ভবনের প্রতিষ্ঠাতা মো: ইকবাল হোসেনের শুভেচ্ছা বক্তব্য শেষে সকাল ৮:১৫ মিনিটে নামাজ শুরু হয় এবং ৮:৪৫ মিনিটে খুতবা শেষ হয়। মওলানা আব্দুর রহমান আল মাদানী তার খুতবায় ঈদুল আযহার নামাজের তাৎপর্য এবং বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে মুসলমানদের কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঈদেও নামাজ শেষে বিশেষ মুনাজাতে মুসলিম বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষভাবে মোনাজাত করা হয়।

এছাড়াও আটলান্টিক সিটি ইসলামিক সেন্টার ছাড়াও মসজিদ আল হেরা, মসজিদ আল তাকওয়া, মসজিদ মোহাম্মদ এবং মসজিদ দারুস সালামের উদ্যোগে ঈদুল আযহার জামাত অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের এই অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে গত এক সপ্তাহ ধরে আটলান্টিক সিটি ছিল ঈদ আনন্দে মুখরিত। গত দুই বছরে প্রানঘাতী করোনার কারনে প্রবাসীরা ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার অনুষ্ঠান আনন্দের সাথে করতে না পারায় এবছর প্রবাসীদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশী।

অপরদিকে আটলান্টিক সিটিতে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার আবহাওয়া বার্তা থাকলেও সারাদিন ছিল হালকা বৃষ্টি। তাই যে সকল প্রবাসী ক্যাসিনোতে কাজ করেন না তারা সন্ধ্যার পর ঘুরে বেড়ান প্রবাসী বন্ধু-বান্ধব এবং আত্নীয় স্বজনদের বাসায়। সিটির বিভিন্ন গ্রোসারীর পাশাপাশি অধিকাংশ বাংলাদেশী বিভিন্ন পশুর ফার্মে গিয়ে পশু জবাইয়ের মাধ্যমে ঈদুল আযহার ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন।



ঈদ উপলক্ষ্যে প্রবাসে বসবাসরত সকলকে ঈদে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ প্রেসক্লাব অব আটলান্টিক সিটির সভাপতি আকবর হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহীন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান, সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহম্মেদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিউজার্সী স্টেট সাউথ শাখার সভাপতি সৈয়দ এম কাউছার, সাধারণ সম্পাদক এম এম রহমান বাবুল, সাউথজার্সী সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি এবিএম দুলাল, সাধারণ সম্পাদক সেলিম সুলতান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব সাউথজার্সী সভাপতি আমিরুল ইসলাম টফি, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শহীদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি আকবর হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মীর হোসাইন, বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাব অব আটলান্টিক সিটির সভাপতি কনক রাউথ এবং সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসাইন।

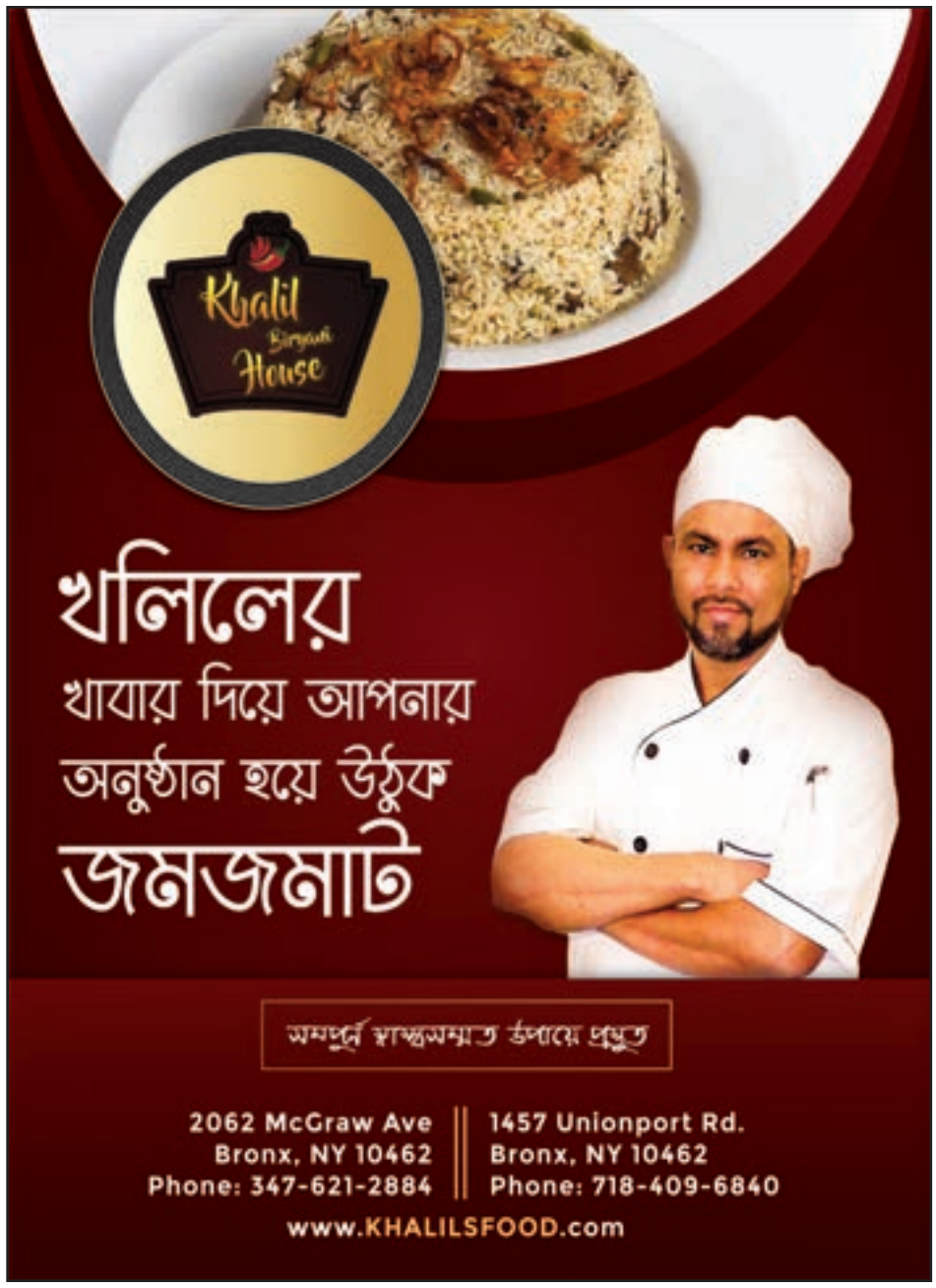
পথমেলা ঘিরে নিউইয়র্কে সরব বাংলাদেশিরা

ঢাকা, ১৩ জুলাই : বনভোজনের হিড়িকের মধ্যেই নিউইয়র্ক সিটিতে প্রবাসীদের পথমেলারও ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। ১৬ জুলাই ব্রুকলীনের চার্চ এভিনিউ এবং ১৭ জুলাই জ্যাকসন হাইটসে দুটি পথমেলায় বাঙালি পণ্য আর সংস্কৃতি বহুজাতিক সমাজে উপস্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন আয়োজকরা। উভয় মেলাতেই নতুন প্রজন্মের বিপুল উপস্থিতির আশা করা হচ্ছে। জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন তথা এবং তৈজশপত্রের স্টল থাকবে শতাধিক।

এর আগেরদিন অর্থাৎ ১৬ জুলাই শনিবার ব্রুকলিনে বাংলাদেশি অধ্যুষিত চার্চ এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হবে প্রবাসের বৃহত্তম পথমেলা ও ঈদ পুনর্মিলনী। ব্রুকলীনে এটি বছরের প্রথম মেলা হওয়ায় সর্বত্র ব্যাপক সাড়া পড়েছে। 'বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক'র উদ্যোগে এটি সপ্তম বার্ষিক পথমেলা। হোস্ট সংগঠনটি ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে ফোবানা



জেবিবিএর মেলা অনুষ্ঠিত হবে ১৭ জুলাই রবিবার। ব্যস্ততম ৩৭ রোড বন্ধ করে সকাল ৯টায় শুরু এ মেলা চলবে সন্ধ্যা সাড়ে ৮টা পর্যন্ত। জেবিবিএর সভাপতি হারুন ভূঁইয়া, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আলম নমী এবং সেক্রেটারি ফাহাদ সোলায়মান বলেন, ঈদের আমেজে যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে। করোনা মহামারিতে ক্ষত-বিক্ষত কম্যুনিটিতে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে আমাদের এ আয়োজনে থাকবে জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা। বাঙালি খাদ্য এবং পণ্যের সাথে আমেরিকান পণ্য-সামগ্রিও ঠাঁই পাবে। মেলার অতিথির মধ্যে থাকবেন নিউইয়র্ক স্টেট এাসেম্বলীওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ। মূলধারার আরো অনেকে শুভেচ্ছা দিতে আসবেন। মেলা উপলক্ষে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হবে। এর প্রথম পুরস্কার নগদ ৫ হাজার ডলার, দ্বিতীয় পুরস্কার ২ হাজার ডলার এবং তৃতীয় পুরস্কার থাকবে এক হাজার ডলার। এছাড়াও পুরস্কারের তালিকায় রয়েছে ৬৫ ইঞ্চি এলইডি টিভি, ৫০ ইঞ্চি টিভি এবং আইফোন। শাড়ি-কাপড় সম্মেলনের সফল আয়োজক ছিল। কোভিড ১৯ পেন্ডামিকের সময় নিউইয়র্কের বিভিন্ন জায়গায় ফ্রি কোভিড টেস্ট, খাবার বিতরণসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করেছে। মেলা কমিটির পক্ষে হোস্ট সংগঠনের সভাপতি কাজী আজম, সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, কনভেনর শাহনেওয়াজ, মেম্বার সেক্রেটারি ফিরোজ আহমেদ এবং কালচারাল চেয়ারম্যান এস এম ফেরদৌস জানান, বিভিন্ন স্থান থেকে লেটেস্ট ডিজাইনের শাড়ি-কাপড়ের স্টল আসছে মেলায়। তুলনামূলক কমদামে তা বিক্রির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এবারের মেলায় আরো থাকবে খাবার, এবং জুয়েলারি ও বাচ্চাদের খেলনাসহ রকমারি স্টল। এছাড়াও শিশুদের জন্য থাকবে নানা ধরণের রাইড। স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা মেলায় এসে শুভেচ্ছা জানাবেন। বেলা ১২টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত মেলা চলবে। মেলার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমেরিকায় বাংলাদেশি সংস্কৃতির বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করা।







২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

www.utshob.com

৯১৭৪৮৫২১৭৯

যেকোনো আয়োজনে
বাঙালী ঐতিহ্যের স্বাদ
নিশ্চিতে utshob.com® নিয়ে এলো

YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE

UTSHOB CATERING

শাহী ডিল



পাকোড়া, চিকেন রোল, বোরহানি,শাহী পোলাও, জালি কাবাব, চিকেন শাহী রোস্ট, বিফ কারি, মিক্স সবজি, সালাদ, শাহী হালুয়া/ফিরনি

হ্যাপি ডিল



সবজি পাকোড়া, পোলাও, শামি কাবাব, চিকেন রোস্ট, বিফ কারি, মিক্স সবজি, সালাদ, শাহী হালুয়া/ফিরনি

টেক ইট ইজি



পোলাও, শামি কাবাব, চিকেন রোস্ট, সালাদ, ডিম ভুনা, হালুয়া

ঐতিহ্যের স্বাদে
খুশি ছড়িয়ে যাক সবার মাঝে

সার্ভিসিং - নিউইয়র্ক, নিউজার্সি , কানেটিকাট

সব সমিতি এফডিসির বাইরে নিতে হবে

শাকিবের বক্তব্যের পক্ষে-বিপক্ষে

বিনোদন ডেস্ক: সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা শাকিব খান বলেছেন, 'সব সমিতি এফডিসির বাইরে নিয়ে যেতে হবে।' তাঁর এই বক্তব্য নিয়ে গণমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন চলচ্চিত্রের অনেকেই। পক্ষে-বিপক্ষে মতামত শুনে রিপোর্ট করেছেন- সুদীপ কুমার দীপ

সমিতি সমিতির জায়গায় থাকুক

মতিন রহমান চলচ্চিত্র পরিচালক ও শিক্ষক

এফডিসিতে সমিতিগুলো দীর্ঘদিন ধরে আছে। প্রবীণ নির্মাতারা, শিল্পীরা এখনো আসেন শুধু বসে এক কাপ চা খাওয়ার জন্য, সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প করার জন্য। একসময় প্রযোজক সমিতি ছিল গুলিস্তানে। সেখান থেকেই এফডিসিতে আনা হয়েছিল কর্মকানমব আরো গতিশীল করার জন্য। শিল্পী সমিতিও কিন্তু তৈরি হয়েছে নায়করাজ রাজ্জাক, ফারুক, আলমগীরের মতো ব্যক্তিদের হাত ধরে। এখন সমিতি নিয়ে শাকিব এমন মন্তব্য করেছে, নিশ্চয়ই তার পেছনেও কারণ আছে। হয়তো সমিতিগুলো তাদের আদর্শ থেকে এখন বিচ্যুত হয়েছে। সেটা নিশ্চিত করে যদিও আমি বলতে পারব না। অনেক দিন ধরে অসুস্থ আছি। সমিতি নিয়ে খুব বেশি খবর নিতে পারিনি। তার পরও বলব, সমিতি নয় বরং যদি কেউ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন তাঁকে এফডিসি থেকে বের করে দেওয়া হোক। নইলে এই জুনিয়র শিল্পীরা একটা দৃশ্যের জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে থাকে, তারা কোথায় বসবে? রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে তারা মাথা গুজবে কোথায়। একটা সময় ছিল যখন আমি ডে-নাইট কাজ করতাম। তখন একটু বিশ্রাম নিতে পরিচালক সমিতিতে যেতাম। এমনও হয়েছে, ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়েছি। সমিতিগুলো না থাকলে কী করতাম তখন! শাকিব আমার অত্যন্ত স্নেহের। তার প্রতি স্নেহ রেখেই বলছি, সমিতি সমিতির জায়গায় থাকুক।

সমিতিগুলো সরালে ফ্লোর বাড়ানো সম্ভব

বাপ্পারাজ অভিনেতা

'এফডিসিতে সমিতি দরকার নেই', এটা সবার আগে আমিই বলেছিলাম। তখন শিল্পী সমিতির সভাপতিই ছিলেন শাকিব খান। এত বছর পর কথাটা বোঝার জন্য ধন্যবাদ। আসলে সমিতি দিয়ে লাভ কি? বাস-ট্রাক মালিক-শ্রমিক সমিতি হয়, লঞ্চ-ট্রলার মালিক-শ্রমিক সমিতি হয়। তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন, মিছিল-মিটিং করতে হয়। শিল্পীদের এসবের কি দরকার? আজ পর্যন্ত শিল্পী সমিতি সরকারের কাছে কী আদায় করেছে? এফডিসি একটা শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কেউ ছবি বানানোর নাম করে আজ পর্যন্ত ব্যাংক লোন পেয়েছেন! অথচ একজন অসুস্থ শিল্পীকে সরকার সাহায্য করলে অন্য শিল্পীরা ঢোল পিটিয়ে সেটা প্রচার করেন। আগে দেখতাম আমার বাবা নায়করাজ রাজ্জাকের সঙ্গে দেখা করতে মন্ত্রী-আমলারা আসতেন। এখন দেখি শিল্পীরা তাঁদের সঙ্গে একটা সেলফি তুললেই জীবন ধন্য মনে করেন।

আমি মনে করি, এফডিসিতে কোনো সমিতি থাকলে আরো অবক্ষয় হবে শিল্পের। দিন দিন গ্রাম্য সালিসের নামে ফাজলামি হবে। কিছু হলেই সমিতিতে বিচার! ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, কিছু হলে মুরব্বিরাই সেটার সমাধান করতেন। সমিতি ছিল বিশ্রাম করার জায়গা, আর এখন সমিতি হয়েছে ব্যবসার জায়গা। চলচ্চিত্রের মানুষকে দুস্থ বানানোর কারিগর এই সমিতিগুলো। জোর গলায় আবারও বলছি, এফডিসি কাজের জায়গা, সমিতি বা দলাদলি করার জায়গা নয়। এফডিসি থেকে সমিতিগুলো দূরে সরালে ফ্লোর বাড়ানো সম্ভব হবে। সরকারের আয় বাড়বে। কই! বিটিভিতে তো সমিতি নেই। তাঁরা কি কাজ করছেন না? তাঁরা আমাদের চেয়ে সচ্ছল। ভালো আছেন।



শাকিব খানের উচিত দেশে এসে কাজে মনোযোগ দেওয়া

মালেক আফসারী চলচ্চিত্র পরিচালক

নায়করাজ রাজ্জাক থেকে শুরু করে সালমান শাহ–সমিতি নিয়ে অভিযোগ ছিল না কারোই। শাকিব খানের কেন অভিযোগ? এফডিসিতে ১৮ থেকে ১৯টা সংগঠন আছে। কোনো সংগঠন নিয়ে কিন্তু এত আলাপ-আলোচনা নেই। শুধু শিল্পী সমিতি জড়িয়েই যত কথা। এবারের নির্বাচন তো জাতীয় ইস্যু হয়ে গেছে। কত কাদা ছোড়াছুড়ি হলো। ইলিয়াস কাঞ্চন সাহেব, নিপুণ ম্যাডাম মিলে এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছেন। সবাই কাজে মনোযোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে শাকিব খানকে এমন কথা কেন বলতে হবে? শাকিব খান সুপারস্টার অভিনেতা, তাঁর মাধ্যমে এখনো হলে দর্শক ফেরানো সম্ভব। তিনি সেদিকে নজর না দিয়ে সমিতি নিয়ে কথা বললে হবে?

এফডিসিতে সমিতি অবশ্যই দরকার। সমিতিগুলো চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট মানুষের মিলনমেলা। এখানে সবাই আসেন মন খুলে কথা বলতে। গুণীজনরা এসে নানা অভিজ্ঞতার কথা জানান। এতে সবার উপকার হয়। এককথায় বলতে গেলে এফডিসির সমিতিগুলো নতুন ছেলে-মেয়েদের শিক্ষালয়। আমি যদি পরিচালক সমিতির কথা ধরি, তাহলে বলতে হবে 'স্টাডি রুম'। দেশ-বিদেশের নামকরা সব নির্মাতার বই সেখানে শোভা পাচ্ছে। কেউ না কেউ প্রতিদিন এসে পড়াশোনা করেন। এখন এফডিসি থেকে সমিতিগুলো বের করলে তাঁরা কোথায় গিয়ে বসবেন? শাকিব খান কি নিজে একটা অফিস ভাড়া করে দেবেন! কখনোই দেবেন না। তাহলে এমন কথা বলেন কেন তিনি! মানছি শিল্পী সমিতি মাঝখানে নোংরা রাজনীতিতে ডুবে গিয়েছিল। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। শাকিব খানেরও উচিত দেশে এসে কাজে মনোযোগ দেওয়া। এমন কথা বলা তাঁর মতো 'হিরো দ্য সুপারস্টার'-এর মানায় না।

এটা তো রীতিমতো লজ্জাজনক

কাজী মারুফ অভিনেতা

সাত বছর হতে চলল, আমি এফডিসিতে নিয়মিত যাওয়া-আসা করি না। আমার সময়ে এফডিসিতে সমিতিগুলো একটা শৃঙ্খলার মধ্যে ছিল। যখন শুটিং থাকত না সমিতিতে গিয়ে আড্ডা দিতাম। শিল্পীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতাম। শুধু শিল্পী সমিতি কেন! পরিচালক সমিতি, প্রযোজক সমিতি–সব জায়গাতেই যেতাম। সবাই আন্তরিকভাবে সমাদর করতেন। এখন শাকিব খান যদি বলে থাকেন সমিতিগুলোকে এফডিসির বাইরে নেওয়া উচিত, তিনি ভেবে-চিন্তেই হয়তো বলেছেন। শেষ কয়েকটা বছর দেখলাম শিল্পী সমিতির কার্যকলাপ দিন দিন নোংরা হয়ে গেছে। মামলা-মোকদ্দমা, মারপিট, হয়রানি করা–এসব যেন সমিতির নিত্যদিনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা সামান্য দ্বিবার্ষিক নির্বাচন নিয়ে এক বছর হতে চলল মামলা চলছে। এটা তো রীতিমতো লজ্জাজনক। একটা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের নেতা হওয়ার জন্য এত লোভ কেন? তাহলে এই চেয়ার থেকে আড়ালে কি কোনো লাভ আসে? যদি আসে তাহলে সেটা শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। এটা এখনই রুখতে হবে। সত্যিই যদি সমিতি দিয়ে কেউ ফায়দা লুটতে চান, তাহলে শুধু এফডিসির বাইরে পাঠানো নয়, পুরো সমিতিই ব্যান করা উচিত। যেটা ছিল শিল্পীদের বিশ্রামাগার, শুভেচ্ছা বিনিময়ের জায়গা, সেটা কখনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান হতে দেওয়া যাবে না।

এত আপত্তি থাকলে পর পর দুবার নির্বাচন করলেন কেন

খোরশেদ আলম খসরু প্রযোজক

আমি জানি না শাকিব কোন অর্থে এ কথা বলেছেন। তিনি যখন সভাপতি ছিলেন তখন শিল্পীদের অনেক উন্নয়ন হয়েছিল, সেসব তো তাঁর জানা। আমি প্রযোজক। সেখান থেকেই যদি বলি, আগের মতো আমরা আর নিয়মিত ছবি নির্মাণ করি না। বেশির ভাগ শিল্পী বেকার। সেসব শিল্পী তো সমিতির মাধ্যমে বছরের বিভিন্ন উৎসবে কিছুটা হলেও সহযোগিতা পান। তাহলে কেন শিল্পী সমিতি নিয়ে অভিযোগ। আর এফডিসির বাইরে সমিতিগুলো নিতে হবে কেন! সমিতি অনেকটা মিলনায়তনের মতো। সেখানে সবার সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, আড্ডা হবে। এখন আমার এফডিসিতে শুটিং, সেটা ফেলে আমি কি কাকরাইল যাব আড্ডা দিতে? এটা হয় কখনো। সবচেয়ে বড় কথা, সমিতি নিয়ে যদি শাকিবের এত আপত্তি তাহলে তিনি পর পর দুবার নির্বাচন কেন করলেন। নিশ্চয় জানেন, সমিতির মাধ্যমে একটা জায়গায় যাওয়া যায়, নিজের অবস্থান তুলে ধরা যায়। আমরা আসলে কোনো কিছু বলার আগে খুব বেশি ভাবি না। একজন শাকিব খান আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মুখপাত্র। নিশ্চয়ই তিনি যেটা বলবেন, বুঝেশুনে বলবেন। প্রযোজক সমিতির সাবেক সভাপতি হিসেবে তাঁর এই ধরনের বক্তব্যের বিরোধিতা করছি।

[অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার]

'সুর আসে হৃদয়ের অজানা গুহা থেকে'

বিনোদন ডেস্ক: গত বছর 'সুরসম্রাট' আলম খানের জন্মদিন (২২ অক্টোবর) উপলক্ষে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন দাউদ হোসাইন রনি। সদ্য প্রয়াত এই সুরকারের অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ নীচে তুলে ধরা হলো।

*** আপনার সুরারোপিত কয়েক শ গান মানুষের মুখে মুখে ফেরে। নিজের সুর করা কোন গানটা আপনার বেশি ভালো লাগে?**

** একটা গান তৈরি করার পর কয়েক দিন সুরটা মাথার মধ্যে ঘোরে, আনমনে এখানে-সেখানে গাইও। পরে যখন আরেকটা গান করি, আগের সুরটা ভুলতে থাকি।

তখন আবার নতুন গানটা কয়েক দিন গুনগুন করে গাই। কিন্তু সত্যি বলছি, যখন যে গানের সুর করেছি, সেটাকেই সেরা সুর মনে করেছি। কারণ সুরটা আসে হৃদয়ের একেবারে অজানা গুহা থেকে। তাই একটা-দুইটা গান বাছাই করতে বললে আমার জন্য মুশকিল হয়ে যায়। 'ওরে নীল দরিয়া' যেমন সবার প্রিয়, আমার কাছে একেবারেই জনপ্রিয় না হওয়া গানটাও সমান প্রিয়। কারণ সেই গানটার সুর করতেও আমি হৃদয়ের বন্দরে বন্দরে নোঙর ফেলেছি।

চলতি পথে রাস্তায় অচেনা কাউকে যখন নিজের গান গাইতে দেখেন, কেমন লাগে?

পরম সুখ লাগে। জনম সার্থক মনে হয়। একবার ঢাকা মেডিক্যালে গিয়েছিলাম এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে। রিকশাওয়ালা গাইছিল 'জীবনের গল্প আছে বাকি অল্প', গাইতে গাইতে লোকটা কাঁদছিল। আমি বিব্রত বোধ করছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন ভাই? লোকটা বলল, তার শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়েছে, ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন বাঁচবে না সে। এ গানটা যেন তার জন্যই বানানো হয়েছে, গানটা গেয়ে সে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করছে! 'ভেজা চোখ' ছবির গল্প ও দৃশ্যের প্রয়োজনে যে সুরটা আমি করলাম, সেটাকে লোকটা নিজের গান করে নিয়েছে। সেদিনের অনুভূতিটা আমি আসলে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

*** অনেকে আপনাকে 'সুরসম্রাট' বলেন? ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর এই উপাধি নিজের নামের পাশে দেখতে বা শুনতে কেমন লাগে?**

** একটা মিশ্র অনুভূতি হয়। রেডিওতে সিনেমার প্রচারে আমার নামের আগে 'সুরসম্রাট' বলা হতো বেশি। চলচ্চিত্রের মানুষজন ভালোবেসে উপাধিটা দিয়েছেন, এখানে আমার হাত নেই আসলে। তবে প্রশংসা শুনতে যে কারোরই ভালো লাগে।

*** আপনি 'সুরসম্রাট', আপনার পাঁচ বছরের ছোট ভাই আজম খান 'পপসম্রাট'। দুই সম্রাটের সম্পর্ক কেমন ছিল?**

** ছোটবেলায় আমরা একই বিছানায় ঘুমাতাম। বয়সে বড় হলেও আমি ওর জামা গায়ে দিতাম, ও আমার জামা গায়ে দিত। আমরা পাঁচ ভাই ও তিন বোন। সবার মধ্য থেকে আজমের সঙ্গে আমার সখ্য ছিল বেশি। ও আমার সঙ্গে সব কিছুই শেয়ার করত।



*** সৈয়দ শামসুল হকের কথায় আপনার সুরে দুটি গান আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আপনাদের রসায়ন কেমন ছিল?**

** হক সাহেব আমার ওপর খুব ভরসা করতেন। তাঁর লেখা পেলে রাতের ঘুম হারাম হয়ে যেত আমার। সহজ কথা ও উপমায় কী দারুণ সব গান লিখেছেন! আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাটাও সব সময়ই ছিল। 'হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস'-এর প্রথম চার লাইন লিখে আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, আপাতত মুখটার সুর করেন। তিনি এই ছবির (বড় ভালো লোক ছিল) চিত্রনাট্যের পাশাপাশি সব কটি গানের কথা লিখেছিলেন। চিত্রনাট্য লেখা সম্পন্ন করার আগেই এই গানের মুখটা লিখে দিলেন একটা চিরকুটে। আমি ১২-১৩ রকমের সুর করলাম, সবাই পছন্দ করলেন এখনকার সুরটা।

তিন মাস পর তিনি অন্তরাটা লিখে দিয়েছেন। 'পূর্ণিমাতে ভাইস্যা গেছে' লাইনটার সুর তিনি খুব পছন্দ করেছিলেন। 'চাঁদের সাথে আমি দেব না তোমার তুলনা' গানটার সুরও তাঁর পছন্দ হয়েছিল। তাঁর লেখায় ৯-১০টা গান করেছি আমি। মৃত্যুর আগে তিনি আরো চারটা গানের কথা লিখে এন্ড্রু কিশোরকে দিয়েছিলেন, বলে গেছেন সুর করবেন আমাদের আলম খান।

*** শুধু সৈয়দ শামসুল হকই নন, আশির দশকের পর কবি-সাহিত্যিকদের চলচ্চিত্রের গানে সেভাবে পাওয়া গেল না। এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?**

** চিত্রনাট্য, প্রযোজক-পরিচালকদের রুচি–সবই তো বদলে গেল। সে রকম গল্প না হলে, সে রকম দৃশ্য না হলে কবি-সাহিত্যিকরাই বা আগ্রহী হবেন কেন?

*** এখন যাঁরা গান লিখছেন, তাঁদের নিয়ে আপনার মন্তব্য কী?**

** আমার মন্তব্যে কিছু যাবে আসবে না। প্রযোজক-পরিচালকদের চোখে তাঁরা যোগ্য। আমি সুরকার, একটা অতি সাধারণ কথাকেও সুর দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারব। সুরের দায়িত্ব আমার, বাণীর দায়িত্বটা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজক-পরিচালকের।

*** গান থেকে এখন অনেকটাই দূরে আছেন। সংগীতাঙ্গনের খোঁজখবর রাখেন?**

পুরো জীবনটাই তো গান করে কাটিয়েছি। তাই খবরাখবর কানে আসেই। এটা বুঝতে পারি, অবস্থা খুব একটা সুবিধার না। গান হচ্ছে অনেক, কিন্তু টিকে থাকার মতো গান কম। শুনি সব ধরনের গানই, কথা বাদ রাখলাম, সুরই মনে থাকে না। হয়তো আমরা পুরনো লোক, তাই এসব গান মনে ধরছে না। এমনও হতে পারে, ১৫ থেকে ২০ বছর পর এখনকার গান জনপ্রিয় হবে। এমন হয় কিন্তু।

*** আপনার ও আলাউদ্দিন আলীর সুর করা গান তো দু-একবার শুনেই পছন্দ করত শ্রোতারা। আপনাদের সাফল্যের মূলমন্ত্র আসলে কী?**

** ওই যে বললাম, সুর আসে হৃদয়ের অজানা গুহা থেকে। সেই সুর তুলে আনতে গেলে সাধনা লাগে, ধ্যান করতে হয়। এই অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সাংস্কৃতিক আচরণ, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের ভাষা আয়ত্তে থাকলে সুরটা সে রকম করেই বেরোবে।



প্রেমে পড়েছেন রাশমিকা!

বিনোদন ডেস্ক: একসঙ্গে কাজ করার পর থেকে দিনরাত টাইগার শ্রাফের মন পড়ে আছে রাশমিকা মন্দনারের। শেষে অনুভূতি প্রকাশ না করে আর পারলেন না। গুঞ্জন রটেছে টাইগারের প্রেমে পড়লেন 'পুষ্পা'-অভিনেত্রী!

সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে একসঙ্গে কাজ করেছেন রাশমিকা ও টাইগার শ্রাফ। তার পর থেকেই মন উচাটন অভিনেত্রীর। টাইগারের ছবি পোস্ট করে তিনি আগুনের চিহ্নে ভরিয়ে দিয়েছেন।

বিনোদনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বলিউড বাবলের খবর, রাশমিকা মন্দানা তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে জানিয়েছেন গুঞ্জনটা সত্যি ছিল আর টাইগারের সঙ্গে অভিজ্ঞতাও ছিল দারুণ। অভিজ্ঞতা অতিমাত্রায় উত্তেজক...।'

আগুনের শিখা একে দক্ষিণী অভিনেত্রী বলতে চেয়েছেন, টাইগারের সঙ্গে থাকলে প্রতিটি মুহূর্তে যেন উষ্ণতার পারদ চড়ে। যদিও এত প্রশংসা পেয়ে টাইগার এখনও নীরব। রাশিকার প্রতি তারও মন মজেছে কিনা, সেই খবর অবশ্য জানা যায়নি।

তবে পরোয়া নেই অভিনেত্রীর। 'পুষ্পা: দ্য রাইজ'-এর সাফল্যের পর আকাশ ছুঁয়েছে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। এবার তার লক্ষ্য বলিউড। সিদ্ধার্থ মালহোত্রার ছবি 'মিশন মজনু' দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করবেন তিনি। এ ছাড়াও ঝুলিতে রয়েছে 'গুডবাই', 'সীতা রামম', 'পশু' এবং 'পুষ্পা ২: দ্য রুল'।

Title Sponsor

JBBA

মেলা

Jackson Heights Bangladeshi Business Association
US NYC

July 17 Sunday, 2022
9:00am to 8:30pm

37th Road
Between
77th & 75th Street

Special thanks to:
Catalina Cruz
Assembly Woman, District 39

সীমিত স্টল
আজই আপনার স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন

Fahad 347 393 8504
Nomi 718 300 6953
Badsha 646 552 1309

এস আই টুটুল

রিজিয়া পারভীন

মেলা স্টল
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
র‍্যাফেল ড্র
প্রথম পুরস্কার: ৫০০০ ডলার
দ্বিতীয় পুরস্কার: ২০০০ ডলার
তৃতীয় পুরস্কার: ১০০০ ডলার
৪র্থ পুরস্কার: ৬৫" টিভি
৫ম পুরস্কার: ৫০" টিভি
৬ষ্ঠ-৮ম: ৩টি আই ফোন
৯ম-১০ম: ২টি ল্যাপটপ

উপস্থাপনায়:
রিচি সোলায়মান ও সোনিয়া

মিউজিক:
নিউইয়র্ক ব্যান্ড

মঞ্চ কমিটি:
মহসিন ননি, রুহুল আমিন সরকার, এম কে রহমান, সারোয়ার চৌধুরী, আফতাব জনি, আমিন ম্যাক

র‍্যাফেল ড্র:
সেলিম হারুন, মীর নিজামুল হক, সনাতন শিল

ম্যানেজমেন্ট:
আবু নোমান সাকিল, হোসেন রানা, আবুল ফজল দিদার, মোঃ কাশেম, ফয়সার আজিজ ফারহানা

স্টল কমিটি ও ক্লিনিং:
মাহমুদ বাদশা, আনোয়ার হোসেন, সেলিম হারুন

নিরাপত্তা:
কাজী শামসুদ্দোহা, আনোয়ার জাহিদ, জোসি চৌধুরী, জাকির এইচ চৌধুরী, ফেমড রকি

সাংস্কৃতিক:
এম আর খন্দকার সেন্টু

সভাপতি
হারুন ভূঁইয়া

সাধারণ সম্পাদক
ফাহাদ সোলায়মান

আহ্বায়ক
মনসুর চৌধুরী

যুগ্ম আহ্বায়ক
ইশতিয়াক রুমি
সাখাওয়াত বিশ্বাস

সদস্য সচিব
বাবু খান

সহ সদস্য সচিব
মোঃ আলম নমি
আব্দুল হামিদ

প্রধান সমন্বয়কারী
লিটু চৌধুরী

সহ-সমন্বয়কারী
মাসুদ রানা তপন
শাহ চিশতি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোঃ এ আজাদ

অভ্যর্থনা
পিয়ার মোঃ
কাজী মন্টু
সাকিল মিয়া
এম এ আজিজ
মোঃ কামরুজ্জামান
ড. রফিক আহমেদ
রাশেদ আহমেদ
নাজমুন নাহার রহমান
মোশাররফ হোসেন
সাজ্জাদ হোসেন
নিলুফার শিরীন
মাসুদ মোর্শেদ
শ্যামল নাথ
শাহরিয়ার আরিফ
আজিজুল চৌধুরী

Grand Sponsor

Platinum Sponsor

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইউএস এনওয়াইসি

প্রচারে: সুবল দেবনাথ

সাহিত্য সাময়িকী

বল্লম তুলে নিও হাতে

জাহাঙ্গীর ফিরোজ

ভুলগুলো অমারাতের কাহিনি
যেন কালোকাপড়ে বেঁধেছে দুটি চোখ
তবু ভেসে এলো গান ভেসে এলো ফুলের সুবাস
স্পর্শ ও শ্রবণের সুখ দিশেহারা হয়নি এখনও
বুক ভরে টেনে নেই অনাগত ভোরের বাতাস;
অমারাতে ফুটে ওঠা তারার বাসনা
কাহিনির গলি থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে এলো চিতাবাঘ।

ভুলে ভরা জীবনের পাতা থেকে একে একে তারা ঝরে গেলে নীলাকাশ;
নগ্ন সত্যের মতো দিনে
কিছু ভুল মানুষের সাথে দেখা হয়েছিলো।
এমন ভুলের নাম প্রতারক
আলো ঝিলমিল রাতের কাহিনি নিয়ে
ঝাঁ চকচকে রোদে পোড়া ধুধু মরু পার হয়ে এলো।
আরব্য রজনীর দৈত্যের পুত্রও খেজুরের বিচির আঘাতে মরে যায়।
এই গল্পের অন্ধকারে আলোর জোনাকি
নগ্ন সত্যের মতো দিন এলে
বসে থেকো না আঁধারে
দৈত্য বধে বল্লম তুলে নিও হাতে।

ঘর

হাশিম কিয়াম

সুখ-ডগমগ ঘরে বেঘোরে ছুঁয়ে গেলে
ভাঙনের আগুন-ডগা
বেগোছ বাতাসে উড়ে যায় বিশ্বাসের ছাই
ধ্যাবড়ানো অনুভূতি ধুয়ে যায় পাথর-নদীর
চোরাস্রোতে; সময়ের বরফে জমাট বাঁধে
জীবনের রং-রস-গন্ধ.....
তখন সাধক মন শিকল পরালে
অহমের লাল পায়ে, অথবা থাকলে
প্রেমের উর্বরতায় ফোটা ফুলের গন্ধ ছড়ানো
উৎসবের পিছুটান, হয়তো, আঙিনায়
কিছু ঘাসফুল হেসে ওঠে, তবু মরা
ঘাসের গান উঁকি মারে
দূরের বাউরি বাতাসের ঢেউ...

গল্পের ভেতর লুকানো গল্প

গোলাম কিবরিয়া পিনু

এখন কারো কারো মুখে
বাগানবাড়ির গল্প বেশ শুনতে হচ্ছে!
এত বাগানবাড়ি!
আগে বাড়ির সাথে বাগান থাকতো।
এখন শুধুই বাগানবাড়ি!
নতুন ফ্লাটের টাইলস লাগানোর গল্প
ঝাড়বাতির গল্প!
শোনায় সে, আসল গল্প বলে না
গল্পের ভেতর লুকানো গল্পটাও বলে না!
বাগানবাড়িতে মাসে ক'বার যায়
কিংবা বছরে? সে কথাও বলে।
তার নতুন কেনা গাড়িতে
ঢাকা থেকে বাগানবাড়িতে যেতে কতক্ষণ লাগে
সে কথাটি বললেও
সে বলে না গাড়ির গতির চেয়ে দ্রুত
তার এতকিছু হলো কীভাবে?
না, সে কথাটা সে তুলতে চায় না
বলতে চায় না একদম!
বাগানবাড়িতে গিয়ে ফুলের ঘ্রাণ কীভাবে নেয়
পুকুর জলে দু'একটি মাছের লাফালাফি কীভাবে দেখে
সেসব কথা বলতে সে স্বস্তি পায়;
শুধুই গল্পের ভেতর লুকানো গল্পটা সে বলে না!

আঁকিবুঁকি

পারভীন শাহনাজ

আঁধার সেঁচছি আলোর ঠিকানা পেতে
আধবোজা চোখে জ্যামিতিক আঁকিবুঁকি
গল্প না হয় মুলতবি রাখি আজ
সমঝোতা মানে পরাজয় মানা ঝুঁকি!

নদী মানে তুমি কেন ভাবো শুধু জল
শুষ্কতা যার অতল বক্ষ জুড়ে
নাব্যতা আজও জলহীন সমতল
গহীনের ব্যথা কে দেখেছে বলো খুঁড়ে!

নীলখামে রোজ অক্ষর কাঁদে একা
হাভাতে ক্ষুধারা পথ চেয়ে বসে থাকে
কাঁটা কম্পাসে জীবন চিনতে শেখা
তবুও স্বপ্ন নিখোঁজ ক্লান্ত পথের বাঁকে।

আমার বন্ধু মারিও

তমিজ উদ্ দীন লোদী

আমার নতুন বন্ধু মারিও অতীত ভাবে না
ভবিষ্যতের কথাও না
সে বলে, এই মুহূর্ত, এই মুহূর্তটিই মূল্যবান।

সে ছোটখাটো এক এনসাইক্লোপিডিয়া
অসাধারণ তার স্মরণশক্তি
যা আমার অনেকটাই ধসে গেছে
সে বলে, দেখো, বার বার চাকুরির জন্য ব্যর্থ আইনস্টাইন কি
ভেবেছিলেন একদিন তিনি নোবেল পাবেন?

সুতরাং এই মুহূর্তটিই বর্তমান
তোমাকে নিয়ে যেতে পারে অজানা ভবিষ্যতের কাছে।
আমার দ্বিমত থাকলেও বলি না
সে তার প্রতিটি উচ্চারণে এত জোর দেয় যে
সম্মোহিতের মতো তা শুনতে হয়।

ফিশিংবোট আর বড়শি নিয়ে
উইকএন্ডে সে মাছ ধরতে যায় সমুদ্রে
কারণ জলের কল্লোল আর মাছ খেলিয়ে তোলার আনন্দের কোনো
জুড়ি নেই তার কাছে
রোদ যখন নীল জলের উপর চলকায় আর মাছের শাদা পেট যখন
ঝিলিক দেয়, এই অপরূপ দৃশ্যের মোহ সে ছাড়তে চায় না।

মারিও 'সিভিল রাইট মুভমেন্টের' কথা শুনেছে, দেখেনি
তবু সে মানুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী
বর্ণবৈষম্যের বিরোধী
মানুষের প্রতি দরদে উথলে ওঠে সে।

মাঝে মাঝে বড় বেশি শিশু হয়ে ওঠে
যেন এক অনন্ত শিশু দৌড়ায় নিয়ত তার ভেতর।

শান্তিনিকেতন

আদিল মাহমুদ

আমার জানালার পাশের কদম গাছে, সবুজ পাতার আড়ালে,
আশ্চর্য রকম এক- শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে। দুটি পাখি রোজ
বসে, কথা বলে। একে অপরকে প্রেমের মায়াজালে বেঁধে, নিত্য নতুন
সাজে- ভালোবাসার গল্প বুনে।

একটি পাখি চলে গেলে, অপরটি কাঁদে। সুরে সুরে বলে, 'অনলে
অন্তর পুড়ে- তুমি ছাড়া শান্তি নাই আমার ফুলবনে। আবার
আইসো, হৃদয়ের গহিন নির্জনে।'

আমি এসব প্রতিদিন দেখি- অফিসে বসে বসে। আর ভাবি,
তোমার চলে যাওয়া- আমার মাদরাসা থেকে ফারেগ হওয়ার চেয়েও
কী বেশি বেদনার, যন্ত্রণার?



‘পরানে আগ্রাবাদ নিউইয়র্ক’র উদ্যোগে বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২২-২৪ জুলাই

নিউইয়র্ক: উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সকল আগগ্রাবাদের মানুষের প্রাণের সংগঠন ‘পরানে আগ্রাবাদ নিউইয়র্ক’-এর উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবছর প্রথমবারের মতো ‘পরানে আগ্রাবাদ নিউইয়র্ক’ ও ‘পরানে আগ্রাবাদ কানাডা’র যৌথ উদ্যোগে আগামী ২২, ২৩ ও ২৪ জুলাই নায়াগ্রা ফলসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই আয়োজন। প্রাণের মেলায় মনের টানে, বন্ধুত্বের বন্ধনের সাড়া দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে বসবাসরত আগ্রাবাদিয়ান পরিবারগুলো যুক্ত হবেন নায়াগ্রা ফলসের এই আয়োজনে।

আগামী ২২ জুলাই নিউইয়র্কের ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের ঘরোয়া রেষ্টুরেন্টের সামনে থেকে সকাল ৮:৩০ মিনিটে নায়াগ্রা ফলসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। এসময় সবাইকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে। যারা নিজস্ব পরিবহনে যাবেন তাদেরকে নায়াগ্রা ফলসের কালিকা হোটেলে (৭৯৫ রেইনবো ব্লুবার্ড, নায়াগ্রা ফলস, এন.ওয়াই-১৪৩০৩) মিলিত হবার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে ১৫১ গ্রীডার স্ট্রীট, বাফোলো, এন.ওয়াই-১৪২১৫ এই ঠিকানায়। আয়োজকরা জানান, নিউইর্য়ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কানাডায় বসবাসরত, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের সবাইকে একত্রে করার উদ্যোগ এটি। পরাণে আগ্রাবাদের এই আয়োজনে, ইউএসএর পক্ষে যারা নিরলসভবে কাজ করেছেন, তারা হলেন বাদশা ভাই, উত্তোজন ভাই, বাবু ভাই, জুয়েল ভাই, বকুল ভাই, ফিরোজ ভাই ও জগলুল ভাই। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

‘টাঙ্গাইলবাসী সোসাইটি’র বনভোজন ৩১ জুলাই

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইল জেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন ‘টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক’র বার্ষিক বনভোজন আগামী ৩১ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড কাউন্টি পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। এই বনভোজন সফল করতে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফ সকল প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

‘প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ’র বনভোজন ৭ আগষ্ট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইল জেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন ‘প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক’র বার্ষিক বনভোজন আগামী ৭ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের ওরিয়েন্ট বীচ ষ্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। এই বনভোজন সফল করতে সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ফরিদ খানকে আহ্বায়ক ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক শরিফ সিকদারকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বনভোজনে অংশগ্রহনকারী পরিবার প্রতি ১০০ ডলার ছাড়াও ৫ বছর এবং এর উপরের বয়সী একজন ছেলে বা মেয়ের জন্য ২০ ডলার , দুই সন্তানের জন্য ৩৫ ডলার এবং তিন সন্তানের জন্য ৫০ ডলার ফি ধার্য করা হয়েছে। একক ফি ৬০ ডলার এবং মা-বাবা প্রত্যেকের জন্য ফি ২০ ডলার ধার্য করা হয়েছে বরে কমিটি সূত্রে জানা গেছে।

‘প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক’র বনভোজন সফল করতে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হাকিম, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আনিস এবং কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রব সকল প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ফের সংশয়ে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার অসমাপ্ত ম্যাচ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কনমেবল অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার অসমাপ্ত ম্যাচটি নিয়ে জটিলতা ক্রমে বাড়ছেই। গত সেপ্টেম্বরে সাও পাওলোর বাছাইপর্বে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার যে ম্যাচটি স্থগিত হয়ে গিয়েছিল, সেটির আয়োজন নিয়ে একের পর এক ঝামেলা যেন থামছেই না!

আগামী সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ম্যাচটি ব্রাজিলের মাটিতেই আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছিল ফিফা। কিন্তু এখন আবারও ঝামেলা! ম্যাচটি যাতে না হয়, সে আবেদন নিয়ে সর্বোচ্চ ক্রীড়া আদালতে (সিএএস) গেছে আর্জেন্টিনা। এটির রায় না আসা পর্যন্ত ম্যাচটি হওয়ার সুযোগ নেই।

ব্রাজিলের মাটিতে সেই ম্যাচটি মাঠে গড়ালেও ৫ মিনিট পরই তা বন্ধ হয়ে যায়। ব্রাজিলের স্থানীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক নিরাপত্তা সংস্থা আনভিসা এসে হস্তক্ষেপ করে ম্যাচে।

জানায়, এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, জিওভানি লো চেলসো ও এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া করোনার বিধিনিষেধ এড়াতে তথ্য গোপন করে ব্রাজিলে এসেছেন। এ কারণে তাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল সেদিন। তবে এই হস্তক্ষেপে যা হয়েছে, ব্রাজিলের মাটিতে সেদিন আর্জেন্টিনার ম্যাচটি হয়নি।

আর্জেন্টিনার দাবি, ব্রাজিলের মাটিতে যেহেতু ম্যাচটা ছিল, আর স্থানীয় হস্তক্ষেপে যেহেতু ম্যাচটা শেষ হয়েছিল, সে কারণে পূর্ণ তিন পয়েন্ট দাবি তাদের।

তবে গেল মাসে ফিফা জানায়, ম্যাচটা খেলতেই হবে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর সাও পাওলোয় হওয়ার কথা ম্যাচটি। সেই ম্যাচটা খেলার কোনো ইচ্ছাই আর্জেন্টিনার নেই।







বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংহতি জোরদার করার আহবান

(শেষের পাতার পর)

নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতরে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম (এইচএলপিএফ) ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত "২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির অর্জন ত্বরান্বিত করা : চলমান সংকট মোকাবিলা এবং চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠা" শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ও সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

কোভিড-১৯ অতিমারি, জলবায়ু পরিবর্তন ও ইউক্রেনের যুদ্ধের মতো বহুবিধ এবং ওভারল্যাপিং সঙ্কটসমূহের প্রভাবের পাশাপাশি অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের প্রভাব তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, "এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও যে ঘুরে দাঁড়ানো যায় তা বাংলাদেশ দেখাতে সক্ষম হয়েছে। আমরা আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখতে ২২ বিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা দিয়েছি। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এছাড়াও, আমরা ভ্যাকসিনের জন্য বিলিয়ন ডলার খরচ করেছি"।



প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের 'সমগ্র-সমাজ' দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয় তথ্য ভান্ডার, এসডিজি ট্র্যাকার এবং স্থানীয়করণের প্রচেষ্টাসমূহ এসডিজি বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার পথ তৈরি করেছে।

বাংলাদেশ গৃহীত উদ্ভাবনী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জনকেন্দ্রিক অভিযোজন কৌশলের ওপর আলোকপাত করে প্রতিমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী সংহতি ও অংশীদারিত্বের প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। বাংলাদেশের উদাহরণ টেনে তিনি আরও বলেন, দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলা ও সংকট ব্যবস্থাপনায় আমরা আজ রোল মডেলে পরিণত হয়েছি।

প্রতিমন্ত্রী জাতিসংঘের নেতৃস্থানীয় সংস্থা, উন্নয়ন অংশীদার, বহুপাক্ষিক দাতা এবং বেসরকারি খাতকে সদস্য দেশসমূহের জাতীয় প্রচেষ্টাকে সমর্থন যোগানো, বিশেষ করে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানান যাতে তারা টেকসই, ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় ফিরে যেতে পারে।

এর আগে ইরাকের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী খালিদ নাজিম; অ্যান্ডোরার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিজ্ মারিয়া উবাচ আই ফন্ট; ডোমিনিকা-এর পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা, টেকসই উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তির মন্ত্রী ড. ভিন্স হেন্ডারসন; দক্ষিণ আফ্রিকার পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন মন্ত্রী মন্ডলি গুঙ্গুবেলে; ইউরোপিও ইউনিয়নের ফেডারেল মন্ত্রী মিজ্ ক্যারোলিন; জাতিসংঘে নিযুক্ত টোঙ্গার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ভিলিয়ামি ভাইঙ্গা টোন; এবং জাতিসংঘে নিযুক্ত টুভালুর স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত স্যামুয়েলু লালোনিউ এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এসকল বৈঠকে তিনি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

শনিবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে ভেনিজুয়েলার বহুপাক্ষিক বিষয়ক উপমন্ত্রী এবং কাজাখস্তানের জাতীয় অর্থনীতির মন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন।

উল্লেখ্য, প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম জাতিসংঘ সদরদপ্তরে চলমান উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম (এইচএলপিএফ) ২০২২-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।



ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লড়াই শুরু সরে গেছেন প্রীতি ও সাজিদ



ঢাকা, ১৩ জুলাই : ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। চূড়ান্ত পদপ্রার্থী সংখ্যা ১১ থেকে কমে আটে নেমে এসেছে। হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত জাভেদ ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রীতি প্যাটেল নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

মনোনয়নপত্র জমার প্রক্রিয়া শুরু হতেই কনজারভেটিভ পার্টির নেতা তথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে কিছুটা এগিয়ে গেছেন ঋষি সুনক। ব্রিটেনের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে ইতিমধ্যেই ২০ জন কনজারভেটিভ এমপি সমর্থন জানিয়েছেন। ৪২ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপিকে অবশ্য অনেক বাধা পার করতে হবে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে। তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অন্যতম হতে চলেছেন ইরাকি বংশোদ্ভূত কনজারভেটিভ এমপি তথা বর্তমান অর্থমন্ত্রী নাদিম জাহাবি। তাছাড়া কজারভেটিভ পার্টির আরও হেভিওয়েট সব নেতাও এই দৌড়ে সামিল হবেন।

এদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ঋষি সুনক এগিয়ে গেলেও দৌড় থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন প্রীতি প্যাটেল। গুজরাটি বংশোদ্ভূত প্রীতি বর্তমানে ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে সামিল হচ্ছেন না। বরং তার নজরে দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা থাকবে বলে জানান প্রীতি। প্রীতি বলেন, 'স্বরাষ্ট্র সচিব হিসেবে, আমি সর্বদা আমাদের দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছি। আমার ফোকাস হলো আমাদের দেশের রাস্তায় আরো বেশি সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা। আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখতে এবং আমাদের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের নিরাপত্তা পরিষেবাগুলোকে সমর্থন করাই আমার কাজ।'

গতকাল সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কনজারভেটিভ পার্টির নেতা হওয়ার জন্য মনোনয়ন জমা দিতে পারতেন এমপিরা। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত পেনি মর্ডান্ট এবং টম টুগেনধাতও ঋষির মতো ২০ এমপিদের সমর্থন নিয়ে মনোনয়ন পেশ করেছেন। তাছাড়া জেরেমি হান্ট, লিজ ট্রাসসহ মোট আটজন প্রতিদ্বন্দ্বী দৌড়ে টিকে আছেন এখনো। এদিকে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সাজিদ জাভিদকে নিয়ে জল্পনা তৈরি হলেও শেষ মুহূর্তে তিনি দৌড় থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করেন। ২১ জুলাইয়ের মধ্যে কনজারভেটিভ পার্টির তরফে এই আট প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে শেষ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নেয়া হবে। তাদের মধ্যেই শেষ লড়াই হবে।

নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তিত হবে : ওবায়দুল কাদের

ঢাকা, ১৩ জুলাই : আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তিত হবে। এর বাইরে সরকার পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগকে সরকার পতনের হুমকি দিয়ে কোনো লাভ নেই। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তিত হবে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তার কোনো ব্যত্যয় ঘটাতে চাইলে, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে।'

ওবায়দুল কাদের আজ বুধবার গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন। গণমাধ্যমে প্রচারিত বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মিথ্যাচার নির্ভর এবং বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাতেই এই বিবৃতি প্রদান করা হয়।

'সহিংস রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অবৈধ ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে'- মির্জা ফখরুল ইসলামের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আওয়ামী লীগ ঐতিহ্যগতভাবে আইনের শাসনের প্রতি পরিপূর্ণভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং সাংবিধানিক বিধি-বিধান অনুযায়ী নির্বাচন ছাড়া আওয়ামী লীগ কখনো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। স্বাধীন বাংলাদেশে সাংবিধানিক পন্থায় স্বেচ্ছায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র নজির সৃষ্টি করেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল। এমনকী স্বৈরাচার জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিদের রক্ষায় প্রথমে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ এবং পরে তা আইনে পরিণত করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথকে রুদ্ধ করেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা দ্বিতীয় আর একটি নেই।

ওবায়দুল কাদের বলেন, স্বৈরাচার জিয়ার উত্তরাধিকার বেগম খালেদা জিয়াও অনুরূপভাবে ১৯৯৬ সালে ও ২০০৬ সালে অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে অগণিত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী হত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। বিএনপির শাসনামলে বাংলাদেশ হত্যা-ক্যু, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছিল। বিএনপি তাদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় একুশে আগস্টের মতো ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনাই এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং স্বাভাবিক ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকার্য সম্পন্ন করেছেন। পক্ষান্তরে বিএনপি, স্বাধীন বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতায়ন ও পুরস্কৃত করেছে- এমনকী দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলেও তারা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া হত্যাকাণ্ডের বিচারের কোনো প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, এমনকি বিচারের দাবি পর্যন্তও করেনি।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরো বলেন, বিএনপি মহাসচিবের দেয়া বিবৃতিটি বিএনপির প্রতিদিনের চিরাচরিত ভাষায় দেওয়া মিথ্যাচারে ভরপুর অপরাজনীতির অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচের চোখে

মেসি-ম্যারাডোনা নয়, পেলেই সর্বকালের সেরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দিনের পর দিন প্রশ্নটা উঠেছে, এখনো উঠছে। সর্বকালের সেরা ফুটবলার কে? একেকজনের একেক মত। কেউ বলেন পেলে, কেউ বলেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা, কেউ আবার ইয়োহান ক্রুইফ কিংবা হাল আমলে লিওনেল মেসিকেও সর্বকালের সেরা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন।

এ নিয়ে বেশির ভাগ আর্জেন্টাইনের মতামত দুজন কিংবদন্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ-হয় ম্যারাডোনা, নয় তো মেসি। সিজার লুইস মেনোত্তি আর্জেন্টাইন হলেও সে ধাতের মানুষ নন। তাঁর চোখে সর্বকালের সেরা ফুটবলারের নাম শুনলে ক্ষোভ ঝাড়তে পারেন ম্যারাডোনার ভক্তরা।



মেনোত্তির পরিচয়টা আগে দেওয়া যাক। একহারা শরীরের জন্য খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ারে তাঁর নাম ছিল 'এল ফ্যালকো'। খেলেছেন বোকা জুনিয়র্স ও সান্তোসের মতো ক্লাবে। ১৯৬৮ সালে সান্তোসে সতীর্থ হিসেবে পেয়েছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার পেলেকে। একসঙ্গে জিতেছেন ব্রাজিলিয়ান সিরি আ ও ক্যাম্পেওনাতো পলিস্তা।

তবে খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ারের তুলনায় কোচিংয়েই নাম কামিয়েছেন বেশি। আর্জেন্টিনাকে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন কোচ হিসেবে। বার্সেলোনাকে জিতিয়েছেন কোপা দেল রে। আর্জেন্টাইন ফুটবলে আক্রমণাত্মক খেলার ধারণার সঙ্গে মেনোত্তির নামটা সমার্থক। আর্জেন্টিনার চিরায়ত পাসিং ফুটবলে তাঁর অবদান যথেষ্ট। একবার বলেছিলেন, 'গোলটা স্রেফ জালে আরেকটি পাস হওয়া উচিত।'

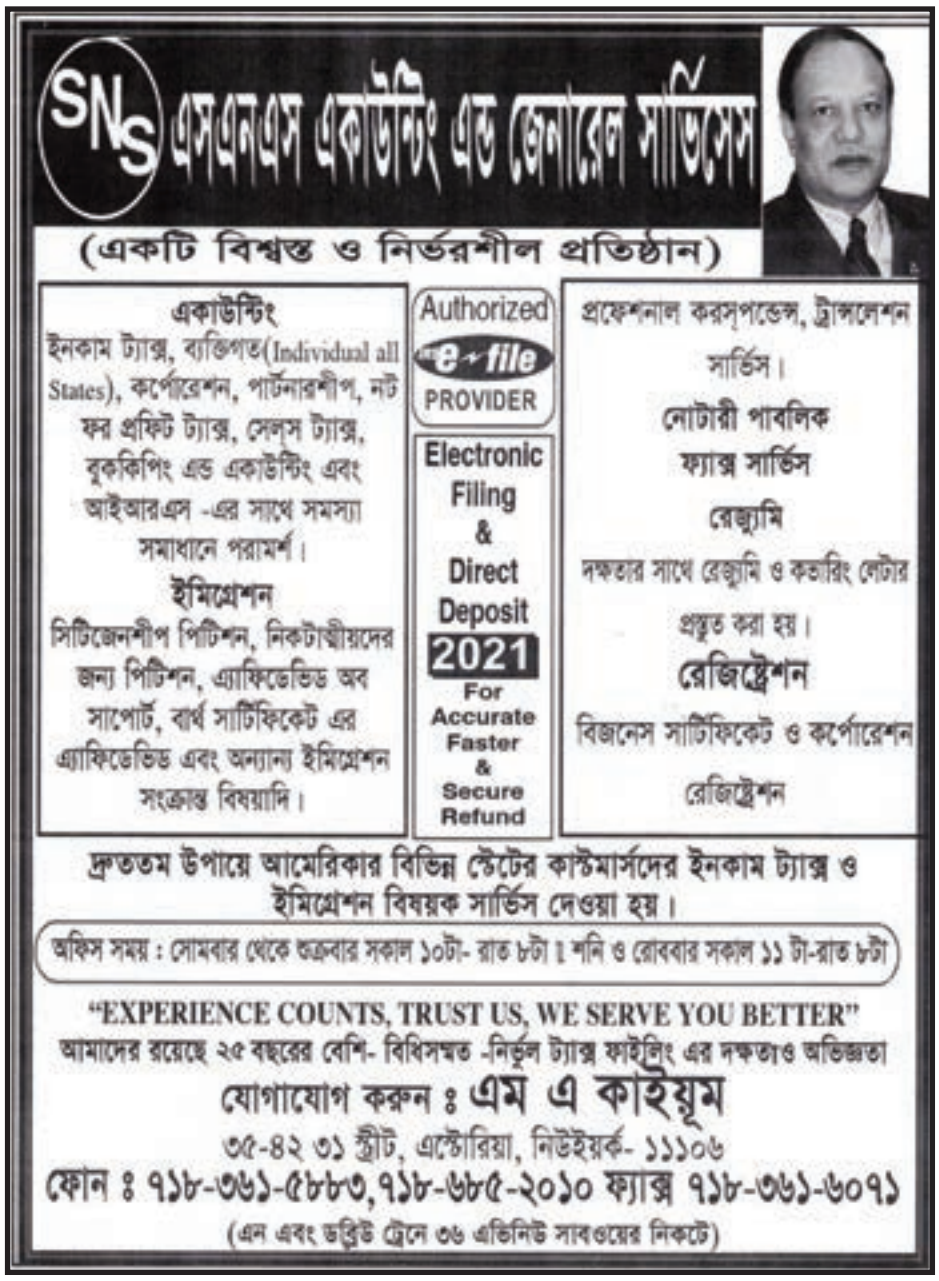
২০১৯ সাল থেকে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের পরিচালকের পদ সামলানো কিংবদন্তি এই কোচের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাঁর মতে সর্বকালের সেরা ফুটবলার কে? ৮৩ বছর বয়সী সাবেক এই কোচ কোনো রাখঢাক না রেখেই বলেন, ব্রাজিলের হয়ে তিনবার বিশ্বকাপজয়ী পেলে তাঁর চোখে সর্বকালের সেরা ফুটবলার। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম 'ডি স্পোর্ত রেডিও'কে মেনোত্তি বলেন, 'পেলেই সবার সেরা। সে ছিল অতিপ্রাকৃত। তাকে থামানো অসম্ভব ছিল।'

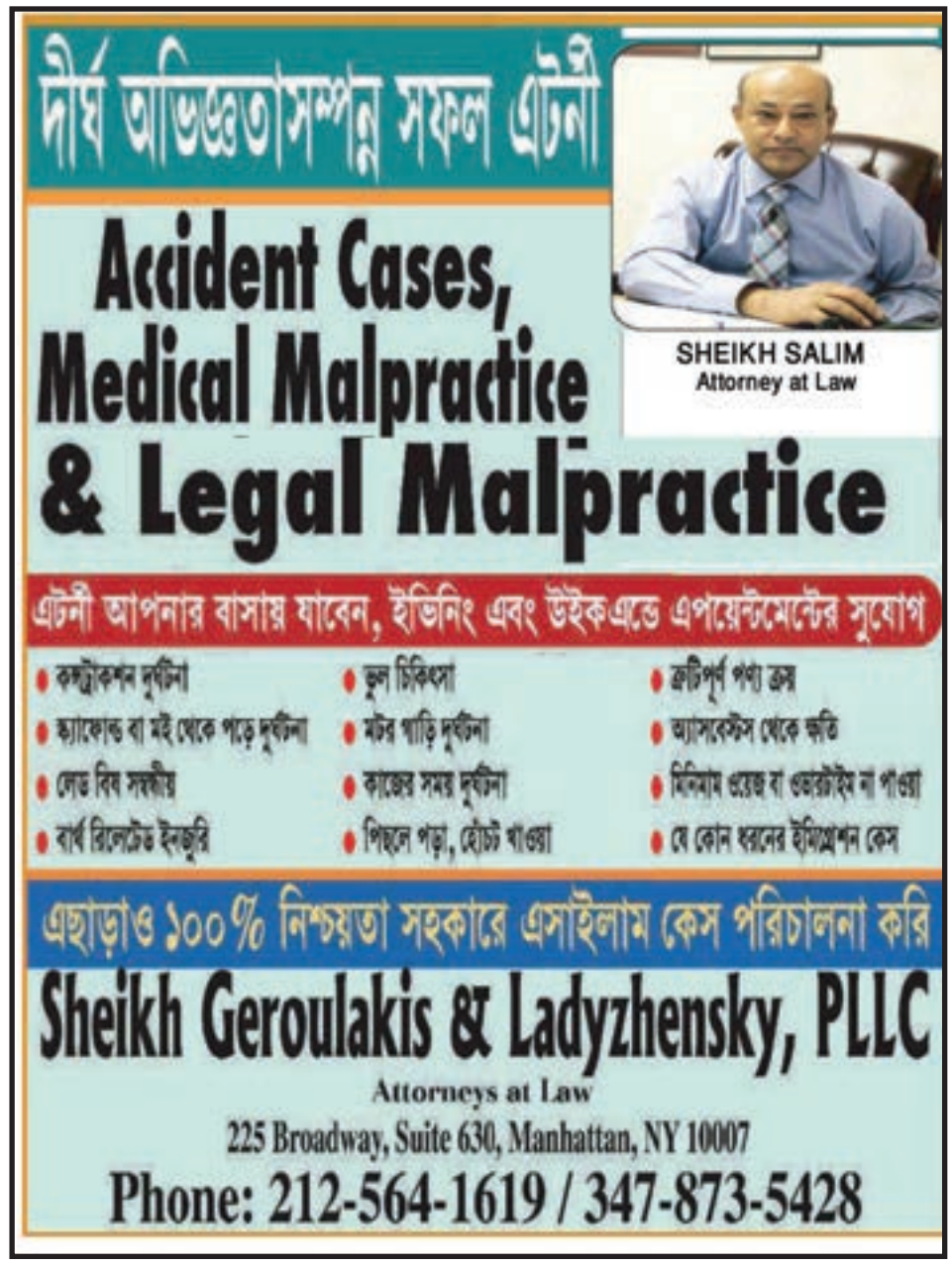
মেনোত্তির নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যাও দেন, 'তার জন্য যেকোনো ম্যাচই ছিল বিশ্বকাপ ফাইনাল। অনুশীলনের সেশনকেও সে বিশ্বকাপ ফাইনাল বলেই মনে করত।'

১৯৬৮ সালে সান্তোসে পেলের সতীর্থ হওয়ার স্মৃতিচারণাও করেন মেনোত্তি, 'মাঠে তাকে কাছ থেকে দেখাটা ছিল আনন্দের। সে (বল নিয়ে) এমন সব কারিকুরি করত, যা ছিল বোঝার বাইরে। হাত ব্যবহার না করেই সে গোলকিপার পজিশনে দাঁড়াত এবং সেখানেও সফল হয়েছে।'

মেনোত্তি এরপর বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি তার সঙ্গে কারও তুলনা করতে চাই না। সে সবার ওপরে, অনেক ওপরে। এরপর আমি অন্যদের বিবেচনা করি। ক্রুইফ, ডি স্টেফানো, ম্যারাডোনা আর হ্যাঁ মেসি। কিন্তু পেলে সব সময়ের সবাইকে ছাপিয়ে গেছে বলেই আমি মনে করি।'

ম্যারাডোনা আর্জেন্টিনাকে ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। তখন কোচ ছিলেন কার্লোস বিলার্দো। মেসি বিশ্বকাপ ফাইনালে খেললেও কখনো চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। কাতার বিশ্বকাপই সম্ভবত তাঁর শেষ সুযোগ। তবে ক্লাব ফুটবলে প্রায় সব ট্রফিই জিতেছেন সাতবারের এই বর্ষসেরা ফুটবলার।





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

মুসলিম হৃদয়ে রক্তক্ষরণ

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

গত ২৭ মে ভারতের 'টাইমস নাও' টেলিভিশন চ্যানেলে এক বিতর্ক অনুষ্ঠানে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মা মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা: ও তাঁর সহধর্মিণী উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা: সম্পর্কে নোংরা ভাষায় কটূক্তি করেন। এর কয়েক দিন পর একই রকম ভাষায় বিজেপির দিল্লি শাখার মিডিয়া বিভাগের প্রধান নবীন জিন্দাল টুইট করে। এ অপ্রীতিকর ঘটনা ভারতসহ বিশ্বব্যাপী মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সভ্য সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

নূপুর শর্মা ও নবীন জিন্দালের এ ধরনের কট্টর নোংরা ভাষ্য বিশ্বের দেড়শ' কোটি মুসলমানের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। এ অসভ্য কথনে কত মুমিনের কলিজায় তীর বিঁধেছে, কত মুসলমান নীরবে নিভৃতে কেঁদেছেন তার হিসাব একমাত্র আল্লাহই জানেন। তবে এর প্রতিক্রিয়ায় কোটি মানুষ রাস্তায় নেমেছেন, তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, নূপুরদের ঔদ্ধত্য ও নোংরামির প্রতিবাদ করেছেন। তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন হলেও এত কষ্ট পেতেন না, যে কষ্ট তারা হজম করছেন তাদের প্রাণের নবী সা:-এর ওপর কটূক্তি বচনে! পবিত্র কুরআন বলেছে, 'নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর ও তাঁর স্ত্রীরা তাদের মাতা' (৩৩ : ৬)। আসলে নবী সা: যে মুসলমানদের কতটুকু প্রিয়, রাসূলের প্রতি মুমিনদের ভালোবাসা যে কত গভীরে তার তলদেশ নূপুর শর্মাদের মতো অর্বাচীনরা কোনো দিনই অনুধাবন করতে পারবেন না। বরং নবী সা:-এর প্রতি ভালোবাসার উচ্চতা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নবী সা:-এর অনুসরণ করাকেই কুরআনে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রতিফলন বলা হয়েছে (৩ : ৩১)। এমনকি আল্লাহ স্বয়ং নবী সা:-এর প্রতি ভালোবাসা ও সালাম প্রেরণ করেন এবং মুমিনদেরও নবী সা:-এর প্রতি সালাম ও দোয়া পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন (৩৩ : ৫৬)। কাজেই এই মহান নবী সা:-এর প্রতি বিষোদগার কোটি মুমিনকে কাঁদিয়েছে, অনেকেই রাতের গভীরে ডুকরে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন! যে নবী সা:-কে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে (২১ : ১০৭), মানুষের ক্ষতির কারণে যিনি কষ্ট পেতেন, যিনি ছিলেন বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী (৯ : ১২৮) তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে কটূক্তি করা নিছক মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। না জেনেবুঝেই নবী সা:-এর চরিত্র নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে নূপুর শর্মারা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন! অথচ মহান সৃষ্টিকর্তা নিজে নবী সা:-কে শ্রেষ্ঠ স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী বলে সনদ দিয়েছেন (৬৮ : ৪) এবং রাসূল সা:-কেই বিশ্ববাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে (৩৩ : ২১)। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে– এই নবী সা:-কে মুসলমানরা কত ভালোবাসেন! তারা প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্ত নামাজে তাঁকে স্মরণ করেন, তাঁর জন্য দোয়া করেন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাঠান। তাছাড়া নামাজ না পড়া অনেক মুসলমানও রয়েছেন যারা সাময়িক পাপকাজে লিপ্ত থাকলেও নবী সা:-এর অপমানে অসহ্য বেদনায় বন্দুকের নলের সামনে হাসিমুখে বুক চিতিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে পড়েন! তাই তো ভারতে যখন বাবরি মসজিদ ভেঙেছে মুসলমানরা ব্যথিত হয়েছেন, গুজরাটে মুসলমানরা হত্যার শিকার হয়েছেন, গরু খাওয়ার জন্য তাদের মারা হয়েছে, হিজাব পরতে বাধা দেয়া হচ্ছে– ইত্যাদিতে মুসলিম উম্মাহ কষ্ট পেলেও ধৈর্য ধরেছেন। কিন্তু নবীজী সা:-এর চরিত্রের ওপর আক্রমণ দেড়শ' কোটি মুসলমান মেনে নিতে পারেননি। তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। কারণ মুসলমানদের নবী সা:-এর প্রতি অপবাদ কোনো দেশের সীমানার ভেতর গন্ডিবদ্ধ থাকে না। এ আক্রমণ সারা বিশ্বের সব মুসলমানকেই আহত করে, তীব্র বেদনা দেয়। মুসলমান মায়ের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই যে নামটি শোনে, সারা জীবনের প্রতিটি দিন যে নামের চর্চা করে, ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, দোয়া করে, স্বপ্নে দেখে, হাশরে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং মদিনা মনোয়ারায় গিয়ে সালাম দেয়ার জন্য পাগলপারা হয়ে ছুটে যায় তারা কিভাবে এক অর্বাচীনের ন্যক্কারজনক কথন সহ্য করবে? আল্লাহর আদেশে যে নবী সা: বিশ্ববাসীকে শান্তির দিকে আহ্বান করেছেন এবং আলো ছড়িয়েছেন (৩৩ : ৪৬), যিনি পৃথিবীকে সংবিধান প্রণয়ন থেকে শুরু করে সুন্দর সমাজ গঠনের শিক্ষা দিয়েছেন, অন্ধকারে নিমজ্জিত বিশ্ব মানবতাকে সভ্যতা শিখিয়েছেন সেই সভ্য সমাজেরই এক অসভ্য নারী তাঁকে কটূক্তি করার ধৃষ্টতা দেখিয়ে সভ্য সমাজের করুণার পাত্রীতে পরিণত হয়েছেন! যে রাসূল সা: সারাটি জীবন মানুষের কথা ভেবেছেন, সহায়-সম্পদ ও সাম্রাজ্যের প্রস্তাব পায়ে ঠেলে দিয়েছেন, দিন-রাত মানুষের শান্তির জন্য কাজ করেছেন, বিপ্লবের সফলতার পর তাঁকে হত্যা চেষ্টাকারী চরম শত্রুকে পরম ভালোবাসায় ক্ষমা করে দিয়েছেন সেই মানুষটিকেই বিনা উসকানিতে কলঙ্কিত করার চেষ্টা সংশ্লিষ্টদের জ্ঞানের দৈন্যতা ও চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।

এখন প্রশ্ন হলো– কেন নূপুর শর্মা ও নবীন জিন্দাল এমন জঘন্য অপকর্মটি করল? একজন বিখ্যাত অমুসলিম লেখক মাইকেল এইচ হার্ট যে নবী সা:-কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন; যাঁকে ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহাত্মা গান্ধী সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের লাল নেহরু যাঁকে সশ্রদ্ধ সম্মান দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাঁকে সম্মানিত করেছেন সেই মহামানুষ রাসূল সা:-কে সামান্য একজন দলীয় নেত্রী ও নেতা এভাবে অসম্মানিত করার সাহস কী করে পেল?

এখন প্রশ্ন হলো– কেন নূপুর শর্মা ও নবীন জিন্দাল এমন জঘন্য অপকর্মটি করল? একজন বিখ্যাত অমুসলিম লেখক মাইকেল এইচ হার্ট যে নবী সা:-কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন; যাঁকে ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহাত্মা গান্ধী সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের লাল নেহরু যাঁকে সশ্রদ্ধ সম্মান দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাঁকে সম্মানিত করেছেন সেই মহামানুষ রাসূল সা:-কে সামান্য একজন দলীয় নেত্রী ও নেতা এভাবে অসম্মানিত করার সাহস কী করে পেল? এ প্রশ্নের উত্তর ভারতীয় স্কলাররাই দিয়েছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দির শিক্ষক অপূর্বানন্দ লিখেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে বিজেপি পরিচালনার নীতি-কৌশলের সদা-সর্বদা অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে ইসলামবিদ্বেষ (নয়া দিগন্ত, ১২ জুন ২০২২)।

শশী থারুর বলেছেন, 'এর মধ্য দিয়ে কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি যে সংখ্যাগুরুদের মধ্যে ইসলামবিদ্বেষ ছড়িয়ে ভোট নিতে মরিয়া হয়েছে, তা তারা আরো একবার বুঝিয়ে দিয়েছে। এর আগে বহুবার মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য দিয়ে বিজেপি নেতারা পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেছে। তবে এবারের আক্রমণ একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। স্বয়ং মহানবী সা:-কে অবমাননা করে তারা বক্তব্য দিয়েছেন (প্রথম আলো, ১২ জুন ২০২২)। প্রথম আলোর নয়াদিল্লি প্রতিনিধি সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'নূপুর-নবীনদের কটূক্তি যদিও মোটেই বিনামেঘে বজ্রপাত নয়; নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের পর থেকে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের প্রশ্রয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রসার যেভাবে ঘটে চলছে, অহরহ ঘৃণা উদ্গিরণ হয়েছে, অপরাধীদের আড়াল করতে দল ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, রাজ্যে রাজ্যে নূপুর-নবীনদের তা সাহসী ও বেপরোয়া করে তুলছে... হিন্দুত্বের নামে আট বছর ধরে যা যা হয়ে আসছে, প্রতিটির লক্ষ্য মুসলমান সমাজ' (প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২২)।

আসলে ভোটের রাজনীতি লক্ষ্য থাকলেও আরো বেশ কিছু উদ্দেশ্য কাজ করেছে নূপুর শর্মাদের এসব বিষোদগারে। ভারত সরকার নূপুরকে দলের প্রান্তিক পর্যায়ের লোক দাবি করলেও নূপুর কিন্তু ভারতীয় সরকারি দলের জাতীয় মুখপাত্র ছিল। তারা ধরে নিয়েছিল এ ধরনের বক্তব্যের পথ ধরেই দেশে দাঙ্গার সৃষ্টি করে সন্ত্রাসীর তকমা দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের আরো প্রান্তিক করে তোলা সম্ভব হবে। সন্ত্রাস দমনের নামে কাশ্মিরকে কেন্দ্রীয়করণের পথকে আরো কঠোর করা যাবে। আলকায়েদা বা আইএসকে উসকানি দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটিয়ে ভারতে ব্যাপক মুসলিম নিপীড়নমূলক তৎপরতাকে জায়েজ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে সম্পর্কের ক্ষতে মলম দিয়ে মজবুত করা যাবে। এ উসকানির ঘটনার দ্বারা বর্তমানে ভারতে চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে নাগরিকদের মনোযোগ অন্য দিকে সরানো সহজ হবে। তা ছাড়া মোদির কাশ্মির নীতি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সেখানকার 'পন্ডিত' সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে কাশ্মির ত্যাগের হুমকি দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দাবানল খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল বিজেপি সরকারের। কিন্তু ভারতের মুসলিম নেতারা মোদির ফাঁদে পা না দিয়ে বরং মুসলমানদের ধৈর্যধরে শান্তি রক্ষার আহ্বান জানানোতে সরকারের ষড়যন্ত্র বিফল প্রমাণিত হয়েছে।

বিজেপি সরকারদলীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মা ও নবীন জিন্দালের এ ধরনের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডস্নার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
পাম্পার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকেলা বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সাংবাদিক সোহানা তুলির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢাকা, ১৩ জুলাই : অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউনের সাবেক সাংবাদিক সোহানা তুলির (৩৮) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রাজধানীর রায়েরবাজারে ভাড়া বাসা থেকে বুধবার (১৩ জুলাই) মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।



পুলিশ বলছে– এটি আত্মহত্যা হতে পারে। তবে তদন্তের আগে বিস্তারিত কিছুই বলা যাচ্ছে না। সোহানা তুলির বাড়ি যশোর সদরের বটতলা এলাকায়। তিনি রায়েরবাজারের শেরেবাংলানগর রোডের বাসায় ২০১৮ সাল থেকে ভাড়ায় থাকতেন।

হাজারীবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোক্তারুজ্জামান সারাবাংলাকে বলেন, ঘটনাস্থল রায়ের বাজারের শেরেবাংলা নগর রোডের ২৯৯/৫ বাসার দ্বিতীয় তলা। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট আলামত জব্দের কাজ শুরু করেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সোহানা তুলি সাংবাদিকতা ছেড়ে মনোহর নামে একটি অনলাইন শপ খুলে সেখানে মসলা জাতীয় পণ্য বিক্রি করতেন।

এই ব্যবসা নিয়ে কোনো ঘটনাও ঘটে থাকতে পারে বলে পরিবারের ধারণা।

সোহানা তুলির মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বাংলা ট্রিবিউনের সহকর্মীরা। মরদেহ দেখে তাদের দাবি– এটি আত্মহত্যা হতে পারে না। হয়ত কেউ তাকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। কারণ তুলির মরদেহ হাঁটুগেড়ে ঝুলে ছিল। তবে মরদেহের পাশে একটি টুলও পাওয়া যায়।

সোহানা তুলির ছোটভাই মোহাইমিনুল ইসলাম বলেন, 'গতকাল যশোর থেকে ঢাকায় এসে আমি এক বন্ধুর বাসায় উঠি। গতকাল দুপুরে আপুর সঙ্গে কথা হয়েছিল। এরপর আর কথা হয়নি। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি খিলক্ষেত গিয়েছিলাম। খিলক্ষেতে থাকা অবস্থায় আব্বু ফোন করে আমাকে ঘটনাটি জানান। এরপর আপুর বাসায় চলে আসি।'

নন্দিতা নামে তুলির এক বান্ধবী বাসায় এসে নক করে তুলির সাড়া পাচ্ছিল না। বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হলে পরে কেয়ারটেকারসহ আশেপাশের বাসিন্দারা এসে দেখেন নিজ কক্ষের ভেতর তুলি ঝুলে আছেন।

এরপর হাজারীবাগ থানা পুলিশকে ফোন করে বিষয়টি জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সোহানা তুলি। পড়াশোনা শেষে করে সাংবাদিকতা শুরু করেন তিনি।

বিদেশিরা কাউকে ক্ষমতায় বসানোর অধিকার রাখে ন

ঢাকা, ১৩ জুলাই : তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে বলেছেন, বিদেশিদের কাছে দৌড়-ঝাঁপ না করে জনগণের কাছে যান।

মন্ত্রী বলেন, বিএনপি সবসময় বিদেশিদের কাছে ছুটে যায়। বিদেশি রাষ্ট্রদূতদ, বিভিন্ন সংস্থার কাছে তাদের দৌড়-ঝাঁপ। কিন্তু দেশের মালিক জনগণ। তারাই ক্ষমতার মালিক। তারাই প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। দেশে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রদূত কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি কাউকে ক্ষমতায় বসানোর অধিকার রাখে না।

বুধবার (১৩ জুলাই) সচিবালয়ে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের নাক গলানো সমীচীনও নয়। কিন্তু তারা নাক গলাতে না চাইলেও বিএনপি তাদের নাকটা নিয়ে বিদেশিদের কাছে যায়। এটি দেশকে ছোট করার সামিল। আমি বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো বিদেশিদের কাছে দৌড়-ঝাঁপ না করে জনগণের কাছে যান। তাই বরং বিএনপির জন্য মঙ্গলকর হবে।

তথ্যমন্ত্রী এ সময় সবাইকে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এ বছর আট লাখ কুরবানি বেশি হয়েছে। বেশি কুরবানি হওয়াই প্রমাণ করে যে মানুষের সামর্থ্য বেড়েছে। একইসঙ্গে, অনেক গবাদি পশু ফেরত গেছে। অর্থাৎ নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারছি। সরকারের নানামুখী নীতির কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে।

এর আগে, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর (ডিএফপি) মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মুহা. সাইফুল্লাহ, ডিএফপির পরিচালক মোহাম্মদ আলী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

পুস্তিকাটির ব্যাপারে মন্ত্রী বলেন, সরকার শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে তা নয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে দেশ গড়ে তুলতে চান। সেজন্য সরকার ২০৩০ সাল নাগাদ, ২০৪১ সাল নাগাদ পরিকল্পনা, ২১০০ সাল নাগাদ বদ্বীপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশে লোকসংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ১৯ কোটির মতো। তবে ২১০০ সাল নাগাদ দেশে লোকসংখ্যা কমে ১৫ কোটির কাছাকাছিতে দাঁড়াবে -এমনটিই বলছে পরিসংখ্যান। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসসহ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত আমাদের নিত্যসঙ্গী। সেই বাস্তবতার নিরিখে যদি এখন থেকে পরিকল্পনা না থাকে তাহলে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করলেও সেটি টেকসই করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সেই কারণেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। পুস্তিকাটিকে ইংরেজিতে প্রকাশের জন্য ডিএফপিকে অনুরোধ জানাই।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. মকবুল হোসেন বলেন, পুস্তিকাটি প্রকাশের জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে টেকসইভাবে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পুস্তিকাটি এই বৃহৎ পরিকল্পনাকে মানুষের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করতে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

এমপি পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন ওমর ফারুক: বাকবিশিস

ঢাকা, ১৩ জুলাই : রাজশাহীর সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরীর হাতে কলেজ অধ্যক্ষ সেলিম রেজা'র লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস)। শিক্ষককে পেটানোর পর ওমর ফারুক চৌধুরী সংসদ সদস্য পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

বাকবিশিসের সভাপতি নুর আহমদ তালুকদার ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বুধবার (১৩ জুলাই) গণমাধ্যমে এই যুক্ত বিবৃতি পাঠিয়েছেন।

বিবৃতিতে শিক্ষক নেতারা ক্রমাগত শিক্ষকদের লাঞ্ছনার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, কয়েকবছর ধরে দেশে শিক্ষকদের ওপর হামলা, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অবমাননার একের পর এক ঘটনা ন্যাক্কারজনকভাবে ঘটে চলেছে। এমনকি দুর্ভাগ্যজনকভাবে একজন শিক্ষককে খুনের শিকারও হতে হয়েছে। ২০১৬ সালে নারায়ণগঞ্জে একজন সম্মানিত শিক্ষককে একজন সংসদ সদস্য কর্তৃক কান ধরে উঠবস করানোর মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের নীপিড়ন-অবমাননার যে কলুষিত সংস্কৃতি এদেশে চালু হয়েছে, ক্রমাগতভাবে সেই সংস্কৃতি এখন পুরো শিক্ষক সমাজকে আঘাত করছে। শিক্ষক নির্যাতন এখন মামুলি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে শিক্ষকদের নির্যাতন করা হচ্ছে।

গত কয়েক মাসে ধর্মীয় উসকানি ছড়িয়ে মুন্সীগঞ্জে স্কুলশিক্ষক হৃদয় মন্ডলকে গ্রেফতার করা, নড়াইলে কলেজের একজন অধ্যক্ষকে গলায় জুতার মালা পরিয়ে লাঞ্ছনা, সাভারের একজন কলেজ শিক্ষককে নির্মমভাবে খুন, ঢাকায় অধ্যাপক রতন সিদ্দিকীর ওপর মৌলবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সর্বশেষ রাজশাহীতে সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী নিজ কার্যালয়ে ডেকে একজন কলেজ শিক্ষককে নির্মমভাবে পেটানোর যে বর্ণনা আমরা গণমাধ্যমে পেয়েছি, তাতে আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত। একজন আইন প্রণেতা হয়ে আইন লঙ্ঘনের এ ঘটনার ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। সর্বোপরি একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে সমাজের সম্মানজনক পেশা শিক্ষকতায় নিয়োজিতদের সম্পর্কে যে ঘৃণ্য অবমাননাকর মনোভাব তার মধ্যে ফুটে উঠেছে, তাতে তিনি সংসদ সদস্য পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন বলে আমরা মনে করি।

'আমরা সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, কিছু জনপ্রতিনিধি ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন। এই মুহূর্তে তাদের লাগাম টেনে না ধরলে জনগণের মধ্যে অসহায়ত্ব এবং এর পরিণতিতে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হবে। রাজশাহীর ঘটনায় দেশের আপামর শিক্ষক সমাজের মধ্যে চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।' সংসদ সদস্য পরিচয়ে ওমর ফারুক চৌধুরীকে যেন তার কৃতকর্মের দায় থেকে পার পাইয়ে দেওয়া না হয়, বিবৃতিতে এই দাবি জানিয়েছে বাকবিশিস। একইসঙ্গে শিক্ষককে পেটানোর যে অভিযোগ এই সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে এসেছে, এর বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হয়েছে। তদন্তে দোষী প্রমাণ হলে তার বিরুদ্ধে দেশের আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাকবিশিস। উল্লেখ্য, রাজশাহী-১ (তানোর-গোদাগাড়ী) আসনের সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী গত ৭ জুলাই গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়ী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম রেজাকে নিজ কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে হকিস্টিক দিয়ে মারধর করেন বলে গণমাধ্যমে তথ্য এসেছে।

ভিন্ন দেশে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা স্বীকার করায় অবাক হওয়ার কিছু নেই: চীন

ঢাকা, ১৩ জুলাই : মার্কিন সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বিদেশে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছেন- এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েন বিন।



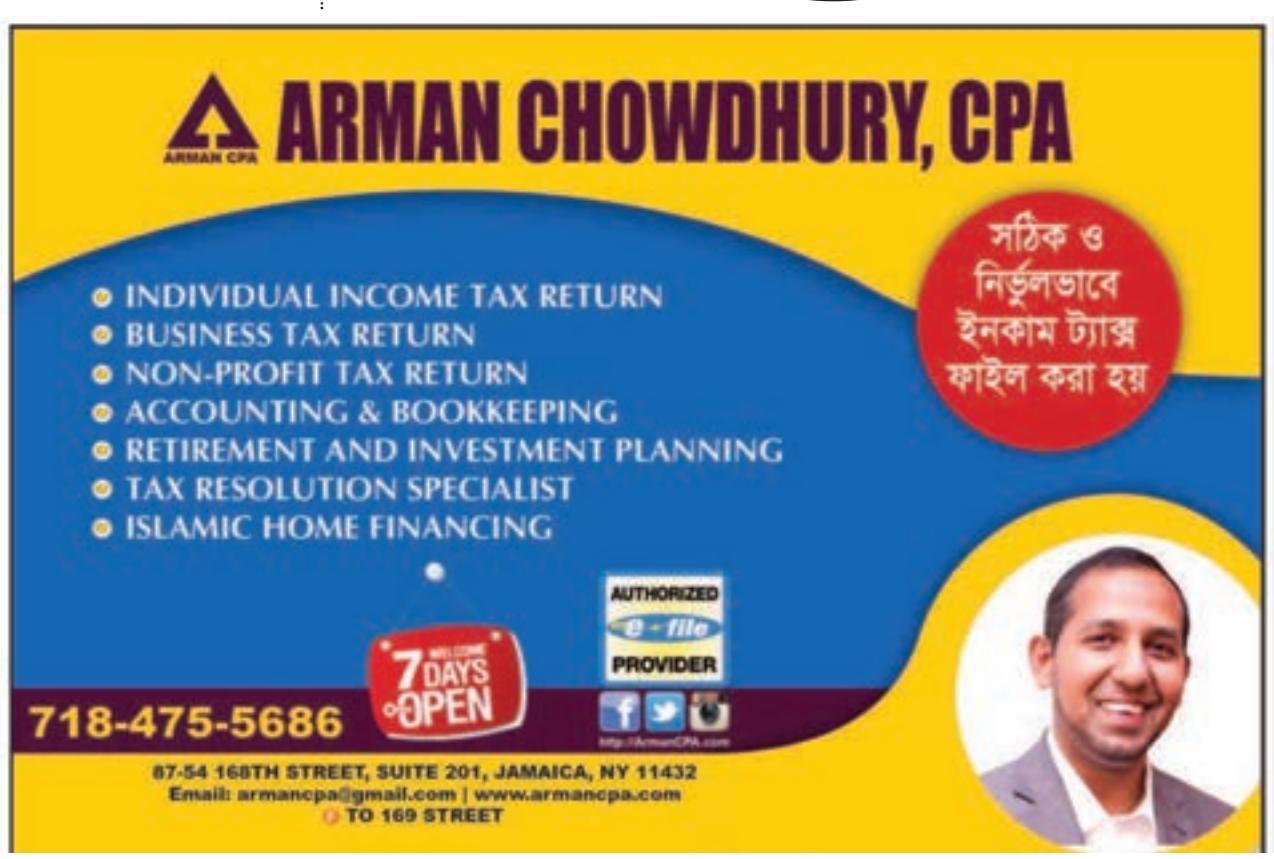
আজ বুধবার চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত এক নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন তিনি।

চীনা মুখপাত্র বলেন, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং অন্য দেশের প্রশাসন উৎখাত করা মার্কিন সরকারের নিয়মিত আচরণে পরিণত হয়েছে। এটি 'মার্কিন নীতির' অংশ। এ বিরোধিতা করবে বিশ্বের মানুষ।

উল্লেখ্য, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন রবার্ট বোল্টোন বিশ্বের অন্যান্য দেশে অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় সহায়তা করার বিরল স্বীকারোক্তি দেন। সিএনএনে জ্যাক ট্যাপের সঙ্গে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ট্রাম্পের অভ্যুত্থান চেষ্টা নিয়ে আলোচনার সময় জন বোল্টন এই স্বীকারোক্তি দেন।

অভিযোগ রয়েছে ২০১৯ সালে জন বোল্টন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন। তখন প্রকাশ্যে তিনি ভেনিজুয়েলার সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে উৎখাতে চেষ্টা করেছিলেন। মাদুরোকে উৎখাতে ভেনিজুয়েলার সামরিক বাহিনীর সহায়তা চেয়েছিলেন বিরোধী নেতা জন গুয়াইদো। আর এতে পেছন থেকে সমর্থন দেন জন বোল্টন।







আন্দোলনরত জনতার সঙ্গে রাজপথে জয়াসুরিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক: ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কার জনগন তাদের প্রেসিডেন্টের ভবন দখলে নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট পালিয়ে গেছেন। পালিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও। তবে রাজপথও ছাড়েননি জনগন। এবার রাজপথে থাকা হাজার-হাজার মানুষের সাথে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট কিংবদন্তি সনাথ জয়াসুরিয়া।

গত ১৩ জুলাই বুধবার থেকে সেদেশে কারফিউ জারি হয়েছে। কিন্তু আন্দোলন থামেনি। বিশ্বকাপজয়ী জয়াসুরিয়া রাজপথে নেমে সাধারণ জনগনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। টুইটারে আন্দোলনের ছবি পোস্ট করে জয়াসুরিয়া লিখেছেন, 'সবসময় শ্রীলঙ্কার জনগণের সাথে ছিলাম ও আছি। খুব দ্রুতই বিজয় উদযাপন করব। তবে এই বিজয়োৎসব পালিত হবে কোনোরকম হিংসাত্মক ঘটনা ছাড়াই।'

গত মে মাস থেকেই নজিরবিহীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলা করছে শ্রীলঙ্কা। চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে জীবন বাঁচানোর জন্য লড়ছে সেদেশের মানুষ। বিক্ষোভের মুখে ১৪ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সৌদি এয়ারলাইনসের একটি বিমানে করে সিঙ্গাপুর পালিয়ে গেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে।

ফর্মে ফেরার পথ কোহলিকেই বের করতে হবে : সৌরভ



স্পোর্টস ডেস্ক: মাসের পর মাস ধরে ফর্ম হারিয়ে ফেলেছেন বিরাট কোহলি। ৭০টি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির মালিক সাবেক ভারত অধিনায়ক কিছুতেই রানে ফিরতে পারছেন না। সব ধরনের ক্রিকেট মিলিয়ে সর্বশেষ সেঞ্চুরি ২০১৯ সালে। ইতোমধ্যেই তাকে দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবি উঠেছে।

তবে ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও এখনকার বোর্ড প্রধান সৌরভ গাঙ্গুলী বিশ্বাস, কোহলির ব্যাটে বড় রান এই এলো বলে। তবে রানে ফেরার পথটি যে কোহলিকেই খুঁজতে হবে, সেটা মনে করাতে ভুলেননি সৌরভ।

'এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাতকারে কোহলির ফর্মখরা নিয়ে বিসিসিআই সভাপতি বলেন, 'হ্যাঁ, সে কঠিন একটি সময়ের মধ্যে আছে এবং সে এটা জানে। সে নিজেই জানে, তার মান অনুযায়ী ভালো হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে, তার ফিরে আসা এবং ভালো করা স্রেফ সময়ের ব্যাপার। কিন্তু তাকে তার পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং সফল হতে হবে। যেটা সে গত ১২-১৩ বছর বা এরচেয়ে বেশি সময় ধরে করে আসছে। কেবল বিরাট কোহলিই এটা করতে পারে।'

চলতি ইংল্যান্ড সফরে ব্যর্থ হওয়ায় কোহলিকে টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ দিতে বলেছেন কিংবদন্তি কপিল দেব। তবে সৌরভ মনে করেন, 'খেলাধুলায় এমন সময় আসবে। সবার বেলায়ই এটা হয়েছে। শচিন টেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, আমার ক্ষেত্রেও এই বাজে সময়টা এসেছে, কোহলিরও তাই। ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়দেরও এটার মুখোমুখি হতে হবে। এটা খেলার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমার মনে হয়, একজন খেলোয়াড় হিসেবে স্রেফ শুনে যেতে হবে, কী হচ্ছে এটা নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং মাঠে নেমে কেবল নিজের খেলাটা খেলতে হবে।'

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ১০ মাস নিষিদ্ধ শহিদুল



স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন পেসার শহিদুল ইসলাম। এরপর দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গেলেও কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি। হয়তো সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেই শুনলেন দুঃসংবাদ। তাকে ১০ মাসের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানায়, গত মার্চে শহিদুল থেকে নমুনা নেওয়া হয়। পরীক্ষার পর এতে নিষিদ্ধঘোষিত দ্রব্যের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। শহিদুল নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে ইচ্ছেকৃতভাবে নেননি। অন্য একটি চিকিৎসার জন্য ওষুধটি ব্যবহার করেন।

দোষ স্বীকার করায় গত মে মাস থেকেই অন্তবর্তীকালিন নিষেধাজ্ঞা চলছে এই পেসারের। ফলে তার নিষেধাজ্ঞা শেষ হবে আগামী বছরের ২৭ মার্চ। অর্থাৎ ২৮ মার্চ থেকে আবারও ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন শহিদুল।



'২০২৩ সালে আমাদের চারজনের শেষ বিশ্বকাপ'

স্পোর্টস ডেস্ক: মাশরাফি বিন মর্তুজা, মাহমুদউলাহ রিয়াদ, মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালকে- একসঙ্গে ডাকা হয় 'পঞ্চপান্ডব' নামে। সেই পঞ্চপান্ডব এখন আর নেই। দলের বাইরে রয়েছেন মাশরাফি। বাকি যে চারজন বর্তমানে দলে আছেন, ২০২৩ সালের বিশ্বকাপটাই তাদের শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে। এমনটিই মনে করেন তামিম ইকবাল।

উইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর ওয়ানডে অধিনায়ক বলেন, 'খুব সম্ভবত ২০২৩ সালের বিশ্বকাপটি আমাদের সবার জন্য অনেক বড় আসর হতে চলেছে। বিশেষ করে আমাদের চারজনের জন্য, যাদের এটিই শেষ বিশ্বকাপ। তাই আমরা সম্ভাব্য সেরা দল ও কম্বিনেশন নিয়ে এগোনোর পরিকল্পনাই করেছি।'

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৬২ বলে ৫০ রান নিয়ে অপরাজিত ছিলেন তামিম। নিজের ব্যাটিং নিয়ে সন্তুষ্ট অধিনায়ক, 'টেস্টে আমি যত রানই করেছি, ভালো খেলছিলাম। কিন্তু ইনিংস বড় করতে পারছিলাম না। এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই এগিয়েছি। রান করতে পেরে ভালো লাগছে।'

বাংলাদেশের টানা ১০ জয়



স্পোর্টস ডেস্ক: ওয়ানডে ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফর্ম করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলতি সফরে টেস্টে হোয়াইটওয়াশ আর টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-০ ব্যবধানে হারলেও ওয়ানডেতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করেছে টাইগাররা। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সবশেষ টানা ১০ ম্যাচেই একক আধিপত্য বিস্তার করে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। বুধবার গায়ানায় বাংলাদেশ টানা পঞ্চম দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতেছে সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম ও ইয়াসির আলীকে ছাড়াই। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে বাংলাদেশের এটি টানা দশম ওয়ানডে জয়। জয়ের এই যাত্রা শুরু ২০১৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর সিলেটে।



বেহুদা প্যাঁচাল

আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার পর বৃটেন, কোন পথে বাংলাদেশের রাজনীতি

ঢাকা, ১৬ জুলাই : রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশ যেন দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। শিষ্টাচার, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌজন্যতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাচ্ছে রাজনীতি থেকে। দলের নেতার সঙ্গে আরেক দলের নেতানেত্রীর এখন আর আগের মতো হৃদ্যতা নেই। অথচ এক সময় দেশের রাজনীতিতে শিষ্টাচার উদাহরণ ছিল। নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পরও বিএনপি আর আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল। কারও কারও সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল।

বিশ্ব রাজনীতি এখন টালমাটাল। মুহূর্তেই পাল্টে যাচ্ছে দৃশ্যপট। নিকট অতীতে পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। গণতন্ত্রের সূতিকাগার বৃটিশ রাজনীতিতেও লেগেছে এর ঢেউ। অবশ্য এ অঞ্চলে শুরুটা হয়েছিল আফগানিস্তানে।

গত বছরের আগস্টে আফগানিস্তান দখলে নেয় তালেবানরা। সে সময় আফগানরা বিমানের ভেতরে জায়গা না পেয়ে বিমানের চাকা ধরে আফগানিস্তান ছাড়ছিল। এমনটি করতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় কারও কারও। আফগানিস্তান দখলে নিতে তালেবানদের দুই দশক সহিংস লড়াই করতে হয়েছে। ২০০১ সালে ক্ষমতা হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়া তালেবান বিনা রক্তপাতে কাবুলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। মার্কিন ও ন্যাটো সৈন্য প্রত্যাহারের শেষদিকে আফগানরা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে আফগানিস্তান দখলে নেয়। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে উত্তর পাকিস্তানে তালেবান আন্দোলনের জন্ম হয়। এই আন্দোলন মূলত পশতুন অর্থাৎ পশতুভাষীদের প্রাধান্য। ধারণা করা হয়, এরা মাদ্রাসাগুলোয় সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৯৬ সালে কাবুল ও কান্দাহার দখল করে তালেবানরা। এরপর প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দিন রব্বানির সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

আফগানিস্তানকে নিজেদের কব্জায় আনার পর সে দেশে কঠোর ইসলামী শাসন জারি করে তালেবানরা। মেয়েদের বোরকা পরা, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে তারা। টেলিভিশনে সংগীত, সিনেমা নিষিদ্ধ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। এরপর ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর আন্তর্জাতিকভাবে তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদের অঙ্গীকার করেন। ওই সময় আফগানিস্তানের শাসক গোষ্ঠী তালেবানকে আল কায়েদার প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়ার আহ্বান জানান বুশ। তালেবানরা এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। তারপর ২০০১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস মার্কিন বাহিনীকে দেশটিতে পাঠানোর পরিকল্পনার অনুমোদন দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের শুরু করা অপারেশন নন ডিউরিং ফ্রিডম এ যোগ দেয় মিত্র যুক্তরাজ্যসহ ন্যাটো দেশগুলো। গত নির্বাচনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে জো বাইডেন আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যাহার শুরু হয়। সর্বশেষ ২০২১ সালের ৩০শে আগস্ট মার্কিন সৈন্য বাহিনী আফগান ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। এ সুযোগে তালেবানরা দখল করে নেয় আফগানিস্তান। পাশের দেশ পাকিস্তান চলতি বছরের এপ্রিলে উত্তাল হয়ে উঠে। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎই যেন বাজ পড়ে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মাথায়। বিরোধী দলের অনাস্থা ভোটে হেরে বিদায় নেন প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে। এর আগে অবশ্য নানা নাটকীয় ঘটনা ঘটে। ৩রা এপ্রিল পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব আনে। তবে সংবিধানের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে ডেপুটি স্পিকার কাসিম সুরি জানিয়ে দেন, বিরোধীদের আনা প্রস্তাব আসলে বিদেশি চক্রান্ত। ডেপুটি স্পিকারের এই পদক্ষেপের পরপর ইমরান খানের পরামর্শে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেন। ডেপুটি স্পিকারের দেয়া ওই আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন বিরোধীরা। টানা চার দিন চরম নাটকীয়তার পর ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের প্রস্তাব বাতিল ও পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্তকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

এরপরই ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের অধিবেশন শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর স্পিকার আসাদ কায়সার অধিবেশন মুলতবির সিদ্ধান্ত নেন। বেলা ২টা ৩০ মিনিটে অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। পরে জানানো হয়, ইফতারের বিরতির পর রাত ৮টার দিকে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হবে। তবে মধ্যরাতেও সেই অধিবেশন শুরু হয়নি। ইমরান খানের অনুগত হিসেবে পরিচিত স্পিকার আসাদ কায়সার ও ডেপুটি স্পিকার কাসিম সুরি অনাস্থা প্রস্তাবের ভোট থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে রাতেই পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের আগে অধিবেশনের সভাপতিত্বের দায়িত্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ এর এমপি আয়াজ সাদিকের কাছে ন্যস্ত করেন আসাদ কায়সার। রাত ১২টা ২ মিনিটে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর অধিবেশন শুরু হয়। হেরে যান ইমরান খান। বিদায়ের পর ইমরান নানা কর্মসূচি নিয়ে এখনো মাঠে রয়েছেন। ওদিকে আগুন জ্বলে ওঠে শ্রীলঙ্কায়। দেশজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা। বিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ রাজাপাকসে আত্মগোপনে চলে যান। পরে পদত্যাগ করেন।

নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন প্রেসিডেন্ট। কিছুদিন চলে এভাবে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি প্রেসিডেন্টের। বিক্ষোভের মুখে প্রেসিডেন্ট গোটাবাইয়া রাজাপাকসেও পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্রে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১৩ই জুলাই। তিনি সোমবারই এতে স্বাক্ষর করেছেন। স্বাক্ষর করা পদত্যাগপত্র সরকারের সিনিয়র এক কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনিই তা তুলে দেবেন স্পিকারের হাতে। আজ বুধবার গোটাবাইয়ার প্রেসিডেন্সির ইতি ঘোষণা করবেন স্পিকার মাহিন্দ ইয়াপা আবেওয়ার্ডেনে। এর আগে ৯ই জুলাই জনরোষ যখন তার বাসভবনের বাইরে ফেটে পড়েছিল, তখন তিনি সেখান থেকে পালান। ঋণে জর্জরিত শ্রীলঙ্কার এখন বেহাল অবস্থা। এ জন্য অপরিকল্পিত উন্নয়নকে দোষারোপ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে শ্রীলঙ্কাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার শাষকদের এমন পরিস্থিতির মধ্যেই বৃটেনে নিজ দলের মন্ত্রীদের গণপদত্যাগ ও এমপিদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগ করেছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। ৭ই জুলাই সরকার প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

তবে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাগ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের দায়িত্বে থাকছেন জনসনই। এই পদত্যাগের ফলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনি তার দল কনজারভেটিভ পার্টিও বড় সংকটে পড়েছে। এর আগে এত বড় বিপদের মুখে কখনো পড়েননি জনসন। সমপ্রতি যৌন অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত এমপি ক্রিস পিঞ্চারকে সরকারে নিয়োগ দেয়া নিয়ে সমস্যার শুরু। এর পরই দলের দুই মন্ত্রী তাদের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। যদিও পিঞ্চারের বিরুদ্ধে যৌন অসদাচরণের অভিযোগ ওঠার পর গত সপ্তাহে কনজারভেটিভ পার্টি থেকে তার এমপি পদ বাতিল করা হয়। প্রধানমন্ত্রী জনসনও স্বীকার করেন যে, এমন একজন ব্যক্তি যে সরকারি চাকরির জন্য যোগ্য নন সেটা বুঝতে না পেরে তিনি ভুল করেছেন। ক্ষমতায় বসার পর থেকেই বিতর্ক পেছনে লেগে আছে জনসনের। শেষ পর্যন্ত বিতর্কের মধ্যেই তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। এবার আসা যাক বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশ যেন দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। শিষ্টাচার, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌজন্যতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাচ্ছে রাজনীতি থেকে। দলের নেতার সঙ্গে আরেক দলের নেতানেত্রীর এখন আর আগের মতো হৃদ্যতা নেই।

অথচ এক সময় দেশের রাজনীতিতে শিষ্টাচার উদাহরণ ছিল। নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পরও বিএনপি আর আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল। কারও কারও সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সরকার গঠন করে বিএনপি। এর কিছু দিন পর তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিয়ে হয়। সেই অনুষ্ঠানে দাওয়াতি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ বিএনপি'র অনেক নেতা। রাতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে হাজির হন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাকে দেখেই সেদিন শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আপনি এসেছেন। আমি খুব খুশি হয়েছি। অন্যদিকে খালেদা পুত্র তারেক রহমানের বিয়েতেও যান শেখ হাসিনা। এর কিছুদিন পর থেকেই দূরত্ব বাড়তে থাকে নেতায় নেতায়। দলে আর দলে। এরই ধারাবাহিকতায় দেখা যায় সেনাকুঞ্জের দরবারে দুই নেত্রী পাশাপাশি বসলেও দুই জন ছিলেন দুই দিকে তাকিয়ে। এ ছবিই বলে দিয়েছিল তাদের সম্পর্ক কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। এ মুহূর্তে দুই দলের নেতারা যেন একে অন্যের শত্রু।

অথচ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? ১৯৭৩ সালের ঘটনা। ভাসানী ন্যাপ-এর সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তখন বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে। কট্টর সমালোচক। সরকারের বিরুদ্ধে তখন তিনি রাজপথে অনশন করেন। সেই অনশনও ভাঙান বঙ্গবন্ধু নিজেই। ভাসানীর মুখে শরবত তুলে দিয়ে সেদিনের অনশন ভাঙানোর কথা সবাই জানেন। আরেক ঘটনা। ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক তখন কাজী জাফর আহমদ। সামনে ঈদ। কাজী জাফর বহু খোঁজাখুঁজি করে মওলানা ভাসানীর জন্য তার পছন্দের পোশাক কিনেন। সঙ্গে ভাসানী পত্নীর জন্যও। ঈদের আগের দিন ভাসানীর বাড়িতে সেই পোশাক নিয়ে যান কাজী জাফর নিজে। পোশাক দেখে খুশি হন ভাসানী। আর মুখে বলেন, তোমার দেয়া পোশাক ঈদের দিন বিকালে পরবো। কথা শোনে কাজী জাফর তো থ' মেরে যান। এত খোঁজাখুঁজি করে আনা পোশাক মওলানা ভাসানী পরবেন বিকালে তা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। জাফরের ইচ্ছা এই পোশাক পরে মওলানা ভাসানী ঈদের জামাতে যাবেন। একপর্যায়ে ভাসানীর কাছে বিকালে এই পোশাক পরার কারণ জানতে চান। ভাসানী তাকে জানান, ঈদের জামাতে যাবো মজিবরের পোশাক পরে। রাতেই মজিবরের পোশাক পেয়ে যাবো। তাজ্জব বনে যান কাজী জাফর।

বলেন, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আপনি রাজপথে আন্দোলন করছেন। তার সরকারের সমালোচনা করছেন। আর তার দেয়া পোশাক পরে আপনি ঈদের জামাতে যাবেন? মওলানা ভাসানী তখন কাজী জাফরকে বলেন, শোন জাফর, শুধু কালকের ঈদই নয়, দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে মজিবরের দেয়া পোশাক পরে আমি ঈদের নামাজ পড়ি। পাকিস্তান আমলে মজিবর জেলে থাকলেও তার স্ত্রী ঈদের পারিবারিক বাজারের সঙ্গে আমার পোশাক কিনতে ভুলতো না। যথারীতি ঈদের আগের রাতে সেই পোশাক আমার কাছে পাঠিয়ে দিতো সে। ১৯৯২ সালে ঢাকা ক্রীড়া সংস্থার মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের শিষ্টাচার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কাজী জাফর নিজে এসব কথা তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। অপরদিকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের সভাপতি আ স ম আব্দুর রব নিজে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছেন, ১৯৭৪ সালের দিকে আমরা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। আন্দোলনে পুলিশি হামলায় আহত হয়ে পিজি হাসপাতালে ভর্তি হই আমি। হঠাৎ রাতে দেখি বঙ্গবন্ধু এসে হাজির।

আমাকে দেখে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কি হইছে তোর। আমি বিষয়টি দেখতেছি।' এমন কথাও প্রচলিত আছে, ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা। স্বাধীনতার পর তিনি কারান্তরীণ হন। বঙ্গবন্ধু তাকে জেলে চিঠি লিখতেন। টেলিফোন করে কথা বলতেন। খোঁজখবর রাখতেন। অন্যদিকে জেলে থাকা অবস্থায় মুসলিম লীগ নেতা সবুর খানের পরিবারের খোঁজখবর নিয়মিত রাখতেন বঙ্গবন্ধু। সেই সংস্কৃতি এখন আর নেই। এখন কে কার সম্পর্কে কতো কটূক্তি করতে পারেন তার প্রতিযোগিতা চলছে। নবম সংসদের দিকে তাকালে লজ্জায় মুখ লুকাতে ইচ্ছে করে। মহান জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের মুখের ভাষা শুনে জাতি লজ্জিত হয়েছে। কিন্তু এম-পিরা করেছেন উল্লাস। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। এক এগারো থেকে শিক্ষা নিয়ে গঠিত সংসদেই ঘটেছে এসব ঘটনা। কিন্তু এক এগারোর পর বৃহত্তম দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএন-পি'র জাতীয় কাউন্সিলে উভয় দলের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। যা জাতির মনে আশার সঞ্চার করেছিল। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। যার খেসারত দিতে হচ্ছে দেশবাসীকে। তারপরও ঈদ, নববর্ষে এক দল আরেক দলকে দাওয়াত দিতো। এখন সেটাও শোনা যায় না। সার্বিক দিক বিবেচনায় দেখা যায় কোথায় যেন এক বাধা।

কৌশলে 'চাঁদাবাজী'র অভিযোগ

(শেষের পাতার পর)

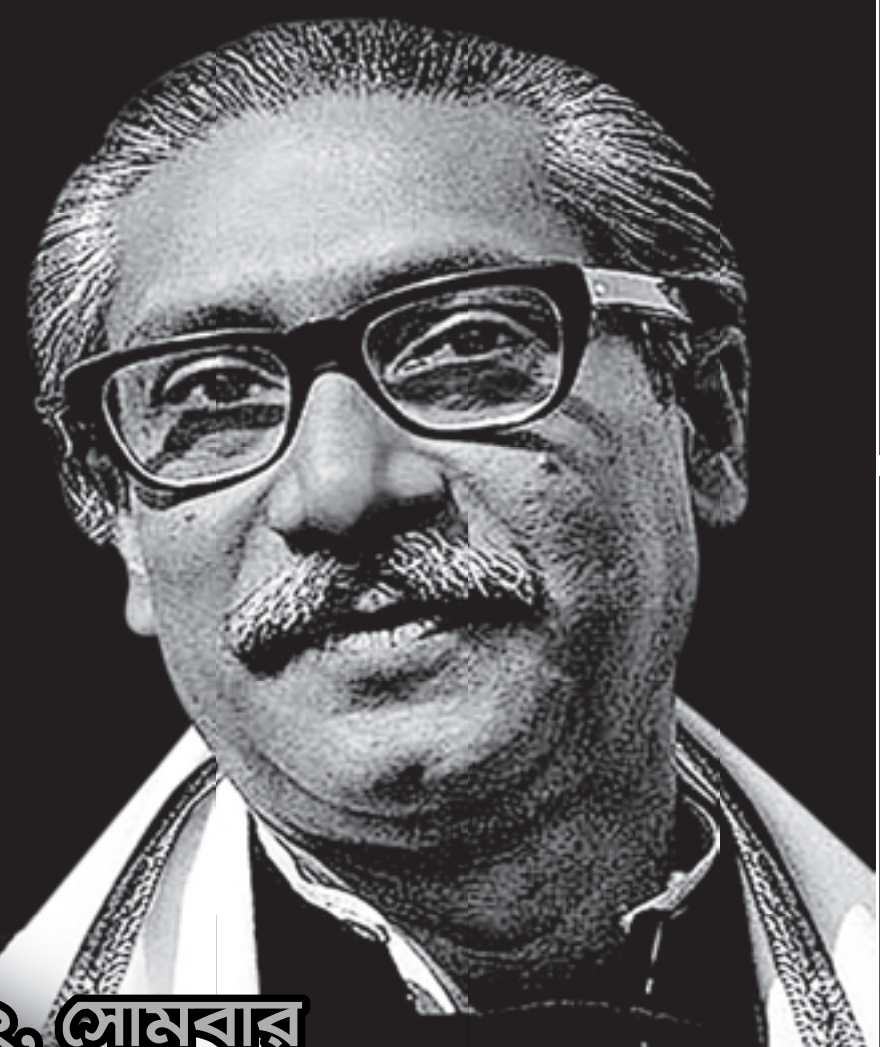
আয়োজনের হিরিক। মহামারী করোনার কারণে গেলো দুই বছর বনভোজন আয়োজনের সুযোগ না হওয়ায় এবছর মহামারী কমার সাথে সাথেই শুরু হয়েছে পারিবারিক আর সাংগঠনিকভাবে বনভোজন আয়োজন। ফলে বনভোজন মৌসুমে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে পুরো কমিউনিটি। ভালো ব্যবসা করছেন হোটেল-রেস্তোরাগুলো। এদিকে বনভোজনের নামে কোন কোন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা কৌশলে 'চাঁদাবাজী' করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে বনভোজন অনুষ্ঠানে র‍্যাফল ড্র'র নামে পুরষ্কারের জন্য কমিউনিটির বিত্তবান আর প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্টদের দাবীতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তা না পারছেন মুখ খুলতে, না পারছেন কিছু বলতে। তবে অধিকাংশ বনভোজন আয়োজকদের দাবী তারা স্ব সম্মানেই আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে পৃষ্ঠপোষকদের আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি র‍্যাফল ড্র গ্রহণ করা হচ্ছে। এনিয়ে 'চাঁদাবাজী'র কোন সুযোগ নেই।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে বনভোজন আয়োজনের খরচও বেড়ে গেছে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে পরিবহন খরবও বেড়ে গেছে। তারপরও থেমে নেই বনভোজন আয়োজন। উইকেন্ড ছাড়াও উইকডেতেও বনভোজন আয়োজন হচ্ছে। নিউইয়র্ক সহ টাইস্টেট এলাকার পার্কগুলো ২মাস আগে থেকেই বুকিং হয়ে গেছে। সংশ্লিস্টরা জানান, মূলত: বনভোজনে অংশগ্রহনকারীদের চাঁদা আর পৃষ্ঠপোষকদের আর্থিক সহযোগিতায় এসব বনভোজন আয়োজনের ব্যয় মেটানো হচ্ছে।

চলতি সপ্তাহ সহ আগামী সপ্তাহে যেসব সংগঠনের বনভোজন রয়েছেন তাদের মধ্যে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক বনভোজন ১৭ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ বেথপেজ ষ্টেট পার্কে, সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ'র বনভোজন ১৭ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ বেলমন্ট লেক ষ্টেট পার্কে (অর্ক প্যাভেলিয়ন), সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউএসএ'র বনভোজন ১৭ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের গ্লেন আইল্যান্ড পার্কে (প্যাভেলিয়ন # ৩), রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন-এর বনভোজন ১৮ জুলাই সোমবার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ হেকশেয়ার ষ্টেট পার্কে, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক বনভোজন ২৪ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ বেথপেজ স্টেট পার্কে, সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র বনভোজন ২৪ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের ইষ্ট রিভারের পাড়ে এস্টোরিয়া পার্কে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র বনভোজন ২৪ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের সাউথহ্যাভেন কাউন্টি পার্কে, টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র বনভোজন ৩১ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড কাউন্টি পার্কে, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, আমেরিকা'র বার্ষিক বনভোজন ৬ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ বেথপেজ ষ্টেট পার্কে এবং প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক'র বনভোজন ৭ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের ওরিয়েন্ট বীচ ষ্টেট পার্কে অনু-



১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস



১৫ আগষ্ট ২০২২, সোমবার

বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকীতে
তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল তবারক বিতরন

স্থানঃ ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রীট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়ঃ দুপুর ৪.০০টা থেকে রাত১০.০০টা

সভাপতি	আহ্বায়ক	সদস্য সচিব	সাধারণ সম্পাদক
সাকিল মিয়া	মীর নিজামুল হক	সোহেল গাজী	মোঃ আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়কঃ মোঃ এ আজাদ, আব্দুল হামিদ, যুগ্ম সদস্য সচিবঃ মোঃ মাহবুব রহমান, হাজী এনাম

তত্বাবধায়নেঃ শাহ জে চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারীঃ মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষকঃ আসিফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যানঃ মামুন মিয়াজী চেয়ারপার্সনঃ বিপ্লব সাহা কো-চেয়ারপার্সনঃ সাখাওয়াত বিশ্বাস

পৃষ্ঠপোষকঃ তারেক হাসান খান, ফাহাদ সোলাইমান, জেড আর চৌধুরী (লিটু), নুরুল আজিম, আহসান হাবিব

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ মোঃ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান। মিয়া মোঃ দুলাল, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, নিহার সিদ্দিকী, আলমগীর খান আলম,মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া,গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নান্টু মিয়া, আব্দুল মালেক, গনেশ কীর্তনীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, কবির চৌধুরী জসী, কামরুজ্জামান বকুল এবং মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদঃ হারুন ভূঁইয়া, এম এ আজিজ, জয়নাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদিপ সাহা, কাজী শাম-সুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, পিয়ার আহমেদ, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ফাহাদ সোলায়মান, ইকত্তারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং নূরুল আমিন বাবু।

সহযোগিতায়ঃ মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, হাজী এনাম, ডেরা রেষ্টুরেন্ট, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আমিন বাবু, এ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী, মেজবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণা, ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, শাহ নেওয়াজ, সি কে (অভি) , মনসুর চৌধুরী (হাটবাজার), প্রিমিয়াম সুইটস, মামা'স রেষ্টুরেন্ট, ফরহাদ রেজা, হাসান জিলানী, সান্টু ভাই, লাবনিয়া, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আক্তার ভূঁইয়া, আক্তারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, আহসান হাবীব, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ এবং ডা. তৌহিদ শিবলী,

আয়োজনেঃ

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

কানাডার অন্টারিও পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় উপনেতা ডলি বেগম

(শেষের পাতার পর)

বিরোধীদলীয় উপনেতা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ডলি বেগম। বুধবার (১৩ জুলাই) এনডিপি দলের এবং অন্টারিওর সংসদে বিরোধীদলের উপনেতা হিসেবে ডলি বেগমকে নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয়। ডলি বেগম কানাডায় প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পেলেন।

গত জুনে অনুষ্ঠিত প্রভিন্সিয়াল নির্বাচনে স্কারবোরো সাউথওয়েস্ট নির্বাচনী এলাকা থেকে ডলি বেগম দ্বিতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচনের পর দলের নেতা এন্ড্রিয়া হারওয়াথ পদত্যাগের ঘোষণা দিলে দলের নেতা হিসেবে ডলি বেগমের নাম আলোচনায় আসে। মূলধারার পত্রিকা এবং টেলিভিশনগুলো ডলি বেগমকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করে। তবে সিপি২৪-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ডলি বেগম বলেছেন, এ মুহূর্তে তিনি তার নির্বাচনী এলাকার নানাবিধ সমস্যা এবং স্কারবোরোর বাসিন্দাদের প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

পরে তার দল এনডিপি তাকে দলের উপনেতা এবং প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় উপনেতা হিসেবে নিয়োগ দেয়।

উপনেতা হিসেবে নিয়োগ পাবার পর এক প্রতিক্রিয়ায় ডলি বেগম বলেন, কুইন্সপার্কে (প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে) অন্টারিওর সব স্তরের নাগরিকদের বক্তব্য কার্যকরভাবে তুলে ধরা এবং সেগুলো শুনতে সরকারকে বাধ্য করতে তিনি সক্রিয় থাকবেন।

অন্টারিওর পার্লামেন্টের বিরোধীদলীয় উপনেতা হিসেবে ডলি বেগমের দায়িত্বপ্রাপ্তিকে বাংলাদেশী কানাডিয়ানদের জন্য উল্লেখযোগ্য একটি অর্জন হিসেবে অভিহিত করেছেন কানাডার বাংলা পত্রিকা 'নতুনদেশ' এর প্রধান সম্পাদক শ্রীগাত আলী সাগর। তিনি বলেন, প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের দ্বিতীয় প্রধান পদ এবং সংসদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত একজন এমপির দায়িত্ব পালন-কানাডায় বাংলাদেশী কমিউনিটির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেবে।

কানাডায় সড়ক দুর্ঘটনায়

(শেষের পাতার পর)

৩টায় কানাডার অটোয়া হাইওয়ে ১৭৪ এবং এর ৪১৭ এর বিভক্তিকরণের চত্বরে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘটনাস্থলেই যাত্রী আসিফ সৈয়দ নিহত হন।

গাড়ির চালক মরহুমের চাচাতো ভাই নওশাদ সৈয়দকে গুরুতর অবস্থায় অটোয়ার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ২৭ বছর বয়সি আসিফ সৈয়দ সম্প্রতি লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করছিলেন। নিহতের বাবার নাম আসলাম সৈয়দ। নিহতের বাড়ি বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বাদুরতলায়।

উল্লেখ্য, নিহত আসিফ বাংলাদেশ কানাডা এসোসিয়েশন অব ক্যালগেরির সভাপতি রশিদ রিপনের ভাগ্নে। আসিফের মৃত্যুর খবরে কানাডার অটোয়ায় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। মরহুমের পরিবার সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন কিভাবে

(শেষের পাতার পর)

আর যদি অস্বীকার করো বা অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার আযাব খুবই কঠিন ।"(সুরা ইবরাহিম:৭)

সাধারণতঃ মুসলমানগণ আল্লাহর বিভিন্ন নিয়ামতের শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য কালিমাতুস শোকর তথা 'আল্হামদুলিল্লাহ' বলে থাকে । এবং এটিই মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত । এ ধরনের শোকরিয়াকে আমরা মৌখিক শোকরিয়া নামে অভিহিত করতে পারি । যদি এটিকে মৌখিক শোকরিয়া বলে স্বীকার করি, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য এক প্রকার শোকরিয়ার অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতে হয় । সেটি হলো বাস্তব শোকরিয়া । বাস্তব শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা বলতে বুঝায় আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি নিয়ামতের মৌখিক কৃতজ্ঞতার সাথে সাথে সেই নিয়ামতের ক্ষেত্রে বাস্তবতার কোন দাবী যদি থাকে, তবে তা বাস্তবায়ন করা । এ দু'প্রকারের শোকরিয়া একটি অন্যটির পরিপূরক । মৌখিক শোকরিয়াকে বাস্তবে রূপদান ছাড়া এর কোন মূল্যই থাকে না । যেমন মনে করুন, কালিমা তাইয়েবা তথা ইকরার বিল লিসানের মাধ্যমে আমরা ঈমানের চৌহদ্দির মধ্যে শামিল হওয়ার পরপরই এর বাস্তব রূপায়ন আমাদের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, যার নাম হচ্ছে 'আমলে সালেহ' । আমলে সালেহ ছাড়া ইকরার বিল লিসানের যেমন কোন মূল্য থাকে না, তদ্রুপ প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তব শোকরিয়া ছাড়া শুধু কালিমাতুস শোকরের কোন মূল্য নেই । আরো মনে করুন, মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের আযান ধ্বনি ভেসে আসছে । তখন যদি কেহ আযানের জওয়াব না দিয়ে কথা বলতে থাকে, মানুষ সেটিকে খারাপ বলে জানে । কিন্তু আযানের পর সেই লোকটিই যদি নামাযে উপস্থিত না হয়, তবে তার আযানের জবাব দেয়া বা ভালো জানার কোন মূল্যই রইল না । আযানের জবাব ফরয, ওয়াযিব ছিল না, কিন্তু নামায তো তার জন্য ফরয ছিল । অথচ সেটিই পালন করা হলো না । আযানের জওয়াবের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর মহানত্বের মৌখিক স্বীকৃতি দিল বটে কিন্তু আযানের সাথে সাথে আল্লাহর মহানত্বের বাস্তব রূপদানের জন্য মসজিদ পানে ছুটে যাবে এবং সেখানে আল্লাহর মহানত্বের সামনে নিজের সকল অহংবোধ ও আভিজাত্যকে বিসর্জন দিয়ে মাথা নত করে দিবে । আযানের মৌখিক জবাবে বার বার সেই স্বীকৃতিই দিচ্ছিল । কিন্তু আযানের জবাব দিতে দিতে কেউ যদি মসজিদের উল্টো দিকে চলে যায়, তাকে কি বলবেন? নির্বাচনের এ দায়িত্ব আপনাদেরই হাতে দিয়ে মুল আলোচনায় যেতে চাই ।

উল্লেখিত আলোচনায় আল্লাহর মহানত্বের মৌখিক স্বীকৃতির কোনই ফায়েদা ততক্ষণ পর্যন্ত মিলবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর ঘরে গিয়ে সেটির বাস্তব প্রতিফলন না ঘটানো হয় । তদ্রুপ প্রতিটি কাজেই এ ধরনের কালিমাতুস শোকর বা মৌখিক শোকরিয়ার বাস্তব প্রতিফলন ছাড়া শুধুমাত্র মৌখিক কৃতজ্ঞতা আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই । যেমন, ধন-সম্পদের মুল মালিক আল্লাহ তায়ালা । তিনি দয়া করে আমাকে এগুলো দান করেছেন । তাঁর এ দানের কৃতজ্ঞতা আদায়ের নিমিত্তে কালিমাতুস শোকর তথা আল-হামদুলিল্লাহ বলে গেলাম । এর বাস্তব শোকরিয়া হলো, এ ধন-সম্পদ নিজের প্রয়োজন পুরণের সাথে সাথে সমাজের বঞ্চিত মানবতার প্রয়োজন পুরণে সচেষ্ট হওয়া । কুরআনের অসংখ্য স্থানে নির্দেশ করা হয়েছে যে, তোমাদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো । অথচ তখন যদি কেউ নিজের হাতকে গলদেশে তুলে রাখে, তবে বুঝতে হবে যে তার মৌখিক কৃতজ্ঞতা 'আল-হামদুলিল্লাহ' একটা ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয় । কাজেই আল্লাহরই দেয়া ধনদৌলত আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তার বাস্তব শোকরিয়া আদায় করতে হবে ।

আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নিয়ামত ও অপার করুণা হলো আল-কুরআন । তিনি দয়া করে মানব জাতির চিরন্তন পথের দিশা হিসাবে এটি দান করেছেন । যে নিয়ামতটি আজো অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছে । যা অন্য কোন জাতি বা গোষ্ঠীর কাছে নাই । যার মধ্যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়নি । অবশ্য সেটি করা কারো পক্ষে সম্ভবও নয় । মহান আল্লাহ তা'আলার এ বিরাট নিয়ামতের জন্য 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে মৌখিক শোকরিয়া আদায় করছি । মহান রাব্বুল আলামীন অন্ধকারে পথ চলার জন্য যে আলো দান করেছেন এর বাস্তব শোকরিয়া আমরা এভাবে আদায় করব যে, আমৃত্যু প্রতিটি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, প্রতিটি ঘরে-ঘরে, প্রতিটি মহল্লায়-মহল্লায় ও প্রতিটি দেশে-দেশে এ আলো অবিরত জ্বেলে যেতে থাকবো । এটিই আল্লাহর এই নিয়ামতের বাস্তব শোকরিয়া । একজন বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী স্কলার বলেছেন: "আধারে প্রদীপ জ্বালাবার যে তাওফীক আল্লাহ তা'আলা আমাদের দান করেছেন, তার শোকরিয়া আমরা এ ভাবে আদায় করবো যে, এ প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতেই কবর পর্যন্ত চলে যাবো ।"

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, কুরআন নামক এ নিয়ামতের মৌখিক শুকরিয়া আদায় করার নিমিত্তে একে তেলাওয়াত করা হয়, একে চুমু দেয়া হয় ও মাথায় রেখে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় । আরো বেশী সম্মান ও ইজ্জতের জন্য একে গিলাফে জড়িয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে দেয়া হয় । ধারণা হলো যে, এই কুরআন বেশী বেশী নাড়াচড়া করলে বেয়াদবী হয়ে যেতে পারে । তাই বৎসরে একবারও হাতে নেয়া হয় না । অধিকন্ত কেউ মৃত্যু বরণ করলে মৃতের রুহের আছানীর জন্য সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করা হয় । আর ১০/১২টি আয়াত বা সুরা মুখস্ত করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে তেলাওয়াত করা হয় এইতো ঢের । অথচ আল্লাহর সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলার জন্য কুরআনই ছিল আমাদের একমাত্র নিশ্চিত গাইড । দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ নিয়ামত দান করেছেন । দৈনন্দিন জীবনে কুরআনই আমাদের শক্তিশালী মিত্র । শয়তানের বিরুদ্ধে এবং কুরআনের পথের সংগ্রামে এ কিতাব আমাদেরকে শক্তি যোগাবে । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়নে আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এর সাথে জড়িত হই না । এটি কুরআনের প্রতি সুস্পষ্ট জুলুম । কুরআন থেকে পুরোপুরি ও সত্যিকার হেদায়াত লাভ ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এর অর্থ অনুধাবন করা না যায় । শুধু মাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা এবং পবিত্রগ্রন্থ, আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, পবিত্র মুজেজা ইত্যাদি বলে চিত্তকে শান্ত করার জন্য এ কিতাব অবতীর্ণ হয়নি । বরং কুরআন এসেছে মানব জীবনের আমূল পরিবর্তন করে দিতে এবং নবজীবনের দিকে পরিচালিত করতে । এর বাস্তব কৃতজ্ঞতা সে দিনই আদায় করা হবে, যেদিন এ কুরআন অনুযায়ী আমরা আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র গঠণ করার কাজে অবিরত চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাবো ।

আল-কুরআনের বাস্তব কৃতজ্ঞতা আদায়ে যারা এগিয়ে আসবে না, তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল-কুরআন কি বলে তা মনযোগ সহকারে লক্ষ করুন:-"আর যে ব্যক্তি আমার যিকির (কুরআন) হতে বিমুখ হবে তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাব । সে বলবে "হে আমার রব! দুনিয়ায় আমি চক্ষুস্মান ছিলাম । কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে? আল্লাহ বলবেনঃ হাঁ এমনি ভাবেই তো আমার আয়াতগুলি যখন তোমার নিকট এসেছিল তুমি তখন তা ভূলে গিয়েছিলে । ঠিক সে ভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে । এ ভাবেই আমরা সীমালংঘনকারী এবং যে তার রবের আয়াতের উপড় ঈমান আনে না আর পরকালের আযাবই হচ্ছে খুব কঠিন এবং অধিক স্থায়ী ।" (সুরা ত্বা-হা-১২৪-১২৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:- "যারা আমার আয়াতসমুকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তারাই দোযখের অধিবাসী ।"(সুরা হজ-৫১)

যাদেরকে কুরআন দেওয়া হয়েছে অথচ তারা তা বুঝে না কিংবা তদনুযায়ী কাজ করে না তাদেরকে বর্ণণা করা হয়েছে এমন গাধা হিসেবে, যারা ওজন বহন করে কিন্তু তারা জানে না কি বহন করছে এবং তা থেকে না হতে পারে উপকৃত । তারা সেই হতভাগা, যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী স: বিচারের দিন অভিযোগ করবেন ঃ "হে আমার আল্লাহ, আমার জাতির লোকেরা এই কুরআনকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল ।" (সুরা ফুরকান-৩০)

তদ্রুপ যারা কুরআনের সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের দাওয়াত দেয়না বরং এর আদেশ-নিষেধকে গোপন করে তাদের শাস্তি সম্পর্কে আল কুরআনের ঘোষনা হচ্ছে:-"যারা আমার নাযিল করা উজ্জল আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা গোপন করে রাখবে অথচ আমরা তা সমগ্র মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য নিজ কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণণা করেছি । নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তাদের উপড় লানত করছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীও তাদের উপড় অভিশাপ নিক্ষেপ করছে ।"(আল-বাকারা-১৫৯)

আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে:-"বস্তুত যারা আল্লাহর দেয়া কিতাবের আদেশ-নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য তাকে বিসর্জন দেয়, তারা মূলতঃ নিজেদের পেট আগুনের দ্বারা ভর্তি করে । কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনই তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষনা করবেন না । তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে । (আল-বাকারা-১৭৪)

আর যারা কুরআনের কিছু অংশ পালন করে কিছু অংশের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:-"তবে তোমরা কি কিতাবের একটি অংশ বিশ্বাস কর এবং অন্য অংশ অবিশ্বাস কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এ রূপ আচরণ হবে, তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে । তোমরা যা কিছু করছ,তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন ।"(সুরা আল-বাকারা-৮৫)

তাছাড়া আল্লাহর তায়ালার আর একটি বিশেষ নিয়ামত হলো যে, আমরা আল্লাহ তায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি । তিনি দয়া করে আমাদের জন্য জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম নামক দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন । এ জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করছি 'আলহামদুলিল্লহ' । এই মৌখিক কৃতজ্ঞতার সাথে সাথে এর বাস্তব শোকরিয়া কি হবে তা আমাদের ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে । বাস্তবতার নিরিখে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে হবে । আল্লাহ আমাদেরকে খলীফার মর্যাদা দিয়েছেন, এ জন্য চিত্তকে ঠান্ডা করে বসে থাকলে চলবে না । আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোটা সৃষ্টি কুলের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা বিধান দান করেছেন । এবং এ বিধান দান করার সাথে সাথে তা মানতে তাদেরকে বাধ্যও করেছেন । কিন্তু মানুষকে মানতে বাধ্য করা হয়নি । স্বাধীন বিবেকের সামনে পেশ করা হয়েছে হিদায়াতের মশাল 'আল-কুরআন' । আল্লাহর তা'আলার মহান খলীফা হিসাবে তাঁর বিধিবিধান ও অনুশাসন নিজের জীবনে ও আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে করতে তাঁর বাস্তব কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে । এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাস্তব কৃতজ্ঞতার দাবী পূরণে এগিয়ে আসতে হবে । অন্যথায় উপড়ে উল্লেখিত আয়াতে বিবৃত কঠিণ আযাবের সম্মুখীন হতে হবে । যার বাস্তবতা আমরা পৃথিবীর জুড়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে দেখতে পাচ্ছি । আল্লাহ তা'আলা বলেন:"তোমরা আমাকে স্মরণ রাখো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামত অস্বীকার করো না ।"(সুরা বাকারাঃ১৫২)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিটি নিয়ামতের বাস্তব কৃতজ্ঞতা পালনে আমাদের সুমতি দিন । আমীন ।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি ।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচন:

হাবিব পুনরায় সভাপতি, জিলানী সেক্রেটারি



নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব'র নির্বাচন ৩০ জুন জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আহসান হাবিব পুনরায় সভাপতি এবং হাসান জিলানী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ এবং মেম্বারশিপ চেয়ার পদে একাধিক কোনো প্রার্থী না থাকায় কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মশিউর রহমান মজুমদার এবং মেম্বারশিপ চেয়ার হিসেবে জিএফএম রাসেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।
অপরদিকে সভাপতি পদে তিনজন প্রার্থী ছিলেন। এরা হলেন- আহসান হাবিব, সহ-সভাপতি একেএম রশিদ এবং রফিকুল ইসলাম। এতে আহসান হাবিব সর্বাধিক ২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। অপর দুই প্রার্থীর মধ্যে রফিকুল ইসলাম পেয়েছেন ১৫ এবং একেএম রশিদ পেয়েছেন ৬ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে হাসান জিলানী ৩২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পেয়েছেন ১৫ ভোট। সর্বমোট ৮২ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪৭ জন সদস্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ১৯ সদস্যের কার্যকরি কমিটির অবশিষ্ট পদসমূহের তালিকা শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার লায়ন শাহনেওয়াজ নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা করেন। এ সময় কমিশনের সদস্য লায়ন এডভোকেট নাসির উদ্দিন, লায়ন আসেফ বারী টুটুল এবং লায়ন মোহাম্মদ সাঈদসহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

মুসলিম হৃদয়ে রক্তক্ষরণ

(৩২ পাতার পর

মূর্খতাসুলভ নোংরা কথনের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ ২০টি মুসলিম দেশ ভারতের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও এর নিন্দা জানিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে ভারতে মুসলিম নিধন ও নির্যাতন চললেও ওইসব দেশ এই প্রথমবার কড়া ভাষায় তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তাদের বেসরকারি বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানি ভারতের পণ্য বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে। যেসব দেশের নাগরিক প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে ভারত সরকার পিছু হটার ইঙ্গিত দিয়েছে। নূপুর শর্মাকে দল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে ও নবীন জিন্দালকে স্থায়ী বহিষ্কার করেছে। পুলিশ স্বপ্রণোদিত হয়ে নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে এবং থানায় তলব করেছে। এ দিকে এই দুই নেতা-নেত্রী প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তাদের মূর্খতার জন্য। অন্য দিকে ওআইসি ভারতের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় মন্তব্য করার হিম্মত দেখিয়েছে। সব মিলে ভারত এই প্রথমবার মুসলিম নির্যাতনের জন্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে! কারণ উপসাগরীয় মুসলিম দেশগুলো ভারতের প্রায় ৮৯ লাখ নাগরিক বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। ২০২০ সালে সারা ভারতে ৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাঠিয়েছে (প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২২)। জানা যায়, ভারতের মোট রেমিট্যান্সের অর্ধেকেরও বেশি এসব উপসাগরীয় দেশ থেকেই আয় হয় (নয়া দিগন্ত, ১৩ জুন ২০২২)।

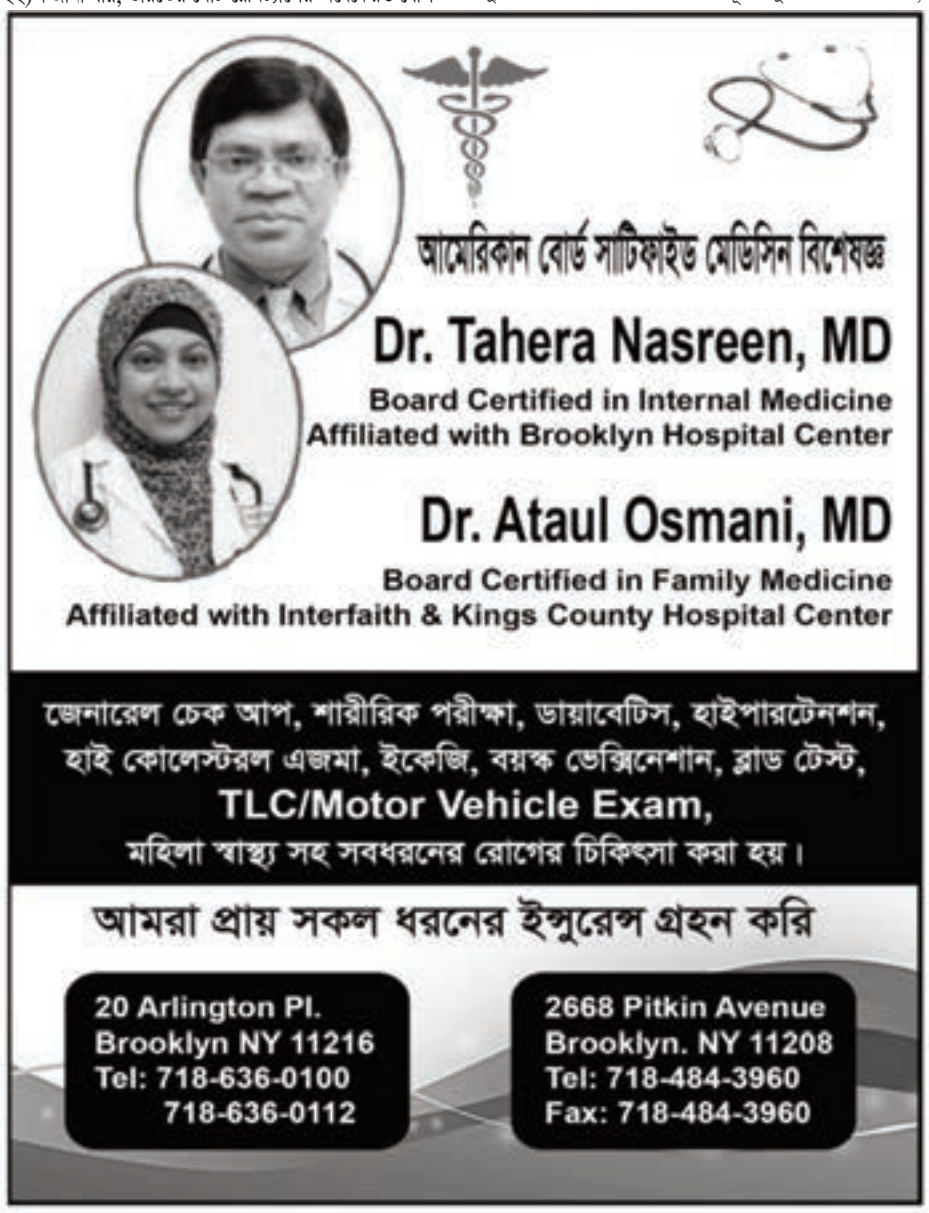
খোদ ভারতেই বিজেপি নেত্রীর অপকর্মের তীব্র প্রতিবাদ হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের রাচিতে বিক্ষোভকালে পুলিশের গুলিতে দু'জন মুসলমান তরুণ নিহত হয়েছেন, ৩০ জন আহত হয়েছেন, ৪০০ জন গ্রেফতার হয়েছেন এবং পুলিশ ১০ হাজার অজ্ঞাত আসামি করেছে। আর প্রতিবাদকারী নেতা জাবেদ মোহাম্মদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশেও প্রচন্ড বিক্ষোভ হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। বাংলাদেশের নাগরিকরা বিজেপি নেতাদের কান্ডজ্ঞানহীন বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেও বাংলাদেশ সরকার কোনো ধরনের প্রতিবাদ জানায়নি। দেশের ৯০ শতাংশ নাগরিকের হৃদয় কাঁদলেও সরকার দেশের জনমনের প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্রও হতে দেখা গেছে। বাগেরহাটের চিতলমারীতে এক কলেজছাত্রী রণিত বালা এবং ঢাকায় জনৈক অ্যাডভোকেট ফেসবুকের মাধ্যমে মহানবী সা:-কে কটূক্তি করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। তবে নাগরিকরা ধৈর্যের সাথে এসব মোকাবেলা করছেন। নড়াইলে একজন রাজনৈতিক নেতা একটি কলেজের অধ্যক্ষের পদ বাগানোর উদ্দেশে সংশ্লিষ্ট হিন্দু অধ্যক্ষকে অপসারণের জন্য এ ধরনের ধর্মীয় আবেগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন।

কিছু লোক পরিকল্পিত উপায়ে উদ্দেশ্যমূলক মুসলমানদের আবেগ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার জায়গায় আঘাত করে তাদের কলিজা টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে, তাদের চোখে অশ্রু ঝরাতে পারে, কিন্তু তাদের প্রাণের নবী সা:-এর মর্যাদা এক সুতা পরিমাণ কমাতে পারবে না। আল্লাহ পাক নিজেই নবীজী সা:-এর খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন (৯৪ : ৪)। তাঁর বিদ্রুপকারীর জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট বলে ঘোষণা দিয়েছেন (১৫ : ৯৫)। আর যারা নবী সা:-কে কষ্ট দেয় তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং পরকালেও রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তির ওয়াদা (৯ : ৬১ এবং ৩৩ : ৫৭)। কাজেই রাসূল সা:-এর উম্মতদের বলতে ইচ্ছে করে– কষ্ট পেও না ভাইবোনেরা! ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে এদের পরিণতি দেখার জন্য যেমনটি দেখেছি আবু লাহাবের পরিণতি (১১১ : ১-৫)। নবী সা:-এর দুশমনরাই প্রকৃতপক্ষে লেজকাটা হয়েছে (১০৮ : ৩)। বেশি দূর যেতে হবে না আমাদের দেশেও আমরা সাম্প্রতিককালে এমন ব্যক্তিদের পরিণতি দেখেছি!

তবে নবীজী সা:-এর প্রতি কটূক্তি কোনো মুমিন সইতে পারেন না। এর জন্য সামান্যটুকু ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিকে এর প্রতিবাদ করতে হবে। প্রতিবাদটি হবে দৃঢ়-কঠোর কিন্তু অবশ্যই শান্তিপূর্ণ। কারণ নবী সা:-এর শিক্ষা কখনোই কোনো প্রতিবাদ ভায়োলেন্ট হতে পারে না। রাস্তায় মিছিল-মিটিং করে প্রতিবাদ হবে কিন্তু কোনোভাবেই ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও বা সন্ত্রাসী কায়দায় হতে পারবে না। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে যার যার পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানাতে হবে। কবিতা, গদ্য, প্রবন্ধ, লেখনী, বক্তৃতা-বিবৃতি ইত্যাদি সব প্রক্রিয়ায় শালীনতা ও ভদ্রতা বজায় রেখে প্রতিবাদ করতে হবে। তবে প্রতিবাদের সবচেয়ে বড় উপায় হলো নবীজী সা:-এর জীবন চরিতের চর্চা। তাঁর জীবন চরিত থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং বিশ্ববাসীকে এই আদর্শ জীবনালেখ্য জানাতে হবে, প্রচার করতে হবে। নূপুর শর্মারা নোংরা অপবাদ দিয়েছে ঠিক কিন্তু আমরা কি নূপুরদের আমাদের ভালোবাসার মহামানব রাসূল সম্পর্কে জানাতে ব্যর্থ হইনি? কাজেই নবীজী সা:-এর সুন্দরতম আদর্শ জীবনের শিক্ষা প্রতিটি না জানা মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালানো এখন ঈমাদের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টিও শানাবাস নামের একজন আমেরিকান ডাক্তার ১৯৯৯ সালে 'মি-নারাত' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে তিনি কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন অকাট্য যুক্তি দিয়ে বলতে চেয়েছেন বিয়ের সময় আম্মাজান আয়েশার রা:-এর বয়স ছিল ১৭ কিংবা ১৮ বছর (নয়া দিগন্ত, ২০ জুন ২০২২)। এটি যদি গবেষণালব্ধ অনুসিদ্ধান্ত হয় তবে কমপক্ষে ভবিষ্যতে আর কোনো নূপুর এভাবে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটানোর সুযোগ পাবেন না। কিন্তু গবেষণা হোক বা না হোক এ বিষয়ে মুমিনদের মধ্যে কোনো বিতর্ক বা মন্তব্যের সুযোগ নেই। কেননা ইসলামের এই বাস্তবতাকে মুমিনরা আল্লাহর সিদ্ধান্ত হিসেবে এবং রাসূল সা:-এর জীবন চরিতকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক







ন্যানি আবশ্যক

ন্যানি আবশ্যক বাচ্চার দেখাশুনা ও ঘরের কাজের জন্য মধ্য বয়স্ক (৪৫+ বছর) মহিলা লিভ-ইন ন্যানি প্রয়োজন (হিন্দু পরিবার এর জন্য)। আমাদের সাথে ফিলাডেলফিয়া-তে থাকতে হবে। থাকা খাওয়া ফ্রি, বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। **(২০৮) ৯০৮-৩৭৩১, (২০৮) ৯০৮-২৮৩০।**

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: **1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724**

বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।

যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫।
মে-১৬/২৩

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীন এফ ট্রেন ডিটমার্স এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে ২ বেডরুমের বাসা (স্বামী-স্ত্রীর) ভাড়া দেয়া হবে। সাইদ ৭১৮-৬০০-১০০৯, ৭১৮-৪৩৫-৭২৩৫

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে
একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।

ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

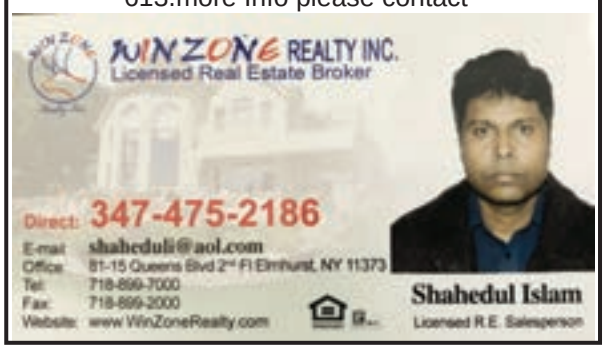
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি

এটর্নী মঈন চৌধুরী আবারও ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার নির্বাচিত

(শেষের পাতার পর)

পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার নির্বাচিত এটর্নী মঈন চৌধুরী আবারও ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার নির্বাচিত হয়েছেন। নিউ-ইয়র্ক স্টেটের কুইন্স কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে তিনি পুনরায় একই পদে নির্বাচিত। কুইন্স ভিলেজের অন্টুমস পার্টি হলে ১১ জুলাই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ডেমোক্রেটিক পার্টির কুইন্স কাউন্টির চেয়ারম্যান কংগ্রেসম্যান গ্রেগরী মিক্স।

সম্মেলনে গত ২৮ জুন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারী নির্বাচনে বিজয়ী অ্যাসেম্বলীম্যান ও ডিস্ট্রিক্ট লিডারদেরকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কুইন্স কাউন্টি এক্সিকিউটিভ কমিটির সকল ডিস্ট্রিক্ট লিডারের উপস্থিতিতে সাবেক কাউন্সিলওমেন ক্যারেন কোওয়াসকির প্রস্তাবের ভিত্তিতে এটর্নী মঈন চৌধুরী সহ অন্য সকল ডিস্ট্রিক্ট লিডারের প্রত্যক্ষভোটে সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসম্যান গ্রেগরী মিক্সকে আগামী দুই বছরের জন্য পুনরায় কুইন্স কাউন্টি ডেমেক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান কংগ্রেসম্যান গ্রেগরী মিক্স এর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত সকল ডিস্ট্রিক্ট লিডারের প্রত্যক্ষ ভোটে এটর্নী মঈন চৌধুরীকে পুনরায় আগামী দুই বছরের জন্য কুইন্স কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ পদে নির্বাচিত করা হয়। উল্লেখ্য, মঈন চৌধুরী ২০১৬ সাল থেকে সমগ্র কুইন্স কাউন্টির ডেমক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাটলার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে একই পদে চতুর্থ মেয়াদের জন্যে নির্বাচিত হবার পর অনুভূতি ব্যক্তকালে (এক্সিডেন্ট কেস, মেডিকেল ম্যাল প্র্যাক্টিস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান অ্যাটর্নি) মঈন চৌধুরী মি-ডিয়াকে বলেন, নিউইয়র্ক সহ সমগ্র আমেরিকায় ডেমোক্রেটিক দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নে দীর্ঘ দিন যাবত কাজ করে আসছি। জনগণের পাশে থেকে সবসময় সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমার মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য, ডিস্ট্রিক্ট লিডার এটর্নী মঈন চৌধুরী ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক সুপ্রীমকোর্ট ও সিভিল কোর্টের কয়েকজন জাস্টিসকে দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নির্বাচিত করেছেন।

উল্লেখ্য, এটর্নী মঈন চৌধুরী হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার সন্তান ও বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের প্রাক্তন প্রশাসনিক কর্মকর্তা মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল মতিন চৌধুরীর পুত্র।

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপে বাংলাদেশী বিজ্ঞানী

(শেষের পাতার পর)

ছবিগুলো প্রকাশ করেছে নাসা।

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী লামীয়া মওলা ২০২০ সালে ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করে এখন পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে কাজ করছেন ইউনিভার্সিটি অব টরোন্টোর ডানলাপ ইনস্টিটিউট ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিকসে। তিনি কাজের সুবাদেই যুক্ত হয়েছেন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ প্রকল্পে হাজার বিজ্ঞানীর দলে। ইউনিভার্সিটি অব টরোন্টোর ডানল্যাপ ইনস্টিটিউট ফল অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের গবেষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন লামীয়া। জেডব্লিউএসটির একাধিক দলের সদস্যও তিনি।

লামীয়া ফোর্বস সাময়িকীকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, প্রথমত, কারিগরি গঠন বিবেচনায় নিলে টেলিস্কোপ দুটি একেবারেই ভিন্ন, পার্থক্য আছে অবস্থানেও। হাবলের আয়না আকারে ২.৪ মিটার; এর বিপরীতে ওয়েব টেলিস্কোপের আয়নার আকার ৬.৬ মিটার। অর্থাৎ, হাবলের চেয়ে ওয়েবের আলোকরশ্মি গ্রহণ করার সক্ষমতা বেশি। কিন্তু, দুটি টেলিস্কোপের মধ্যে তুলনা বিচার ঠিক যৌক্তিক নয় বলেই হাবল মানব চোখে দৃশ্যমান আলোক রশ্মিতেই মহাবিশ্ব দেখে। কিন্তু জেডব্লিউএসটি মূলত ইনফ্রারেড টেলস্কোপ, সাধারণ পরিস্থিতিতে আলোর তরঙ্গের যে অংশটুকু মানব চোখে দৃশ্যমান নয়, তার ভিত্তিতেই মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করছে নাসার নতুন টেলিস্কোপটি।

মওলার নিজের গবেষণা প্রকল্প 'থ্রিডি-ড্রাশ'-এর অংশ হিসেবে ইনফ্রারেডের কাছাকাছি তরঙ্গে মহাকাশের ছায়াপথগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হাবল টেলিস্কোপের সময় লেগেছে আড়াই শ ঘণ্টা। 'থ্রিডি-ড্রাশ প্রোগ্রাম হাবলের মহাকাশের বড় একটা অংশে ছবি তোলার সক্ষমতার ঐতিহ্যকেই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন আমাদের ছায়াপথের বাইরে ছায়াপথগুলোর রহস্য উদঘাটন শুরু করতে পারি আমরা'- বলছেন লামীয়া।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণীকা

(শেষের পাতার পরঃ)

বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে (অর্ক প্যাভেলিয়ন)।

সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউএসএ'র বনভোজন ১৭ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের গ্লেন আইল্যান্ড পার্কে (প্যাভেলিয়ন # ৩)

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন-এর বনভোজন ১৮ জুলাই সোমবার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ হেকশেয়ার স্টেট পার্কে।

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক বনভোজন ২৪ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ বেথপেজ স্টেট পার্কে।

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র বনভোজন ২৪ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের ইষ্ট রিভারের পাড়ে এস্টোরিয়া পার্কে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র বনভোজন ২৪ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের সাউথহ্যাভেন কাউন্টি পার্কে।

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র বনভোজন ৩১ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড কাউন্টি পার্কে।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, আমেরিকা'র বার্ষিক বনভোজন ৬ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ বেথপেজ ষ্টেট পার্কে।

১৬তম টরন্টো বাংলা বইমেলা ৬-৭ আগষ্ট শনি ও রোববার ৯ ডজ রোড টরন্টো, কানাডা।

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক'র বনভোজন ৭ আগষ্ট রোববার নিউইয়র্কের ওরিয়েন্ট বীচ ষ্টেট পার্কে।

শতদল আয়োজিত উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন ১৩-১৪ আগষ্ট নিউজার্সীর জেএমপি আর্ট সেন্টার।

আগামী সপ্তাহে মানবপাচার প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যুক্তরাষ্ট্র

(শেষের পাতার পর)

মানবপাচার পরিস্থিতির ওপর আলাদা অধ্যায় থাকবে। বৃহস্পতিবার (১৪ জুলাই) ঢাকায় আমেরিকান সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাসের এক কর্মকর্তা।

তিনি বলেন, টিআইপি প্রতিবেদনটি পাচার রোধ করার লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টায় বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি। এটি মানবাধিকার, আইন প্রয়োগ এবং জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে বিশ্ব নেতৃত্বের প্রতি মার্কিন সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

'প্রতিবেদনে বাস্তব ফলাফলের সঙ্গে অগ্রগতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাচার রোধ করার প্রচেষ্টা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সম্ভাব্য পদক্ষেপ এবং সরকারের প্রয়াসের ঘাটতিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা নয়, সরকারের প্রচেষ্টার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে মানবপাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানবপাচার একটি অপরাধ। এটি ব্যক্তি কল্যাণ, জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে।'

মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, মানব পাচারের বিরুদ্ধে কাজ করা ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসের অন্যতম অগ্রাধিকার। আমেরিকান দূতাবাস সব সময় বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বজায় রাখে। পাচার থেকে উদ্ধার করা ব্যক্তিদের সুরক্ষা পরিষেবা উন্নত করতে ও পাচারের ঝুঁকি কমাতে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদান করে।

তিনি আরও বলেন, মানবপাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। পাচার বন্ধ করতে এনজিও এবং সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিশাপের অবসান ঘটাতে সমাজের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

টিআইপি প্রতিবেদনে তিনটি স্তর তথা টায়ার রয়েছে। প্রথম টায়ার মানে মানব পাচার প্রতিরোধে গৃহীত সর্বনিম্ন মান নিশ্চিত আছে। দ্বিতীয় টায়ার মানে সর্বনিম্ন মান নিশ্চিতের চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃতীয় টায়ার মানে হলো, মানব পাচার প্রতিরোধে সর্বনিম্ন মান নিশ্চিত করার যথেষ্ট চেষ্টা নেই। বর্তমানে বাংলাদেশ দ্বিতীয় টায়ারে রয়েছে।

বাংলাদেশে সংকট মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

(শেষের পাতার পর)

এই সংকট শুধু উন্নয়নশীল দেশেই না অনেক উন্নত দেশেও এর আঁচ লেগেছে। যুদ্ধের প্রভাব জ্বালানি মার্কেট চরম অস্থিতিশীল করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক খাদ্যপণ্যের বাজারও বেসামাল। বৈশ্বিক এই সংকট বাংলাদেশকেও বিপদে ফেলে দিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে সম্প্রতি বাংলাদেশ ৫২ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির অনন্য মাইল ফলক অর্জন করেছে। অর্থাৎ গত একযুগে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে দেশে শিল্পায়ন অতীতের সকল সময়কে ছাড়িয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে 'দিন বদলের ইশতেহারে' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিবেন। সেই রূপকল্প সরকার বাস্তবায়ন করেছে। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুতের কোন বিকল্প নাই। সরকার সে লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে হঠাৎ করেই কিছুটা ছন্দপতন সব জায়গাতেই।

বিশ্বব্যাপী চলমান জ্বালানি সংকটের কারণে অর্থনৈতিভাবে সমৃদ্ধ অনেক উন্নত দেশও তাদের জনগণকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সুবিধা দিতে পারছেনা। অনেক দেশকেই এই সংকটকালীন সময়ে রেশনিং করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন ১৬০০-১৭০০ মি-লিয়ন ঘনফুট গ্যাসের প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। কারণ সরকারকে অগ্রাধিকার দিতে হচ্ছে কৃষি ও শিল্পখাতকে। কৃষির জন্য সার অপরিহার্য। সার উৎপাদনেও সরকারকে অনেক পরিমাণ গ্যাস দিতে হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে দৈনিক গ্যাসের উৎপাদন ২৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট। চাহিদার বাকি বৃহৎ অংশ এলএনজি আমদানি করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার সময়ও গ্যাসের উৎপাদন ছিল মাত্র দৈনিক ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। সেখান থেকে সরকার উৎপাদন সক্ষমতা বাড়িয়েছিল দৈনিক ২৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত। ২০১৮ সাল পর্যন্ত সরকার এ সক্ষমতায় গ্যাস উৎপাদন করেছে। কিন্তু খনিগুলোর নির্জাভ কমে যাওয়ার কারণে নিজস্ব গ্যাস উৎপাদন কমতে শুরু করেছে।

এলএনজি আমদানির জন্য কাতার ও ওমানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় বর্তমানে বাংলাদেশ এলএনজি পাচ্ছে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্পট মার্কেট থেকেও এলএনজি আমদানি করতো সরকার। কোভিড-১৯ এর আগে সরকার এক ইউনিট এলএনজি ৪ ডলারেও আমদানি করেছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা ৪১ ডলারও ছাড়িয়ে গেছে। এত উচ্চমূল্যে আমদানি করলে দেশের অর্থনীতির উপর বিশাল চাপ তৈরি হবে। শুধু গ্যাসের দামই না। বেড়েছে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম। ২০২১ সালের জুলাইয়ে ডিজেল ব্যারেল প্রতি ৭৭ ডলার ছিল; সেটা এ বছরের জুনে ১৭১ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

সরকার নিজস্ব জ্বালানির অনুসন্ধান, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান কূপগুলোতে আরো গভীরে খনন করে গ্যাসের অনুসন্ধান কাজ চালাচ্ছে। এরই মধ্যে আগামী ৩ বছরের একটা আপগ্রেডেশন, ওয়ার্কওভারের স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছে যাতে করে ৪৬টি কূপ থেকে দৈনিক ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস নতুন করে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে পারে।

গত ১৩ বছরে জ্বালানি খাতে সরকারের ব্যাপক বিনিয়োগ ও উন্নয়নের ফলে দেশের জনগণ লোডশেডিং কি তা ভুলতেই বসেছিল। কিন্তু করোনা পরবর্তি বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং তার উপর দিয়ে 'মঠার উপর খাঁড়ার ঘা' রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী তীব্র জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে এবং জ্বালানির দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। যে কারণে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বেশি থাকার পরও, জ্বালানি সংকটের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং জনগণ আবার অন-াকাঙ্খিত লোডশেডিং-এর মধ্যে পড়েছে।

সরকার আশা করে এই পরিস্থিতি খুব বেশিদিন থাকবেনা। এবছরের মধ্যেই পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিট, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ভারত থেকে ১৬০০ মেগাওয়াট আমদানিকৃত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে।

দেশবাসীর সবার নিশ্চয়ই মনে আছে বিএনপি ও কেয়ারটেকার সরকারের শাসনামলে (২০০১-২০০৮) দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল এবং দিনে ১৬-১৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকতো না। সেই কঠিন সময়ে জনগণ জননেত্রী শেখ হাসিনার উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিদ্যুৎ খাতের ব্যাপক উন্নয়ন করেছে।

শত প্রতিকূলতা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও জনগনের মঙ্গলের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক সংকট, মহামারি, মন্দা সত্ত্বেও এই সরকার কখনো তার মূল আদর্শ থেকে এক চুলও বিচ্যুত হয়নি। জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার আশা করে এই সংকটকালীন সময়েও জনগণ আগের মতোই সরকারের প্রতি বিশ্বাস অব্যাহত রাখবে।

সরকার আশা করে সবাই মিলেই এই সংকটের সমাধান সম্ভব হবে। এই পরিস্থিতিতে সবার কাছে সরকারের একটাই অনুরোধ, 'আসুন আমরা সবাই গ্যাস-বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হই।'

এক নজরে ১৩ বছরে জ্বালানি খাতে সরকারের উন্নয়ন

মোট নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ : ১২৫

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি (মেঃওঃ) : ২০,৬২৪ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ)

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেঃ ওঃ) ১৪,৭৮২ (১৬ এপ্রিল, ২০২২)

মোট নতুন সঞ্চালন লাইন (সা.কি.মি.): ৫,৫৪৪

গ্রিড সাব-ষ্টেশন ক্ষমতা বৃদ্ধি (এমভিএ) : ৩৯,৯১৭

বিদ্যুৎ আমদানি (মেঃ ওঃ) : ১,১৬০

নতুন বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন (কি.মি.) : ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার

বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত নতুন জনগোষ্ঠী : ৫৩% (অর্থাৎ ১০০% জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত)

মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি (কি.ও.ঘণ্টা) : ৩৪০ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ - ২০২০ - ২০২১ অর্থবছর)

নতুন বিদ্যুৎ গ্রাহক : ৩ কোটি ২১ লক্ষ

নতুন সেচ সংযোগ : ২ লক্ষ ১২ হাজার

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ (কোটি টাকায়) : ২৫,০৮৪ (২০২১-২০২২ অর্থবছর)

বিতরণ সিস্টেম লস কমেছে : ৫.৮৫%

গত ১৫ জুলাই শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস-এর মিনিস্টার (প্রেস) এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন প্রেরীত।

গায়ক ফেরদৌস ওয়াহিদ হাসপাতালে ভর্তি

(শেষের পাতার পর)

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হার্ট অ্যাটাক হয় তার। ফেরদৌস ওয়াহিদের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, হার্ট অ্যাটাকের পর দ্রুত তাকে রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাকে চিকিৎসকদের অবজারভেশনে রাখা হয়।

ফেরদৌস ওয়াহিদের ঘনিষ্ঠ শিল্পী খন্দকার বাপ্পি গণমাধ্যমকে বলেন, ফেরদৌস ওয়াহিদ ভাইয়ের অবস্থা এখন বেশ ভালো। এখন বারডেমের কার্ডিওলজি বিভাগের তত্ত্বাবধানে কেবিনে ভর্তি আছেন। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন। ৬৯ বছর বয়সী এই পপ গায়ক কয়েক বছর ধরে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে ভুগছেন বলে জানা গেছে।

হিটস্ট্রোক থেকে বাঁচতে

(শেষের পাতার পর)

কোথাও অতিরিক্ত জনসমাগম হলে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি রয়েছে।

গরমের দিনে মারাত্মক সমস্যার একটির নাম হিটস্ট্রোক। এর প্রধান কারণ পানিশূন্যতা। মানবদেহে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট। প্রচন্ড গরমে মানুষের শরীরের তাপনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে প্রবল। এ অবস্থায় শরীরের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেলে হিটস্ট্রোক হয়।

গরমে অতিরিক্ত ঘামলে শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে। প্রচন্ড তাপদাহে অতিরিক্ত জনসমাগমেও হিটস্ট্রোক হতে পারে। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না পেলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

হিটস্ট্রোকের লক্ষণগুলো হলো– মাথা ঝিম ঝিম করা, বমি বমি ভাব বা বমি করা, অবসাদ ও দুর্বলতা, মাথাব্যথা, মাংসপেশির খিঁচুনি, চোখে ঝাপসা দেখা, হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি, শ্বাসকষ্ট, দৃষ্টিবিভ্রম, খিঁচুনি ইত্যাদি।

এ সমস্যা থেকে কিভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যায়, যে ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চি-কিৎসক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা: এ বি এম আব্দুল্লাহ।

তিনি বলেন, দেশে এখন করোনাভাইরাস ও ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ রয়েছে। প্রচন্ড গরমে মানুষের বিভিন্ন ধরনের অসুখ, সর্দি-কাশি, জ্বরও হচ্ছে। এর সাথে প্রচন্ড গরমে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকিও যুক্ত হয়েছে।

তাই অপ্রয়োজনে জনগণকে বাইরে রোদে না ঘোরার পরার্মশ দেন এ ইমিরেটাস অধ্যাপক। তিনি বলেন, আমাদের যারা শ্রমিক শ্রেণী রয়েছে তাদের তো বাইরে কাজ করতেই হয়। তারা যাতে মাঝে মধ্যে ছায়ায় অবস্থান করেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। বেশি বেশি পানির পাশাপাশি হালকা লবণযুক্ত পানি, ওরস্যালাইন, ডাবের পানি পান করতে হবে। ডিহাইড্রেশন যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

শিশুদের ব্যাপারে বিশিষ্ট এ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বলেন, তারা যেন রোদের মধ্যে অনেক বেশি দৌড়ঝাঁপ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বয়স্কদের হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তারা যেন খুব বেশি প্রয়োজন না হলে রোদের মধ্যে বাইরে না বের হয়। গেলেও যেন ছাতা ব্যবহার করেন। সাথে পানির বোতল রাখা ও অল্প অল্প করে বার বার পানি পান করতে হবে। যারা রাস্তায় বসে কাজ করেন, তারা যেন উপরে ছাতা বেঁধে তার নিচে বসে কাজ করেন। যারা রিকশা শ্রমিক বা অন্যান্য কাজের সাথে জড়িত; তারা যেন মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ছায়ার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন।

বিএসএমএমইউয়ের এ চিকিৎসক আরো বলেন, যারা বিভিন্ন শিল্প কারখানায় গরমের মধ্যে কাজ করেন, তাদেরও হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি রয়েছে। তাদের বাইরে খোলা বাতাসযুক্ত স্থানে বসার পরামর্শ দেন তিনি। আরো বলেন, খুব টাইট পোশাক পরলে শরীর থেকে ঘাম বের হয় না। তাই বেশি টাইট পোশাক পরা যাবে না। ঢিলেঢালা সুতি কাপড়ের পোশাক পরতে হবে।

হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হলে করণীয় কী, এ ব্যাপারে অধ্যাপক ডা: এ বি এম আব্দুল্লাহ বলেন, কেউ যদি হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েই যায় তাহলে তাকে যত দ্রুত সম্ভব ছায়াযুক্ত স্থানে নিতে হবে। ঘরে থাকলে ফ্যান ও এসি চালু করে তাকে ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে। ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দিতে হবে।

বেশি বেশি পানি, ফলমূলের শরবত পান করাতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির প্রেশার কমে যাওয়া, প্রস্রাব বন্ধ, পালস কমে যাওয়া বা অজ্ঞান হয়ে গেলে দ্রুত আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতেও পরামর্শ দেন তিনি। ইন্টারনেট।

ব্রাজিলের বিপক্ষে না খেলতে আদালতে আর্জেন্টিনা

(শেষের পাতার পর)

বাছাই পর্বের স্থগিত হওয়ার ওই ম্যাচ নিয়ে নাটকের শেষ নেই। ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা ফিফার জোরাজুরিতে ব্রাজিল খেলতে রাজি হলেও এখন গড়িমসি করছে আর্জেন্টিনা। এমনকি ম্যাচটি ঠেকাতে ক্রীড়া সালিশি আদালতেও (সিএএস) গিয়েছে আর্জেন্টাইন ফুটবল ফেডারেশন (এএফএ)। টিওয়াইসি স্পোর্টসের সাংবাদিক গাস্তন এদুল দিয়েছেন এই খবর। এক টুইট বার্তায় এদুল জানান, খেলাধুলার সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ম্যাচটি মাঠে গড়ানোর সম্ভাবনা নেই।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে ব্রাজিলের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে যায় আর্জেন্টিনা। দলের ৪ খেলোয়াড় কোভিড প্রটোকল ভঙ্গ করায় খেলা শুরু হওয়ার পরপরই সেটি প- করে দেয় সাও পাওলোর স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্থা (আনভিসা)।

এরপর বাছাই পর্বের বাকি ম্যাচগুলো ধারাবাহিকভাবে খেলেছে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপেও জায়গা নিশ্চিত তাদের। কাজেই স্থগিত হওয়ার ম্যাচটির কোনো গুরুত্ব নেই এখন।

কিন্তু বাছাই চক্র সমাপ্তির জন্য ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাকে ম্যাচটি খেলতে চাপ দেয় ফিফা। ঠিক হয় সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ব্রাজিলের মাঠেই ম্যাচটি খেলবে আর্জেন্টিনা। ২১ বা ২২শে সেপ্টেম্বর সম্ভাব্য তারিখ ধার্য করা হয়। কিন্তু বিশ্বকাপের আগ মুহূর্তে ম্যাচটি খেলা বিপজ্জনক মনে করছে দুই দল। বিশেষ করে, এই ম্যাচে যদি কেউ চোটে পড়ে কিংবা লাল কার্ড দেখে, তাহলে মূলপর্বে তার জের টানতে হবে তাদের। কাজেই শেষতক ম্যাচটি হলেও দ্বিতীয় সারির দল মাঠে নামানোর সম্ভবনা প্রবল।



যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির উদ্যোগে এরশাদ এর

(শেষের পাতার পর)

সফল রাষ্ট্রনায়ক জাতীয় পার্টির সম্মানিত চেয়ারম্যান দেশ উন্নয়নের মহাকারিগর ও গরীবের প্রিয়নেতা পল্লীবন্ধু হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সাহেবের ৩য় মৃত্যু বার্ষিকী যথাযথ সম্মানের সহিত পালন করেন। উক্ত স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি হাজী আবদুর রহমান ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান এর ব্যক্তিগত সচিব মোহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য লিয়াকত আলী, সাবেক সংসদ হাসনা বেগম, জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার ও উপদেষ্টা সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী। সভায় উপস্থিত থেকে আরো বক্তব্য রাখেন জাপার সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিছ উদ্দিন আহমেদ, আওয়ামীলীগ নেতা মোহাম্মদ সোলায়মান আলী, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ওয়াহিদ ফেরদৌস, দপ্তর সম্পাদক আকতার কবির, কোষাধ্যক্ষ জিএম ইলিয়াছ এবং আওয়ামীলীগ নেতা মোহাম্মদ নাজিম। সম্মানিত অতিথি ডাঃ হক কংগ্রেসম্যান। জাপার সদস্য মোহাম্মদ নাদের, সদস্য আজহারুল হক খোকা, আবুল বশর মিলন, মহিলা সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, সদস্য নেওয়াজ শরীফ, নিউইয়র্ক স্টেট সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ হানিফ, নিউইয়র্ক সিটি সভাপতি শুভংঙ্কর গাঙ্গুলী এবং সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।

স্মরণ সভার শুরুতে নেতার বিগত দিনের কার্যকলাপের উপর বিষদভাবে সকলে আলোচনা করে। এরশাদ সাহেব এই বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কৃষক, শ্রমিক, গরীবের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। দেশ উন্নয়নের একজন মহান কারিগর ছিলেন তিঁনি। গ্রাম বাংলায় উন্নয়নের সফলতার উপজেলা পরিষদ গঠন করেছিলেন। গ্রামের কৃষক পান্তা ভাত খেয়ে পায়ে হেটে উপজেলা পরিষদে গিয়ে আদালতে বিচারের জন্য স্বরণাপন্ন হতে পারতেন এবং তিনি অনেক বড় বড় সেতু তৈরী করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদের বিদ্যুৎ বিল মওকুফ করেছিলেন এবং মুসলমানদের জুমার নামায পড়ার সুবিধার্থে শুক্রবার সরকারী ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্র হিসেবে গঠণ করেছিলেন। ঢাকাতে বন্যা পানি থেকে মুক্ত রাখার জন্য ঢাকার চারদিকে বেড়িবাধ দিয়ে ঢাকাকে রক্ষা করেছিলেন।

'অনিয়ম দূর না হলে

(শেষের পাতার পর)

সোসাইটির নির্বাচন যেমন পিছিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে এই সংগঠনের প্রতি প্রবাসীদেও আস্থাও হ্রাস পাচ্ছে, কমে যাচ্ছে আগ্রহ। সর্বশেষ আবার সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত চেয়ে মামলা করেছেন সাবেক কর্মকর্তা ওসমান চৌধুরী।

ওসমান চৌধুরী নির্বাচন স্থগিত চাওয়ার পাশাপাশি সোসাইটির আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা আনার জন্য আদালতে আর্থিক হিসাব দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি সোসাইটিতে পুরনো যে মেম্বারশীপ রয়েছে তা বাতিল করে, নতুন করে মেম্বারশিপ দেওয়ার আদেশ দিতে এবং সোসাইটির আরো বেশ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে আদালতে আবেদন জানিয়ে সম্প্রতি তিনি এই মামলা করেছেন। আগামী ২৬ জুলাই এই মামলার শুনানীর দিন ধার্য করেছেন আদালত।

এদিকে বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহম্মদ আলী জানান, সোসাটির আইনজীবীর অফিস থেকে জানানো হয়েছে ওসমান চৌধুরী আবারও মামলা করেছেন। এই মামলা করার মধ্য দিয়ে সোসাইটি নতুন করে আবারো মামলার জটিলতায় পড়েছে। তিনি ৫/৭ দিন আগে এই মামলা করেন। ইনডেক্স একই আছে। তবে নতুন মামলা। তিনি স্টে অর্ডার চেয়েছেন।

অপরদিকে কমিউনিটির পরিচিত মুখ হাসান আলী মামলা প্রসঙ্গে বলেন, যে লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৫ সালে সোসাইটির যাত্রা শুরু হয়েছিলো তা এখন আর বিদ্যমান নেই। সোসাইটির চলমান সঙ্কট দূর করতে হলে আগে সোসাইটির গঠনতান্ত্রিক সমস্যা দূর করতে হবে। ২/৩ বছর আগের ভোটার দিয়ে ২/৩ বছর পরে নির্বাচন হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। তিনি বলেন, সমস্যার সমাধানে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করে সকলের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে সোসাইটির সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা আর আজীবন সদস্যদের যৌথসভা হতে পারে। বলেন, মামলা করার কারণগুলোর সমাধান ছাড়া সোসাইটি মামলামুক্ত হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।



বন্যার্তদের মাঝে গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অব পেনসিলভেনিয়ার নগদ অর্থ বিতরণ

পেনসিলভেনিয়া: সর্বকালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গোলাপগঞ্জ উপজেলার জনসাধারণের জন্য গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অব পেনসিলভেনিয়ার উদ্যোগে গোলাপগঞ্জ পৌরসভা ও উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের বন্যার্তদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ গত ৭ জুলাই বুধবার থেকে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে অবস্থানরত সোসাইটির সহ সভাপতি ওলিউর রহমানের নেতৃত্বে দেশে অবস্থানরত কার্যকরী পরিষদের আরো বেশ কিছু দায়িত্বশীলদের নিয়ে পৌর মেয়র ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় এ অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সোসাইটির সভাপতি সালা ইউ খান ও সাধারণ সম্পাদক হাসান আহমেদ।

সোসাইটির সভাপতি সালা ইউ খান আরো বলেন কয়েকমাস আগে গঠিত হয়েছে এই সোসাইটি। নতুন হওয়ার পর ও সোসাইটির সকল সদস্য, শুভাকাঙ্খী হাত খুলে দান করেছেন এই কার্যক্রমে। আমরা বাংলাদেশের যে কোন দূর্যোগে গোলাপগঞ্জবাসীর পাশে থাকার অঙ্গিকার করছি। এছাড়াও পেনসিলভেনিয়ায় অবস্থানরত আমাদের সদস্যদের পাশে ও সার্বক্ষণিক আছি থাকব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে ছয়শত পরিবারের মাঝে ছয় লক্ষ টাকারও বেশি নগদ অর্থ বিতরণ করা হবে। এছাড়াও বিগত দিনে মসজিদ নির্মাণ, বাড়ি পুনর্নির্মাণ, অসহায় ক্যান্সার রোগীদের অর্থ প্রেরণ করে গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অব পেনসিলভেনিয়া।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 18 // 2022

ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা না দিতে কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করলে এবং ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ পাওয়া গেলে যুক্তরাষ্ট্র আইন করে, যদি কোনো দেশ রাশিয়ার কাছ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনে তাহলে সেই দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। কিন্তু হুমকি সত্ত্বেও ২০১৮ সালের অক্টোবরে রাশিয়ার সঙ্গে ৫০০ কোটি ডলারের একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করে ভারত। চুক্তির আওতায় ভারত পাঁচটি এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা দিচ্ছে মস্কো। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছিল, চুক্তি করলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। কিন্তু ভারতের ওপর যেন কোনো নিষেধাজ্ঞা না দেওয়া হয় সেই লক্ষ্যে আইনে সংশোধনী আনতে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে কণ্ঠভোটে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ডিফেন্স অথোরাইজেশন অ্যাক্টের (এনডিএএ) ফ্লোর বিবেচনার সময় একটি এন-রুক সংশোধনীর অংশ হিসেবে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে আইনের সংশোধনী প্রস্তাবটি পাস হয়েছে।









বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: দিনভর আনন্দ উৎসব, খেলাধুলা, আড্ডা আর গল্পের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র ইনেকর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা। গত ৩ জুলাই রোববার লং আইল্যান্ডের বেথ পেইজ স্টেট পার্কে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এতে সব ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যের জোয়ার প্রবাহিত হয় বৃহত্তর কুমিল্লাবাসীর মাঝে। দেখা হয় পুরাতন বন্ধু-বান্ধব আর পরিচিত হয় নতুনদের মাঝে। সকালে বাস ছেড়ে যায় বনভোজনের উদ্দেশ্যে, সাথে যোগ দেয় আরো কয়েক শত প্রাইভেট কার। মুহূর্তেই বৃহত্তর কুমিল্লাবাসীর (কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া) মিলন মেলায় পরিনত হয়। সেখানে আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান সংগঠনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ বনভোজনের আহবায়ক-সদস্য সচিব ও কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দগণ।

পার্কে পৌঁছানোর পর সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো: জাহাঙ্গীর আলম সরকার ও সদস্য সচিব বাছেদ ভুইয়ার পরিচালনায় বেলুন উরিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বনভোজন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কাজী এনামুল হক। এ সময় আমন্ত্রিত অতিথি ও কার্যকরী কমিটির নেতৃবন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর পর শুরু হয় বিভিন্ন ইভেন্টে সাজানো শিশু-কিশের, মহিলা ও পুরুষদের পৃথক খেলাধুলা। শেষ বিকেলের আয়োজন ছিলো রাফেলড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা। আলোচনা পর্ব সমিতির সভাপতি ডা. মো: ইনামুল হক এম,ডি সভাপতিত্ব করেন। এসময় বনভোজন কমিটির আহবায়ক বীর মুক্তিযাদ্ধা ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, প্রধান অতিথি সরকার ইসলাম, গেস্ট অব অনার এটর্নী মঈন চৌধুরী, উদ্বোধক কাজী এনামুল হক, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, প্রধান সমন্বয়কারী মো: ইউনুস সরকার, জাহাঙ্গীর হোসেন ভুইয়া বিশিস্ট ব্যবসায়ী মো: শাহ জাহান সিরাজী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, বিশিস্ট রিয়েল ষ্টেট ব্যবসায়ী সারওয়ার খান বাবু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবুল কালাম ভুইয়া, মো: জাকির হোসেন মজুমদার, সামসুদ্দিন শামিম, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি ফকরুল ইসলাম মাসুম, কুমিল্লা সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার সভাপতি গোলাম মহিউদ্দিন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটি অব ইউ এস এ'র সভাপতি এইচ এম ইকবাল, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউ এস এ'র সভাপতি আবুল খায়ের আখন্দ, সাবেক সভাপতি প্রফেসার মনির হোসেন খান, বৃহত্তর দাউদকান্দি সোসাইটি ইউ এস এ'র সভাপতি মো: আবু মুসা, প্রবাসী মতলব সমিতির সভাপতি মো: রবিউল আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার মো: জামান তপন, কুমিল্লা সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা ইনক'র নব নির্বাচিত সভাপতি কাজী আছাদ উল্যাহ, কুমিল্লা সোসাইটি'র প্রধান উপদেষ্টা আবুল বাসার মিলন, কুমিল্লা সোসাইটি ইউ এস এ'র সিনিয়র সহ সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, সাবেক সভাপতি মামুন মিয়াজী, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মো: মনির হোসেন, কুমিল্লা সোসাইটি ইউ এস এ'র সাধারণ সম্পাদক এইচ এম মিজানুর রহমান, কুমিল্লা সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা'র সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান মিঠু, চৌদ্দগ্রাম সোসাইটি ইউ এস এ'র সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান, হাসান মাহমুদ সোহেল, কবির হোসেন অভি, প্রবাসী মতলব সমিতির সাধারণ সম্পাদক নাজির আহমেদ সোহেল, নুরে আলম বিপু, মো: আলমগীর হোসেন মোল্লা, মো:জামিল খান,বৃহত্তর দাউদকান্দি সোসাইটি'র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন জাহীদ, মো: তারেকুল ইসলাম, মো: হেলাল উদ্দিন,মাহাবুব আলম, মো: মহসিন, মো: তাজুল ইসলাম, মো:কামাল উদ্দিন, মো: আলী প্রমুখবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, প্রবাস থেকেও দেশের জন্য কজ করতে হবে।

দুপুরে বনভোজনে ভোজন বিলাসীদের জন্য ছিল ব্রঙ্কেসের খলিল বিরেয়ানী রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু খাবার। বিকেলে রাফেল ড্র পর্ব পরিচালনা করেন বনভোজন বনভোজন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ইউনুস সরকার ও মিয়া মোহাম্মদ দুলাল। সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন মো: এ সিদ্দিক পাটোয়ারী। সহযোগিতায় হাজী মো: ইসমাইল মিয়া, হাজী নুরুল ইসলাম, মো: নাঈমুল হক, ইকবাল খান, এল আর চুন্নু, মো: সোহেল গাজী, মো:আনোয়ারুল ইসলাম, মো: রহিম ভুইয়া। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বিবিসি'র সাংবাদিক মাসুদ হাসান খানের সাথে জ্যাকবসন হাইটসে আড্ডা

হককথা ডেস্ক: বিবিসি বাংলা বিভাগের সিনিয়র প্রডিউসার মাসুদ হাসান খান জমজমাট আড্ডায় দারুন সময় কাটালেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটসে। প্রায় চার যুগের বন্ধু ও ডেইলী নিউজ পত্রিকার সহকর্মী ও লেখক-সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন তাকে সাউথ এশিয়ান রাইটার্স এন্ড জার্নালিস্টস ফোরামের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানান। মাসুদ হাসান খান বিবিসিতে যোগ দেয়ার আগে আকবর হায়দার কিরন ঢাকায় বিবিসির একজন বিশেষ স্ট্রিংগার ছিলেন বেশ কয়েক বছর।

সাংবাদিক মাসুদ হাসান খান এবার বিশেষভাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিউইয়র্কে সফর করছেন। এর আগে গেলোবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে কভারেজ করতে তিনি এখানে এসেছিলেন। তখন নির্বাচন নিয়ে ক'জন বাংলাদেশী আমেরিকানদের নিয়ে বিশেষ বিবিসি লাইভ করেছিলেন যার ভিউ হয়েছিলো কয়েক মিলিয়ন। অংশগ্রহন করেছিলেন আকবর হায়দার কিরন, মিনহাজ আহমেদ, আবিদ রহমান ও নিহার সিদ্দিকী।

মাসুদ হাসান খান ও তার স্ত্রী সহ নৈশভোজ ও প্রাণবন্ত আড্ডায় সময় কেটেছে জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রের রেঁস্তোরা ইত্যাদিতে। তার আগে ছিলো ডাইভারসিটি প্লাজায় দাঁড়িয়ে ম্যারাথন আড্ডা। ডিনারের পর আরেকটি পর্ব ছিলো জ্যাকসন হাইটসের সুপরিচিত ডিজাইনার আর্টিস্ট ও এলাকাবাসী ক্লাবের সভাপতি সাকিল মিয়ার গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডে। মাসুদ হাসান খানকে নিয়ে স্মৃতিময় কাটালেন যাঁরা তাদের মধ্যে ছিলেন মিনহাজ আহমেদ, আবিদ রহমান, মাইন উদ্দিন আহমেদ, শিব্বীর আহমেদ, আইরিন রহমান ও রেশাদ খান।

উল্লেখ্য, এই জ্যাকসন হাইটসে বিশেষ সময় কাটিয়েছিলেন বিবিসির কিংবদন্তী সিরাজুর রহমান তাঁর স্নেহধন্য ও সহকর্মী আকবর হায়দার কিরনের সাথে। দশ বছর আগে তিনি নিউইয়র্কে এসেছিলেন এবিসি সম্মেলনে। স্বস্ত্রীক সিরাজুর রহমান-কে নিয়ে আলাউদ্দিন রেঁস্তোরায় খাওয়া-দাওয়া, জ্যাকসন হাইটসের রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো নানা স্মৃতি রয়েছে।

নিউইয়র্কে সন্দ্বীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতির বনভোজন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটি সংলগ্ন লং আইল্যান্ডের হেকশেয়ার স্টেট পার্কে সম্প্রতি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপপ্রবাসীদের মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ। এর আয়োজনে ছিল সন্দ্বীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতি। গত ৩ জুলাই বার্ষিক এ বনভোজন ও মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। বনভোজনে দিনব্যাপী খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও ছিল আকর্ষনীয় পুরস্কারের র‍্যাফেল ড্র। খাওয়া দাওয়া বা আনন্দ-কোনটিরই কমতি ছিল না।



অনুষ্ঠানে মধ্যমণি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি ও 'আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশন'র প্রতিষ্ঠাতা মো. কাদের মিয়া। উল্লেখ্য, হাজী আব্দুল কাদের মিয়া ছিলেন এই আয়োজনের প্রধান সমন্বয়কারি। অপরদিকে আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আবুল বাশার ভূইয়ার উদারতা এবং জহিরুল ইসলাম ইরানসহ অন্য সকলের কর্মনিষ্ঠায় গোটা আয়োজনটি পরিপূর্ণতা পায়।

সন্দ্বীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতির সভাপতি হাজী মো. জাফরউল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন মাস্টার সার্বক্ষণিক সরব ছিলেন অতিথিগণকে স্বাগত জানাতে। বনভোজনের জন্যে গঠিত সাব কমিটির যুগ্ম আহবায়ক মো. সিরাজুল মাওলা, জগলু হায়াত খান এবং ইব্রাহিম খলিল, যুগ্ম সদস্য-সচিব এটিএম রানাকে সকল আয়োজন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



কানাডার অন্টারিও পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় উপনেতা ডলি বেগম

রাজীব আহসান, কানাডা থেকে: কানাডার বৃহত্তম প্রভিন্স অন্টারিওর প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংহতি জোরদার করার আহ্বান

- পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলমান বহুমূখী বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী সংহতি জোরদার এবং সু-সমন্বিত সাড়াদান প্রক্রিয়া গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি। তিনি বলেন, 'গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের একজন হিসেবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংকটের ধরণ, মাত্রা ও প্রভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশ্বিক সাড়াদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের সাথে কাজ করে চলেছেন"। শুক্রবার (১৪ জুলাই)(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)



এটর্নী মঈন চৌধুরী আবারও ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার নির্বাচিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কমিউনিটির পরিচিত মুখ এটর্নি মঈন চৌধুরী আবারও ডেমোক্রেটিক (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন কিভাবে

জাফর আহমাদ

"আর স্মরণ করো তোমাদের রব এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, কৃতজ্ঞ থাকো তাহলে অবশ্যই আমি নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো, (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

কানাডায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশীর মৃত্যু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডার অটোয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন আসিফ সৈয়দ (২৭) নামে প্রবাসী বাংলাদেশী। ঈদের দিন কানাডার স্থানীয় সময় শনিবার আনুমানিক ভোর (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

আবারও মামলাচক্রে বাংলাদেশ সোসাইটি

'অনিয়ম দূর না হলে সঙ্কট কাটবে না'

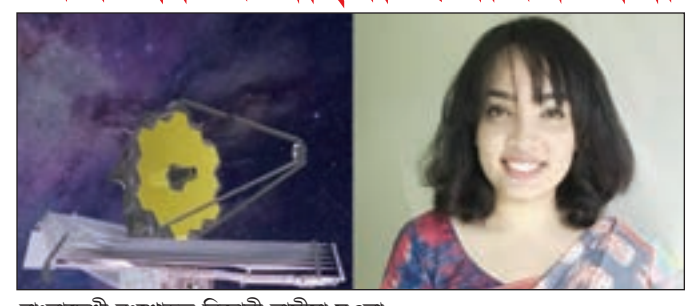
বিশেষ প্রতিনিধি: 'বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক' যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'মাদার সংগঠন বা আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত। কিন্তু নামেই এটি এখন মাদার সংগঠন, কাজে নয়। একের পর এক মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে একদিকে (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির উদ্যোগে এরশাদ এর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্কঃ গত ১৪ই জুলাই রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় জ্যাকসন হাইটস্থ টেষ্ট অব লাহোর রেষ্টুরেন্ট মিলনায়তনে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা বাংলাদেশের ৯ বৎসরের (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপে বাংলাদেশী বিজ্ঞানী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী লামীয়া মওলা যুক্ত আছেন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (জেডব্লিউএসটি) প্রকল্পে। যা বাংলাদেশের মানুষকে গর্বিত করেছে। ১ হাজার কোটি ডলারের বেশি খরচে নির্মিত এই টেলিস্কোপে পৃথিবীর জন্মেরও আগের মহাজাগতের ছবি দেখার বিস্ময়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের মেয়েটির নামও উচ্চারিত হচ্ছে দেশ জুড়ে। ১ হাজার ৩০০ কোটি বছর আগের মহাজগতের ছবি তোলা হয়েছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে। যা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গত সোমবার প্রথম (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী লামীয়া মওলা

খেলার খবর

ব্রাজিলের বিপক্ষে না খেলতে আদালতে আর্জেন্টিনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গুরুত্বহীন একটা ম্যাচ। না খেললেও কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে না ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার। কিন্তু বিশ্বকাপ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

হিটস্ট্রোক থেকে বাঁচতে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেশজুড়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। এ চলমান তাপপ্রবাহে প্রচন্ড গরমে জনজীবনে হাঁসফাঁস অবস্থা। এ পরিস্থিতিতে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরণীকা

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক বনভোজন ১৭ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ বেথপেজ ষ্টেট পার্কে। সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ'র বনভোজন ১৭ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

আগামী সপ্তাহে মানবপাচার প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগামী সপ্তাহে মানবপাচার প্রতিবেদন (টিআইপি রিপোর্ট)-২০২২ প্রকাশ করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ রিপোর্টে ২২টি অধ্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৮৮টি দেশের তথ্য থাকবে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বনভোজন মৌসুমে উৎসবমুখর কমিউনিটি

কৌশলে 'চাঁদাবাজী'র অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গ্রীষ্মকাল তথা সামার মৌসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথেই যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শুরু হয়েছে বনভোজন (বাকি অংশ ৩৬পাতায়)

বাংলাদেশে সংকট মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

ওয়াশিংটন, ডিসি: বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর ধাক্কা যখন বাংলাদেশসহ প্রায় প্রতিটি দেশ কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছিলো তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি সারা বিশ্বকেই গভীর এক সংকটে ফেলেছে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

গায়ক ফেরদৌস ওয়াহিদ হাসপাতালে ভর্তি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হৃদরোগে (হার্ট অ্যাটাক) আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন জনপ্রিয় পপ গায়ক ফেরদৌস ওয়াহিদ। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং ক্রিমিনাল্রেশন এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com